Kuashar Fona by Nasrin Jahan

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

মূর্ছনা
নাসরীন জাহান
কুয়াশার
ফণা
www.MurchOna.com

স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়

কী করে নিভৃত সান্নিধ্যে তুমি অপার্থিব হাসিতে মানুষকে প্রাণবর্তী করো ? এত দীর্ঘ হৃদয় তোমার, বলো, কী করে শোধ হয় তোমার এই অনন্ত অপার স্নেহের ঋণ ? যে সারল্য শিশির কাশফুলের মতো স্নিগ্ধ। ব্যক্তিত্ব বর্ষা ছেড়ে যাওয়া মাঝদুপুরের মতো তীব্র। কী করে ?

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

মিথ্যার শিল্প জীবনের অঙ্গ

কী দেখছ এত জানালা দিয়ে ?

রোদ।

আরে রোদ একটা দেখার বিষয় হলো না-কি ?

সেটা তুমি বুঝবে না।

এইবার দিনের বেলাতেও ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকা ঘরটার রকিং চেয়ার থেকে এত শব্দে দাঁড়ায় জাহিদ— চেয়ারটা রীতিমতো বাচ্চা বাছুরের মতো লাফাতে থাকে— কতক্ষণ আগে মেয়েটার কাছে বলেছি টেবিলে ভাত দিতে, তোমার কাছে তো চাই নি, একটু খোঁজ নেবে না ? জাহিদের কণ্ঠের ঝাঁঝ বাড়তে থাকে, আর রোদ ? প্রতিদিন যা উঠে নেভে, এটা জানালা দিয়ে ঘটা করে তুমি দেখবে, আর আমাকে বলবে, আমি বুঝব না, নাফিসা, এনাফ।

বোকা-বোকা মুখ করে জাহিদের মুখোমুখি হওয়ার সময় নাফিসা জানালার সমস্ত পর্দা উদোম করে দেয়, বলে, প্রতিদিন তো ওঠে না। আজ টানা পাঁচদিন বৃষ্টির পর শহরে যখন নৌকা নামানোর প্রস্তুতি চলছে, অফিস যেতে রিকশায় মানুষের কোমর পর্যন্ত প্যান্ট ভিজছে, জানো জাহিদ, তখন এই একেবারে অনন্তে পালিয়ে থাকা সূর্যটার রোদ কী মায়ায় চারদিকে ছড়াচ্ছে, আমি সেইটাই দেখছিলাম।

জাহিদ কিছুক্ষণ চুপ মেরে যায়। কিন্তু তর্কে হারা তার স্বভাব না, ফলে পর্দা সরানো ঘরে বাইরের হালকা আলোর বিচ্ছুরণ তার মধ্যে ফুরফুরে নিশ্বাস দিলেও সে বলে, ঠিক আছে, তা মানলাম, কিন্তু তুমি সমস্ত পর্দা সরালে যে ? জানো পাশের ছাদে পোলাপানরা ঘুরাঘুরি করে ...।

পোলাপানই তো, তারা আমার মতো বুড়ির সাথে ছুকরিগিরী করে মাস্তি করতে আসবে— এটা কী করে ভাবছ ?

নিজেকে বুড়ি বলে আমার সাথে চালাকি করো না, তোমাকে ছেমড়ি ভেবে পোলাপানগুলো কী করে দেখি না ? তোমার গায়ে কি বিয়ে আর বয়সের লেবেল আঁটা আছে ?

এই কথা শুনে ভেতরে-ভেতরে বড় আমোদ হয় নাফিসার। তলায় কেঁপে উঠতে থাকা কষ্টটাকে বুক থেকে এক খাবলায় নখ দিয়ে টেনে তুলে এতক্ষণ বাতাসের পরতে-পরতে আলুথালু মিশতে থাকা রোদ্দুরকে সেখানে স্থান দিতে থাকে। রাগের মাথায় মুখ থেকে বেরিয়ে আসা স্বামীর এরকম কমপ্লিমেন্ট শুনতে, সেটা যত রাগের

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

কণ্ঠেই বলুক না সে, কোন স্ত্রী না ভালোবাসে, যার দাম্পত্য তেরো গিয়ে চৌদ্দতে পৌঁছেছে ?

মুহূর্তে স্থিত হয় জাহিদ, অস্বস্তি এড়াতেই যেন আগের চক্রে ফেরে, বহুত হয়েছে, সপ্তাহে একটা বন্ধের দিন, একটু শান্তি দেবে, না, কী হয়েছে আজ হীরণের ? খিদেয় যে পেট জ্বলে গেল।

নাফিসা জানে আরেকটু দেরি হলে পরিস্থিতি হঠাৎ নেমে কোন নর্দমায় তলাবে। নাফিসার ভদ্রতাবোধের সাথে পাল্লা দিয়ে যদ্দুর পারে বিন্যস্ত থাকে, কিন্তু একটু বেশিক্ষণ কিছু এলোমেলো পেলে সরাসরি ওর সাথে চেতে না জাহিদ, হীরণকে, ওর আড়ালেই, নাফিসার সামনে নাস্তানাবুদ গালিগালাজ দিয়ে, ঝি পিটিয়ে বউ শাসন করে। সটান পর্দা টেনে, ও.কে. বাপ সরি— বলতে-বলতে একছুটে নাফিসা রান্নাঘরে লীন হতে-হতে ডাকে, হীরণ! কীরে আজ তোর কী হলো রে ?

দুই

জাহিদের ছুটির দিনগুলোতে নাফিসা নিজের সত্তার মধ্যে থাকে না। তার ক্রমাগত হাওয়ায় ভাসতে থাকা পলকা শরীর তখন মাটিতে নেমে আসে। কী লাগবে জাহিদের, কোনটুকু ব্যবহারে কতটুকুতে হাসবে, রাগ করবে— সব তখন নাফিসার তাকেই তাক করে আবর্তিত হতে থাকে। আজ সারাদিন যে কী হলো, দুপুরে খিদেয় মরছে স্বামী, নাফিসা কী করে তখন ভেজা বৃষ্টির আবহ গিলতে থাকা রোদ্দুরের নানা রঙ দেখে ?

অবশ্য ব্যাপারটা পরে আর এগোয় নি। দুপরে খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ভাত ঘুমে শুয়ে পড়তে-পড়তে জাহিদ নাফিসাতেই বিন্যস্ত হয়, আজ কোথাও বেরোবে ? সারাদিন তো ঘরেই কাটাও।

নাফিসা অবাক, এই একটা দিন তোমার রেস্টের। তুমি বলছো এই কথা ? তাছাড়া এই শহরে জায়গা কই কোথাও যাওয়ার ?

যেদিকে দু'চোখ যায়— আলুথালু ভেঙে বিছানায় উঠে বসে হা-হা হাসে জাহিদ, জীবনে বিনোদন বইল্যা একটা জিনিস আছে না ?

শরীর কাঁপে নাফিসার, বিনোদন ? কী চাইছে জাহিদ ? আজ দিনের বেলাতেই ? দিন-দিন এক ছাদের নিচে 'ইশারায় কাফি' নাফিসার সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসে, সে ঠান্ডা-ঠান্ডা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, সত্যিই তুমি বিকেলে বেরোতে চাও ?

হোয়াই নট ?

তবে নগরীতে 'যেদিকে দু'চোখ যায়' বলে কিছু নেই, নাফিসা স্বস্তি গিলতে চায়, প্ল্যান করতে হবে, কোথায় কখন যাচ্ছি।

www.MurchOna.com

নাফিসাকে টান দিয়ে বিছানায় নিজের ওমে শুইয়ে জাহিদ মানবিক হয়, আম্মার কাছে যাবে ?

নিজেকে ছুটিয়ে নাফিসা বিরক্ত, ওটা কি বিনোদনের জায়গা ? তুমি ঘুমাও।

আরে ? তোমার মা, আমি যেতে চাইছি, কোথায় তুমি খুশি হবে, তা-না, ধেৎ! তোমার এইসব আমি বুঝি না।

সেজন্য তো সারা সপ্তাহই আছে। আমার মনে হলে তো আমি উনার কাছে যা-ই, নাফিসা আড়ষ্ট কণ্ঠে বলে, এত ইচ্ছা হলে অফিস থেকে ফেরার পথে তুমি একদিন যেতে পার না ? এটা কি বিয়ের পার্টি ? দু'জনে একসাথে যেতে হবে ?

আহা! কতদিন কারো বিয়ে খাই না, নাফিস্যাকে চটায় জাহিদ, জানি তোমার পছন্দ না, কিন্তু আমার ... আহা, মুরগির রোস্ট, বোরহানি।

জাহিদ, বিরক্ত লাগছে। নাফিসা অন্য এক আশঙ্কায় নিজেকে ওর বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চায়। জাহিদের বিনোদনের মূল ভাষা শারীরিক সম্পর্ক, যা এই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারছে না সে, ফলে প্রসঙ্গ ঘোরায়, নাটক দেখতে যাবে ? দেখি পেপারে, শিল্পকলা, মহিলা সমিতি, কোথায় কী আছে ? ওহ্, মনে হয় আজ 'বিনোদিনী' আছে... ছটফট করতে-করতে বলে যায় জাহিদ, শিমুল ইউসুফের একক অভিনয়ে নাকি সাংঘাতিক হয়েছে নাটকটি, বুঝলে...।

থে'টার ? জাহিদ মজা না টিটকারি দিল বোঝা গেল না, কিন্তু নাফিসার মন ক্রমশ নিভে গেল। কিন্তু ছুটির দিন। কোনোভাবেই জাহিদকে উত্তেজিত করে ক্রোধের পর্যায়ে যেতে দেয়া যাবে না। ঝগড়া, ক্রোধ বিশেষত জাহিদের সাথে— ভীষণ ভয় নাফিসার, একটু বাড়লে এমন বিচ্ছিরি পর্যায়ে যায়, পরে দ্রুত মীমাংসা হলেও নাফিসা কয়েকদিন নিজের মধ্যে দাঁড়ানোর শক্তি পায় না।

কিন্তু আজ সে আপোসটা করতেই পারে নি। 'বিনোদন'-এর নতুন আরেক ভাষা আসলে সেই মূল জায়গাটাতেই ঠেকেছিল, রগরগে হয়ে উঠছিল জাহিদের কণ্ঠ, রাতে তো সবারই হয়, দিনের বেলা আজ দেখি না কেমন লাগে ?

আমাকে স্পর্শ করতে থাকলেই তোমার ওইসব করতে ইচ্ছা করে কেন ? তোমরা পুরুষরা অদ্ভুত, বিয়ের আগে চুমু খেতে এত মজা, এখন রাতে, অরাতে বিয়ের পরদিনই যখন আদরের জন্য মনটা হৈচৈ করে, তখন স্পর্শ করে সেটার চূড়ান্তে না গিয়ে পারো না।

জাহান্নামে যাও— জাহিদ পাশ ফিরে শোয়, যা এতদিন বহু-বহু রাত হয়েছে।

আরে মনে করে দেখো, বিয়ের পরে কখনো নর্মাল আদর করেছো কি-না ?

নর্মাল আদর আবার কী ? ঝাঁঝিয়ে ওঠে জাহিদ, বললাম তো, চুপ করো, তুমি কি আমার বাচ্চা ? নর্মাল আদর করব ?

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

তিন

বাচ্চা ?

পাশে ঘুমিয়ে জাহিদ। ছায়াছাদে চোখ মেলে থাকে নাফিসা। রাত্রি-রাত্রি কাটে তার চাদর খামচে, বালিশে নখ আঁকড়ে, সাউন্ড প্রায় অফ করে টিভি দেখে, বিছানার পাশের সুইচ অন করে বই পড়তে-পড়তে। জাহিদ ঘুমুলে, পাশের নিজের মিনি ঘরটায় মেঝে-তোষকে শুয়েও তখন যন্ত্রণা কাটে না। রাত বাড়তে থাকলে দেয়ালে যে কত ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় মূর্ত হয় কখনো মানুষ, কখনো জন্তু, কখনো গাছপালা— দেখতে-দেখতে নাফিসা দু'চোখের পাপড়ি, যে একে অন্যের শক্র কষে বেঁধে এক করতে চায়, ঘন্টা-ঘন্টা পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাসের তলায় তার শরীর ঢেউ খায়। ঘুম আসে না।

আচমকা বুকের ওপর ঝাঁপ দেয় কোমল সুন্দর এক শিশু, সে নাফিসার স্তন চুষতে থাকলে তাকে ধাক্কা দেয় নাফিসা। শিশুটি গড়াতে থাকলে নাফিসার শূন্য বুক ঠেলে কান্না ওঠে। আর বাচ্চাপাগল মানুষ জাহিদ হিংস্র চোখে তাকিয়ে তাকে বুকের মমতায় চেপে চুমোয়-চুমোয় তার দম বন্ধ করে দেয়।

হায়! জাহিদ, আমার জন্য তুমি বাবা হতে পারলে না।

তাতে কী, জাহিদ দীর্ঘশ্বাস চাপে, মানুষের সব ইচ্ছেই কি পূর্ণ হয় ?

এ তোমার বড়ত্ব, আমি কি জানি না তুমি তোমার উত্তরসূরিকে এই পৃথিবীতে আনার জন্য কত ব্যাকুল। নাফিসা অস্ফুট বলতে-বলতে এই কথার সত্য-মিথ্যার চক্রে গড়াতে-গড়াতে আবার তুলো খামচায়, কী করব ? কী ?

ফের দুপুর রোদ্দুরের ফেড়ে পড়ে সে, বৃষ্টি কী মধুর, এই বাংলার নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত মানুষের শৈশবের সাথে বৃষ্টি স্মৃতির যে কী মধুরতা ... মার চিৎকার, যখন সে হুটোপুটি খাচ্ছে একদল পোলাপানের সাথে, বৃষ্টিতে, কাদামাটিতে, না-ফি-সা তোর কাল পরীক্ষা। যদি জ্বর ওঠে তাহলে ...।

নাফিসা এপাশ-ওপাশ করে, জ্বর ? এসব ভাবলে কেউ বৃষ্টিতে মাততে পারে ? কিন্তু তারপরও তখন মার এই কেয়ারিংটা উপভোগ করতো সে। নইলে নিজ সন্তানদের নিয়ে মাস্টারনী মা'র জীবনযুদ্ধের পীড়নে কণ্ঠ থেকে মায়া উঠে যখন কিছু হলেই ধমক ছাড়া কিছু আসতো না, বৃষ্টির সময় শাসন করে যখন তার কণ্ঠে শূন্যতা আকুলতা, সেই তৃষ্ণাতেই নাফিসা ভরজলে আরো গড়াতো। হায় ! এখনো নাফিসা কেন সেই স্বপ্নময় স্মৃতির ঘেরাটোপ থেকে বেরুতে পারে না ?

নিজের ছোট ঘরের ক্যানভাসটায় একটা শিশুর ভ্রূণ আঁকার অপচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে টের পায় না কখন নিঃশব্দে এসে সে জাহিদের বাতিজ্বলা রুমের বিছানায় এসে শুয়েছে।

ইসস... গভীর ঘুমে প্রায় চিল্লায় জাহিদ, এত রাতেও এত লাইট কিসের ?

কিছু না, কিছু না ... বলতে বলতে দ্রুত উঠে বাতিটা নিভিয়ে নাফিসা জাহিদের শরীরে স্নেহের স্পর্শ রাখে।

এমনিতে ঘুমালে বেহুঁশ জাহিদ, কিন্তু কোনোদিন অফিসের কাজের টেনশন নিয়ে যখন এপাশ-ওপাশ উল্টায়, দম বন্ধ করে পড়ে থাকে নাফিসা, কিন্তু যত দম বন্ধ, তত মগজের উল্লফন— শৈশব, শৈশব ... নাফিসারে, তোরে ক্যাডা বিয়া করবো ? শইল্যে মাংস নাই ...।

না, ওই বান্ধবীরা তার শুভার্থী ছিল। কিন্তু অন্তত মেয়েদের ইসকুলে পড়া স্টুডেন্ট যখন মোটামুটি 'গাধা' হিসেবে চিহ্নিত হয়, তার ব্যক্তিত্ব কোথায় থাকে ? মার রামখাটুনি তাকে কত কষ্টে অনার্স উত্তীর্ণ পর্যন্ত আনতে পেরেছিল, সে নাফিসা ছাড়া কে জানে ? পাঠ্যবই দেখলেই যে নাফিসার গা রিরি করতো ? লাইব্রেরি থেকে এনে লুকিয়ে পড়তো বই। বিশেষত নাটক। কল্পনায় কত চরিত্রে কতবার যে সে মঞ্চ দাবড়ে বেরিয়েছে। পাঠ্যখাতায় পেন্সিল দিয়ে, মাটিতে ভাঙা কাচ দিয়ে জলের মধ্যে কত যে ছবি আঁকতে, যদিও মূল স্বপ্ন ছিল, মফস্বল ছেড়ে ঢাকা যাওয়ার সুযোগ পেলে মঞ্চে জড়াবে। অবশ্য কৈশোরে, ঢাকায় এক আত্মীয়র বাড়ি এসে, ওই বাড়ির মেয়ে মঞ্চে যুক্ত ছিল, তার সাথে কয়েকটা নাটক বিশেষত, সৈয়দ শামসুল হকের ঈর্ষা নাটক ও 'গ্যালিলিও' নাটকে আলী যাকেরের দুর্দান্ত অভিনয়ে কেঁপেছিল নাফিসা এসব দেখে দেখেই মূলত এই স্বপ্নের জন্ম। পরে অবশ্য সেই পরিবার কী এক লটারি পেয়ে আমেরিকা চলে যায়।

কিন্তু নাফিসার অন্তরাত্মায় জ্বলজ্বল করতো হিংস্রতার জেদ, অহঙ্কার, যা কাউকে বলতে না পারায় বাড়ি এসে একা-একা রাত-রাত দুমড়ে-দুমড়ে পড়তো। তখন অবিশ্রান্ত কাজে দুই ভাই এবাড়ি ওবাড়ি লজিং থেকে ভার্সিটিতে ভালো রেজাল্ট করছে। পলকা ফড়িং শরীরের নাফিসা, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতো তার শুকনো মুখের হালকা কালো রঙ। তখন ভেতরে দপদপ করত আগুন, ইসকুলে পড়া না পারলে, উল দিয়ে সোয়েটার বুনতে থাকা মহিলা টিচারের হঠাৎ চিৎকার, খুব তো চোখে কাজল মাইখ্যা আইছো। জানি তো বয়েজ স্কুলের পাশ দিয়া আসো। তাইলে পড়ার দরকার কী ?

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এক অনন্ত মাঠের কোনায় বসে সাদা কাগজে আঁকিবুকি করতে করতে নাফিসা অনুভব করতে-পারত না, মফস্বলের সরকারি স্কুলের টিচারদের সমস্যা কী ? তারা সারাক্ষণ ভুরু কুঁচকে কাজ করেন কেন ? কেন তারা কাজল, টিপ লিপস্টিক পরেন না ?

লেখাপড়ার প্রতি ক্রমশ আরো মন উঠতে থাকে, আর বাড়ি এসে আরেক মাস্টারনির হুঙ্কার।

মা।

এখন নাফিসা, স্নায়ু যুক্তিতে বোঝে, পাশে স্বামীর নির্ভরতা নেই, এর মধ্যে তিন সন্তানকে লালনপালন করতে করতে ক্লান্ত বিধ্বস্ত অবস্থা মা-কে বাস্তবতার প্রতিঘাত

প্রতিনিয়ত এমন করেছে। জেদ, ক্রোধ ছাড়া তার যেন আর কোনো আশ্রয় ছিল না।

রাত্তির ঝড়তে বাড়তে কমতে থাকে।

পাশের গেস্টরুমে জোরে শব্দ হয়। একটু শব্দেই নাফিসার কলজে ধড়াস করে। কিন্তু এখন জাহিদের খবর নেই। গভীর ঘুমে নাক ডাকছে। আবার মশারি খসিয়ে ফেলে হালকা বাতি জ্বালিয়ে নাফিসার রাত্তিরের জাগরণ— এই এক নিদ্রাহীন রাত্রির কষ্টকর স্বাধীনতা।

সে সন্তর্পণ কান পাতে, আরিফ জেগে আছে নাকি ?

হ্যাঁ, সেও তো রাত জাগা পাখি, জাহিদ অন্ধ, তার এই বিদেশ ফেরত ছেলেবেলার বন্ধুর প্রতি। না, নাফিসা নিজের আলুঝালু ভেতর অবিন্যস্ততায় এতই অস্থির— আরিফকে ওপরে ওপরে হাসিমুখে মিষ্টি কথা ছাড়া ভেতরে আর কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু নাফিসা প্রায়ই বোধ করে তার এই ভেতর তাচ্ছিল্যকে এক অর্থে যেন সম্মানই করে আরিফ, একদিন তো বলেই ফেলেছিল, প্রথম যখন আপনাকে দেখি, সত্যি বলছি ... কেঠো হাসি ছিল নাফিসার, থামলেন কেন ? অপ্রিয় সত্য বলুন।

তক্ষুনি আরিফের কাঁপুনি, না, কিছু না, মানে প্রথম দেখায় খুব সিম্পল সাধারণ লেগেছিল কিন্তু এখন যা দেখছি, পৃথিবীতে কম মেয়েতো দেখি নি, সত্যি আপনার রহস্য বের করা ...।

তক্ষুনি ভেতরে লুকিয়ে থাকা ছুরিকে চিনি দিয়ে মাখায় নাফিসা, লালটু বালটু সুপুরুষ লোকটার কাতর মুখের দিকে কোমল জ্বলজ্বল হাসি দেয়, রহস্যময়ী ? আমি ? কী যে বলেন আরিফ ভাই, আমি একদম সাদাসিধা সাধারণ একজন মেয়ে, প্রথম যা দেখেছিলেন তা-ই সত্যি দেখেছেন, আপনি দুনিয়া দেখা লোক ... আমার মধ্যে যদি রহস্য দেখেন—।

আরিফ নিজের অজান্তেই নিজের ভেতরে আবর্তিত হতে-হতে হঠাৎ চমকে বলে, ইমপসবল লাগে, কী করে আপনাকে ট্যাকল করে জাহিদ ?

সময় যাক, দেখবেন, কে কাকে ট্যাকল করে, এখন বলুন, দুপুরে কী খাবেন ? ঠাস-ঠাস চোখে তাকায় নাফিসা। আরিফ বাকরুদ্ধ, জানি না, বাট, আমি বেশিদিন আপনাদের জ্বালাবো না।

তক্ষুনি ঢেউ, তক্ষুনি ভেতর হিংস্র অথবা কোমলতার তাণ্ডব, আরে, কী বলছেন ? জ্বালাচ্ছেন কে বলল ? আপনি জাহিদের জানের দোস্ত, এই বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করেছেন বলেই তো আপনি এসেছেন, কিন্তু আমার কোনো ব্যবহার যদি আপনার খারাপ লাগে —।

না। লাগে না। প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে থাকে আরিফের মুখ। নাফিসার কোমল মুখের সামনে সে-ও ক্রমশ নরম হতে থাকলে নাফিসা উঠে আস্তে রান্নাঘরে যায়।

এরপর হীরণের সাহায্যে শবজি ভাজতে-ভাজতে অনুভব করে, সে নিজের মধ্যে ফের একটু একটু বিলীয়মান, বুদবুদ ... ।

কিন্তু তারপরও ফটাস দাঁড়ায় আরিফ, রান্নাঘরের সামনে, দেশের বাইরে নিজেই রাঁধতাম, আজ একটা আইটেম আমি বানাই ?

হাসে নাফিসা, কাল হবে। আপনি কী রাঁধবেন, তার জন্য ফ্রিজে আমার কী আছে তা-তো আপনি জানেন না।

যা, আছে।

কিছু নেই। আজ বাজার করতে হবে, ও. কে.। বাজারে আপনার হেল্প নেবো।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। মুহূর্ত গড়ায়।

আপনি শুধু একটা ক্যানভাসেই কী আঁকতে গিয়ে বারবার মুছেন ? হঠাৎ আরিফের প্রশ্ন।

চমকে ওঠে নাফিসা, তার নিজের একটি একান্ত ব্যক্তিগত কক্ষের এই দৃশ্য কী করে দেখল আরিফ ? তবে কি সে নাফিসার অলক্ষে তার সেই রুমে যায় ? না, এ আরিফের স্বভাব না। হতে পারে, যেহেতু সে খুব লক্ষ করে নাফিসাকে, হাঁটতে-চলতে ব্যাপারটা তার চোখে পড়েছে। নাফিসা তো আর সারাক্ষণ দরজা বন্ধ করে ওই ঘরে থাকে না, ফলে নিজেকে সামলায়, আরিফ ভাই, আজ যা আছে, কষ্ট করে খেয়ে নিন, তারপর আজ আগোরায় একসাথে আপনার পছন্দের বাজার করতে যাবো।

ঠিক আছে। আরিফ আর এগোয় না।

কেন যে রাতটা ফুরাচ্ছে না। গেস্টরুমে আরিফের জাগরণের শব্দ। শব্দ পেয়ে নাফিসা উঠে ফের শুয়ে নিশ্বাস আটকে পড়ে থাকে, কিন্তু বেশিক্ষণ না, হালকা তন্দ্রার ঘোর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে সে আবার মেঝেতে দাঁড়ায়, ততক্ষণে জাহিদের ঘুম হালকা হয়ে আসছে, সে আবার এপাশ-ওপাশ করছে ... । 'রাত পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরী ?' এই প্রশ্নে সে আধো বাতির দেয়াল হাতড়ে-হাতড়ে ছিটকিনিতে হাত রাখতেই হুঁশ হয়, সম্ভবত আরিফ জেগে, বাথরুম ছিটকিনিতে হাত রাখতেই দরজা খোলার শব্দে যদি ও নাফিসার রাত্রি জাগরণ টের পেয়ে যায় ?

এ নিয়ে রাত-রাত ভোগে সে। যেহেতু নিদ্রাহীনতার রোগ, হা-হা রাত্রি খামচে খামচে রক্ত ভেঙে ঢোকে। সেই যন্ত্রণায় কত যে কাণ্ড হয়, বেশি-বেশি পা চুলকাতে থাকে, বেশি পিপাসা, বেশি-বেশি বাথরুম পায়, বেশি-বেশি কাশি ওঠে, সবকিছুতেই এ-তো বেশি, নিজেকে চাপতে গিয়ে টের পায় বুকের মধ্যে জমাট রক্তের মধ্যে ব্যথা জমে যাচ্ছে। ফলে দিনের বেলা প্রায়ই তার দম আটকে আসে, মাথা কেমন টলতে থাকে, ধরাস-ধরাস হাতুড়ির শব্দ পড়তে থাকে সর্বস্নায়ুতে, নিজের বিপন্নতা নিয়ে যে কাউকে ভোগানোর বিষয়টি নাফিসার কাছে এমনই মর্মান্তিক আর অস্বস্তির, সে অবদমনের ভারে দিনে ভুগতে থাকে, দিনের ভোগান্তি তরঙ্গিত হাসির তলায় লুকিয়ে যখন দম টানতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, বাতাস আসে না।

www.MurchOna.com

চার

জাহিদ এতদিনের দাম্পত্যেও নাফিসার প্রবণতার আগাপাশতলার তল খুঁজে পায় না। সে তার বহু সহকর্মীদের দেখেছে, বিয়ের বছর না গড়াতেই স্ত্রীকে কেন্দ্র করে 'ঘরকা মুরগী ডাল বরাবর' এরকম অনুভব প্রকাশ করতে। জাহিদ বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তার পরে যার ক্ষমতা, তা হলো— অভ্যাস। অভ্যাসই বিন্যস্ত রাখে জীবনকে। পরনারীর প্রতি ভেতর আত্মায় কার না তোলপাড় করে ? তারপরও ঘরে-ঘরে সংসারগুলো টিকে থাকছে কোন জোরে ? যে পুরুষ নিজেকে সতী রাখতে পুণ্য বোধ করে, যেমন জাহিদ, তার সহকর্মী বন্ধু রশিদের কথার কোনো কূলকিনারা পায় না। সময় পেলেই সে তার গ্রাম্য জেদি-স্ত্রীর সম্পর্কে এমন ঘেন্না প্রকাশ করে, শরীর রিরি করে জাহিদের। এমনও বলে রশিদ, বাড়িতে গিয়া মনে লয় মাগিটার মুখ চাইপ্যা তার জবান বন্ধ করি।

সেই রশিদই অফিস ছুটির আগে আগে কতবার যে ঘড়ি দেখে, কখন বাড়ি যাবে, কতবার যে তার জন্য অফিসের কাজে দম-বন্ধ হয়। এদের স্বভাবের কূলকিনারা পায় না। জাহিদ মনে-মনে ঘেমে ওঠে, সে নিজেও তো অফিস থেকে সটান বাড়ি যেতে ব্যাকুল হয়। তারটাও কি রশিদের মতো অভ্যাসের ব্যাপার ?

চক্রাকারে ঘুরতে থাকে, ছায়া, সমুখ আবছায়ায় নাফিসার দেহ পাক খায়। না, পার্থক্য আছে, নাফিসাকে যতই সে ধমক-ধামক করুক, যতই নাফিসার সাথে তর্কে হেরে তাকে থামিয়ে দিক, কিন্তু ধমকে থেমে নিজের ক্রোধ প্রকাশ করতে না পারার অসহায়ত্বে, সেরকম মুহূর্তে গোবেচারা চেহারা করে যেভাবে নাফিসা জাহিদের দিকে তাকায়, তার প্রতি প্রচণ্ড মমতা বোধ করে সে।

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রাইভেট কারের হিমে বসে জাহিদ আবর্জনাময় দেশটাকে দেখে। আস্তাকুড়ের উচ্ছিষ্ট আমের আটি চুষছে আধ নেংটো শিশু। তক্ষুনি অকস্মাৎ গ্রাস করে অন্ধকারময় অপরাধবোধ। বিয়ের পরে কী ছিল তার ঘরে ? দুটো ঘুপচি রুম। কয়েকটা বেতের চেয়ার, একটা খাট, ঘটর ঘটর সিলিং ফ্যান। মফস্বল কলেজে অনার্স পাশ করে পিতৃহীন নাফিসা বাড়িতে বিয়ের তাগিদে ধাক্কা খাচ্ছে। তার বড় ভাই কোনো রকম একটা সাধারণ গোছের চাকরি পেয়ে নিজের জীবন নিয়ে নিজে হিমশিম, মেঝো ভাই ফ্যা ফ্যা বেকার হয়ে জুতার তলা খোয়াচ্ছে। ওরকম অবস্থায়ও নাফিসার ব্যক্তিত্বের কাঠিন্যে ভেতরটা এমন নড়েছিল জাহিদের, যৌতুকের থোড়াই কেয়ার করে ওকে নিজের কব্জাগত করার জন্য রীতিমতো উন্মাদ হয়েছিল সে।

তুমি আমার কী দেখে আমাকে বিয়ে করতে চাইছিলে ?

তোমাকে ট্রেনে বসে শেকস্‌পিয়র পড়তে দেখে।

আশ্চর্য! নাফিসার ঘাম-ঘাম মুখ ঝুঁকে পড়ে জাহিদের দিকে, তোমার ঘরে কোনো বই নেই, শরৎচন্দ্র ঠিক আছে, আশুতোষ পড়েছো বলেও তো তোমাকে মনে হয় না।

জাহিদ গুমরে-গুমরে হাসে, সেই জন্যই তো। এক বন্ধু নাটক দেখতে নিয়ে গিয়েছিল। এত জটিল লেগেছিল সেই নাটক, নিজের মূর্খতাকে মানতে পারি নি বলে সেই নাটকের নাট্যকার, মানে শেকস্‌পিয়র, তার বই কিনে সারারাত এক ফোঁটা দাঁত বসাতে পারি নি। এত কঠিন বই যে মেয়ে বাংলাদেশের ট্রেনে ভিড়ের মধ্যে বসে পড়ে, মানে আমার সেই কঠিন অক্ষমতা যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম... এই আর কী, আর তুমি ? তুমি কেন নাফিসা, আমাকে ?

ক্রমশ তার স্বভাব প্রক্রিয়ায় অধঃপাতে তলাতে তলাতে ফের মাথা উত্থিত করে, হালকা চালে কুশায়া ভেজা কণ্ঠে ভীষণ নির্লিপ্ত উত্তর দেয় নাফিসা, তুমি আমাকে শেকস্‌পিয়র পড়তে দেখে পছন্দ করেছিলে বলে।

এইসব ব্যাপারেই নাফিসা ক্রমশ দূরবর্তী। নিজের বিপন্নতাকে যত বড় করত জাহিদ, নাফিসা ততই তা ঢাকতে-ঢাকতে অদ্ভুত গল্পের চক্রজাল তৈরি করত, জানো, আমি শৈশবে গ্রামের গোছাগোছা সবুজ ধানের আলে এক বিশাল ময়ূররঙা রাজহাঁস দেখেছিলাম। তার পেছনে ছুটতে-ছুটতে কূলকিনারা দিক হারিয়ে এমন এক অচেনা পাহাড়ের সামনে দাঁড়ালাম, মাথাটা ঘুরতে থাকল, চারপাশে কতরকম যে হাজার পাখির হুজ্জোত, কেউ আমার মাথায় বসে, কেউ কাঁধে, মানে ব্যাপারটা এমন হলো, পাখি তো মানুষকে ডরায়, ওদের মধ্যে আমাকে নিয়ে সেই ভয়ের এক ফোঁটা তোয়াক্কা দেখলাম না। ওরাও কি আমাকে তাদের সমগোত্রীয় মানে, কোনো পাখি মনে করেছিল ?

স্বপ্ন দেখতে পারও তুমি, তখন নাফিসার এইসব বিমূঢ়তার গপ্পো ভীষণ টানত জাহিদকে, যেন এ নাফিসার কথন নয়, দূরায়িত অনন্ত থেকে ভেসে আসা গান, যেন ...।

ওর ঠোঁটে আলতো চুমু খেয়ে ক্রমশ সেই শূন্য ঘরের একাকী খাটে ওর দিকে ধাবিত জাহিদ, জীবনে কারো প্রেমে পড়ো নি, সত্যি বলবে, আদর করো নি ?

বিয়ের পর গরম-গরম প্রথম, নাফিসার শরীরও জাগছে, তোমাকে তো বলেছিই সাব্বিরের কথা। চলেছি কয়েকদিন। কিছু-কিছু ভালো লেগেছিল, কিন্তু ওর টার্গেট বিদেশ সেটেলড হওয়া, আর আমি মৃত্যুর বিনিময়েও দেশ ছাড়বো না। এই দ্বন্দ্বে তারপর ও বিদেশ গেল, আমার নটে গাছটি মুড়ালো।

ঈর্ষায় জ্বলে যায় জাহিদ। নিজের ঘটাং ফ্যানের শব্দ বড় বিচ্ছিরিভাবে কানে বাজে।

ক্রমশ নিভতে থাকা দেহমনে বিপর্যস্ত কণ্ঠে বলে, ওকে বিয়ে করলে কত ধনী থাকতে, নিজেকে আমার ভিখিরি মনে হয়।

এরপর কী এক শব্দ হয় জাহিদের বাস্তবিক পৃথিবীতে ... নিজের মধ্যে এতক্ষণ আত্মবুঁদ জাহিদ চারপাশে তাকায়। আবর্জনাময় জগতটা পেরিয়ে এ কোন পৃথিবীতে এসে পড়লো সে ? চারপাশে বিরাট-বিরাট জৌলুসময় মার্কেট, হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি

পতনের মধ্যেও যার ঠাস-ঠাস মূর্ত রূপ কিছুর অতলে হারায় না। কিন্তু এত ব্যাপক পথের অনিন্দ্য জগতে হার্ডব্রেক করল যে ড্রাইভার ?

স্যার, গাড়ি পানির মধ্যে ডুইব্যা গেছে, আগাইতে পারতেছে না।

আরে ? রীতিমতো খেপে যায় জাহিদ, আকরাম, আমি তোমার কাজ নিয়ে আগেই বিরক্ত হয়ে আছি, তুমি জানো, এই দেশে কি রাস্তার অভাব ? তুমি এই পানির মধ্যে এসে কী করে পড়ো ?

তোতলায় আকরাম, স্যার, মানে এই রোড ছাড়া অন্য রোডে গেছিলাম বইল্যা এর আগে যে রাগ করলেন আপনি এইডা ছাড়াও, অহন কোন রোডে পানি কী অবস্থায় আছে কেমনে কই ? সামনের অবস্থা দেখতাছেন না ?

হতাশ চোখে জাহিদ দেখে, পাশে রূপা প্লাজার ঔজ্জ্বল্যের এপাশের বিরাট রাস্তায় হাজার-হাজার গাড়ি, নিষ্ক্রিয়, দণ্ডায়মান। সে হতচকিত হয়ে জানালার গ্লাস খুলতেই ঝিরি বৃষ্টিতে মুখ ভিজে যায়, ও গড! রাস্তা তো নয়, অনন্ত পুকুর, সবার গাড়িই প্রায় অর্ধেক ডুবে আছে। পেছনে ব্যাক করারও উপায় নেই, সেখানেও হাজার রকম গাড়ির নিষ্ক্রিয় হুজ্জোত।

তুমি আর রাস্তা পেলে না ? ধমকে ওঠে জাহিদ, সেদিন বকেছি বলে তুমি সিচুয়েশন বুঝে রাস্তা বদলাবে না ?

আকরাম মিনমিন করে, অনেক ঘুইরা-ঘুইরাই তো এই পথে আইলাম, এত্তো বড় রাস্তার মধ্যেও যদি ... এছাড়া আপনেও তো দেখছেন, কিছুই তো কইলেন না।

তাইতো ! আজ কী হয়েছিল জাহিদের ? সম্পূর্ণ নিজের মধ্যে বুঁদ হয়ে ছিল ? তার নিজেরও তো রাস্তাঘাট কিছু চোখে পড়ে নি।

মোবাইলে নাফিসার ফোন, কোথায় তুমি ... ?

আর বলো না... জাহিদ কী বলবে বুঝে পায় না।

শোনো, রাস্তা বুঝে এস। টিভিতে দেখছি ঘন্টা-ঘন্টা রাস্তায় ভিজেও মহিলা পুরুষ যা-ও একটা ... সিএনজি ক্যাব পাচ্ছে, কিছুটা যেতেই ইনজিনে পানি ঢুকে সেই সব বিকল হয়ে যাচ্ছে।

এই রে, ভাবনায় পড়ে জাহিদ, আমারটাও বিকল হয় নি তো ?

কী ব্যাপার জাহিদ, কিছু বলছো না ?

না, মানে নাফিসা আমিও মনে হয় সেই খপ্পড়ে পড়েছি, পানির মধ্যে ডুবে আছি।

বলো কী ! ঘর থেকে বেরিয়েও যদি সাবধান না থাকো !

তোমার লেকচার ভালো লাগছে না, সহজাত ধমকে নাফিসাকে অবশ করে দিয়ে জাহিদের অসহিষ্ণু উত্তর, দেখি কী করা যায়, এরপর ফোন কেটে দেয়।

www.MurchOna.com

পাঁচ

জাহিদকে ফের ফোন করতে স্পৃহা হয় না নাফিসার। প্রবণতার সবচেয়ে নাজুক দিক তার, অতিরিক্ত সেনসেটিভ সে। কেউ হাতুড়ি দিয়ে পেটালেও হয়তো ব্যথা হয় না, কেউ পিন ফুটালেই হুড়মুড় রক্ত বেরোয়। জাহিদের এই কথায়-কথায় ধমক দেয়ার প্রবণতায় তার নিঃশব্দ জেদ বাড়ে, অন্য অনেক কিছুতে অভ্যস্ত হয়েছে সে, এই ব্যাপারে সে যে অভ্যস্ত হতে পারে নি, পারবে না, তা সে হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে।

জাহিদের সাথে বিয়েটা জরুরি ছিল নাফিসার।

ঢাকায় এসে মঞ্চনাটক ?

বিয়ের আগে পরে জীবনের পেষণে সেই স্বপ্নকে তাকে কোন অজান্তেই যে মারতে হয়েছিল সে নিজেও কি জানে ?

প্রথমত, জাহিদের কাছে টিভি নাটক এক ধরনের 'লাইন'-এর মেয়েরা করে। আর মঞ্চনাটক করে তারা, যারা বনের মোষ তাড়ায়। উল্টো গঙ্গা। নাটক দেখা আর করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার।

তাহলে আমাকে নাটক পড়তে দেখে বিয়ে করেছিলে কেন ?

জাহিদের সটান উত্তর, পড়তে দেখে করেছি, করতে দেখে তো নয়। বলেই এক হিম কষ্টের অনলে ভাসে জাহিদ ... ভার্সিটিতে একসাথে পড়া আফরিন ... যাকে নাটক করতে দেখে তার তুমুল প্রেমে পড়েছিল সে। সেই জন্যই কি নাফিসার নাটকের বই পড়ার দৃশ্য তাকে টেনেছিল ? প্রেমিকাকে ভালো লাগে, স্ত্রীকে কেন নাটক করতে দেখতে ভালো লাগে না ?

এদিকে তখন সাব্বিরের কাছে ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যে-কোনো পুরুষের সামনে কঠিন হওয়া ছাড়া নাফিসার তো কোনো পথ ছিল না। যে কাঠিন্য বিয়ের আগে জাহিদকে টেনেছিল, সে কাঠিন্যকে আবার জাহিদ বিয়ের পর ধমকে থামায়। অবশ্য এই নিয়ে আফসোস নেই তার। সে-তো ছিল দেয়ালে পিঠ ঠেকা মেয়ে। কত ধনী, সংস্কৃতিময় পরিবেশে বড় হওয়া মেয়েকে কত ছেলে কারো নাচ দেখে, কারও গান শুনে বিয়ে করে শেষে স্রেফ সংসারের আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে।

নাফিসা কি কম দেখেছে ?

বরং জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির স্পর্শে চোখে বুজে ফের তাকায়, মোবাইল নাম্বার চাপে ... ওপাশে গভীর কণ্ঠ, হাই।

হাই... এ্যাই তুমি ঘরে না বাইরে ?

ঘরে।

প্লিজ, নগর ভেসে যাওয়া, বন্যার গল্প করো না, বৃষ্টির শুরুতে যেমন আমরা বলি, এখন এ তোমার আমার বৃষ্টি ... এখন সেই ভাবেই, প্লিজ, অনুভবটাকে সেই খানে নিয়েই ফেলো।

www.MurchOna.com

তুমি জানালার কাছে হাত পেতেছো, নাফিসা ?

হ্যাঁ !

ও.কে., আমিও পেতেছি।

আমি জলে ভেজা বাগানবিলাসের মাথা ঝাঁকাচ্ছি।

তাহলে বৃষ্টির ক্লাসিক্যাল শোনো।

এক মিনিট ... বলতেই ওপারে যখন নিঃশব্দতা, পৃথিবীর সবটাইতে অপার্থিব শান্তিময় মুহূর্তে এসে নাফিসা নিশ্চুপ। ক্ষণ পরেই অপার্থিব মিউজিকে চারপাশে লাল, নীল, সবুজের এমন তরঙ্গ ওঠে, এমন সমুদ্রস্রোতের ফিসফিস ... বুনোপাখিদের গভীর অরণ্যে এমন মুখরতা, এইবার নাফিসা অন্য এক আবেগে অবশ ...।

গান ছাপিয়ে ওপাশে গভীর কণ্ঠ, মেঘমল্লার।

কার সেতার গো ?

আমিই ছেড়েছি, মনে করো আমার। বৃষ্টির তরঙ্গে-তরঙ্গে সেই সেতারের উচ্ছ্বাস বাস্তবিক বৃষ্টির সাথে ধেয়ে-ধেয়ে নাফিসার শরীর ভিজিয়ে দিতে থাকলে, প্রাণ ফাটানো আকুতি হয় বলার, আই লাভ য়্যু আদিত্য।

কিন্তু সহসা অপ্রকাশের অনভ্যস্ততা তাকে কুঁকড়ে দিলে কাঁপতে-কাঁপতে অস্ফুটে গায়, আমি বৃষ্টির গান গাই, আমি জন্মের গান গাই, আমি চিরকাল এই জল তরঙ্গে নিজেকে খুঁজতে চাই ... আমি ... এরপর ফোন কেটে অচেতন ঘোরে সে বিছানায় ছড়িয়ে পড়ে। ফের ফোন, বরং আদিত্য শোনায় :

'রেসের অস্থির ঘোড়া, এইবার কোনদিকে যাবে ?
চলতে গেলেই পথে দ্বিধা এসে দুপায়ে জড়ায়,
তাই এসে ট্রাফিকবিহীন এক অদৃশ্য বিন্দুতে
হঠাৎ থমকে যাও, যেন কোন কাঁটাতারে শাড়ি ... '

সহসা আটকে যায় নাফিসা, কিন্তু জড়তা কাটে আদিত্যই, আই লাভ য়্যু, নাফিসা ... ফোন কেটে যায়।

নাফিসার অর্ধভেজা দেহ যখন সাদা চাদরের স্রোতের ভেতর থেকে ঘাই দিয়ে উঠছে, তখনও চারপাশে সেতার বৃষ্টির গুঞ্জরণ। ফের অবিন্যস্ত হয়ে ওঠে সব। তন্দ্রাচ্ছন্ন নাফিসা টের পায় তার দীর্ঘ চুল ঘাসের মতো এঁকেবেঁকে কণ্ঠ ছাপিয়ে বালিশ অব্দি গলা বাড়িয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির ঝিরিঝিরি কি আবার কোনো তাণ্ডবের দিকে যাচ্ছে ? তবে যে অমন বজ্রপাতের শব্দ হচ্ছে ? আর হিংস্র বাতাস যেন সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, যেন বা কালো মোষ, শিং খাড়া করে সশব্দে ধেয়ে আসছে।

তন্দ্রার মোহাচ্ছন্ন সেতারের ঘোর কেটে যায়।

নাফিসা দেখে, মাথার ওপর বনবন ঘুরছে ফ্যান। কিন্তু উপোস শরীরের নিষ্ক্রিয়তা তাকে বিছানায় ঠেসে রাখে। আজ দুপুরে কিচ্ছু খেতে রুচি হয় নি।

কিন্তু হঠাৎ ধরাস পরাণের শব্দে সচকিত হয়, জাহিদকে কেন্দ্র করে তেতো অনুভব উধাও হতেই এক অসম্ভব টেনশনে দ্রুত উঠে বসে।

ফোন করে, জাহিদ ...।

নাফিসা 'এক মিনিট' ...

আদিত্যও 'এক মিনিট' বলে ওকে প্রথমে সেতার, পরে কবিতা, আর প্রেম বৃষ্টিতে ভিজিয়েছিল। কিন্তু জাহিদ কার সাথে চিল্লাচ্ছে ? আরে ! ঘণ্টা হয়ে গেল আমার গাড়ি বিকল, এই দেখুন হাঁটুভর্তি কাদাপানি ঘেঁটে মার্কেটে এসে দাঁড়িয়েছি, ড্রাইভার গাড়ি পাহারা দিচ্ছে, আপনারা করছেনটা কী, রেকার আসার কোনো পাত্তাই নেই। গাড়ি ঘুরাবো কী করে ?

আরে, এত মাথা গরম করছেন কেন ? আপনার একজনের গাড়ি ? সবার তো একই অবস্থা, ঢাকার এইরকম জলাবদ্ধতা, আমরা পুলিশ কি নাকানি-চুবানি কম খাচ্ছি ? অবস্থা দেখতেছেন না, পথচারী, ইসকুলের ছেলেমেয়েরা, ফুটপাতের দোকানি, সাধারণ কর্মজীবী ... এদের দেখতেছেন না ? আমরা কয়েকজন ট্রাফিক পুলিশ কী করব ? সরকারকে বলেন না কেন ?

প্রতিবছরই তো এই দশা, ফোনে ট্রাফিক পুলিশের টানা বয়ান শুনে হতাশ নাফিসার কণ্ঠ, সব বছরই তো এক দশা ... এখন তাহলে কী করবে জাহিদ ?

ও.কে., নাফিসা, টেনশন করো না, আকরামের কাছে গাড়ি রেখে বৃষ্টিটা কমলে যেভাবেই হোক আমি আসছি।

জাহিদ ফোন কেটে দিলে ভীষণ মিশ্র এক অনুভূতির ফেড়ে পড়ে নাফিসা। একই বৃষ্টির মধ্যে যেন এক অপার্থিব আলো আর কুচকুচে অন্ধকার পাশাপাশি দেখার সুযোগ মিলল তার। কিন্তু বাস্তবতার উত্তপ্ত কূপে মুহূর্তে নিভে গেল শিখা, বাতাসের আগুন তরঙ্গ শুষে নিলো সেতার সুবাস। মোবাইল চার্জে দিয়ে ভীষণ বিচলিত নাফিসা, জাহিদের অসহিষ্ণুতার ধার না ধেরেই ল্যান্ডফোন থেকে ফের মোবাইলে ফোন করে, জাহিদ, এখন তুমি কোথায় ?

ঝাপ্পুস করেই তুমুল বৃষ্টিটাকে কী করে যে গিলে ফেলে প্রকৃতি, জানালার দিকে তাকিয়ে এই সামান্য ঘটনায় রীতিমতো তাজ্জব বোধ করে নাফিসা।

জাহিদের কণ্ঠে ক্লান্তি, হাঁটছি।

রিকশার পথে আসতে কদ্দুর ? কোথায় তুমি এখন ?

জাহিদ নিজের অজান্তেই যেন চারপাশ দেখে, ঠিক কোথায় তার অবস্থান, তা বলতে আলস্য, বরং বলে, এইতো আরেকটু গেলেই বাঁয়ের পথে রিকশা পাব।

প্লিজ জাহিদ আসো ... এইবার মন থেকে বিপন্ন বোধ করে নাফিসা, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে !

ঘরে পালঙ্কে বসে আমাকে নিয়ে আল্লাদ না করলেও চলবে, ফের ঝাঁঝিয়ে উঠা কণ্ঠ জাহিদের, বললাম না, আসছি ?

বুক ঠেলে কান্না গুমরে ওঠে। তা হাহাকারে বিস্তার হয়ে ফের জাগিয়ে উঠতে থাকা খিদে নষ্ট করে দেয়। এইবার রীতিমতো ভয় লাগতে থাকে নাফিসার, এই মেজাজ নিয়ে ফিরে আসা জাহিদকে কোন অভিনয় দিয়ে সামলালে সে বিন্যস্ত হবে ?

ফোন আসে।

কান পাতে নাফিসা, বলো।

কী ব্যাপার, কাঁদছ কেন ? আদিত্যর উদগ্রীব কণ্ঠ।

সেতার বৃষ্টির কান্না শুনে।

কথা ঘুরিয়ো না, নাফিসা, কী হলো হঠাৎ ?

বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে। মানুষ মারা যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে বাচ্চাকাচ্চা হাঁড়িবাসন নিয়েও মানুষ থাকার আশ্রয় পাচ্ছে না, এর মধ্যে কী করে আমি বৃষ্টি পাতায় রোমান্টিক হাত বাড়ালাম ? তুমিই বলো, আদিত্য ?

... তুমিই বলো, নাফিসা, মুহূর্তে-মুহূর্তে তুমি কেমন স্ববিরোধী ? যাক, এটা যে এখন তোমার কান্নার কারণ নয়, সে আমি নিশ্চিত জানি।

আমি কাঁদছি, তুমি দেখেছো ?

দেখেছি, নিঃশব্দে তোমার কণ্ঠ কাঁদছে। কিছু খেয়েছ ?

'কিছু খেয়েছ ?'-র মধ্যে আদিত্যের যে কেয়ারিং, তাতেই ভেজা মনে ভীষণ মায়ার ফুরফুরে এক বাতাস ওঠে, উল্টো প্রশ্ন করে সে, তুমি ?

রাতভর একটি কবিতার কয়েক লাইন এগোনোর জন্য কাগজ কলম মনের সাথে যুদ্ধ করেছি। এত ডিপ্রেস লাগছে, বাদ দাও লেখা প্রসঙ্গ, বসিয়েছি, দুটো চাল, ডাল, দেখি কী দাঁড়ায়।

তোমার তো যুদ্ধ করতে হয় না, এ-তো দ্রুত কবিতা বানাতে পারো!

সেগুলো বানানো, স্যার, আর এটা লেখা, বাদ দাও, দেখি খিচুড়ির কী অবস্থা।

ছায়াচ্ছন্ন আবহে পাক খায় নাফিসার দেহ, দম আটকানো কণ্ঠে সে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, বিয়ে করে ফেলো না।

মন থেকে বলছো ?

আদিত্য, এ আমার প্রশ্নের উত্তর হলো না।

রান্নার জন্য বিয়ে করে দাসী আনতে বলছ ?

নিজের মধ্যেই ঝিম মেরে যায় নাফিসা। ঘড়ির দিকে তাকায়, ফের অবদমন টেনশন ... এই বুঝি জাহিদ কলিং বেল টিপল। আদিত্যকে কেন্দ্র করে দেহমনের

www.MurchOna.com

উত্তাপকে ধামাচাপা দিয়ে তাড়াহুড়ো কণ্ঠে নাফিসা বলে, তোমার খিচুড়ি উপচে উঠছে, আমি রাখি।

ও, হাজব্যান্ড এসে গেছে ? ও.কে., আমার সতীনকে স্বাগতম।

আদিত্য, প্লিজ ... ফোন কাটতেই কলিং বেলের শব্দ।

জলে কাদায় ভেজা জাহিদের প্রতি মনোযোগী হতে হতে নাফিসা চারপাশের পৃথিবীর সব ভুলে যায়।

ছয়

রাত গভীর হতে থাকে।

নিজের মুড মতো অনেকদিন নাফিসা পাশের ছোট্ট রুমটায় চলে যায়। তখনই রাত জেগে বই পড়ার নেশা জাগে।

এদিকে দিনে এত হুলস্থুল করেও আজ বিছানায় ঘুম পাচ্ছে না জাহিদের। শরীরের গিঁটে-গিঁটে টাটানি, কিন্তু চোখ জাগ্রত।

সুনসান সাজানো ফ্ল্যাট। সারা ঘরে রাজ্যির আলো। ঘরের কোণের শেডল্যাম্প থেকে ডিমের কুসুম ভেঙে পড়ছে। হীরণ অসুস্থ। মশারি টানার আলস্যে নাফিসা সারা ঘরে স্প্রে মেরে গেছে। জাহিদ কখন সিগ্রেট ধরিয়েছে, কতক্ষণ ধরে টানছে নিজেই মনে করতে পারে না। নাফিসা রান্নাঘরের শেষ কাজ গোছাচ্ছে, একটি দরিদ্র পরিবার থেকে নিজেও টেনে-হিঁচড়ে চলতে পারে এমন অবস্থায় দু'কামরার ডাইনিং স্পেসসহ একটা ড্যাম্প পড়া বাড়িতে নাফিসাদের দাম্পত্যজীবন শুরু। অনার্স শেষে এম.এ. তে কিছুতেই জুৎ করতে পারতো না। বরং সংসারে সাহায্য করতে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে অফিস সহকারীর চাকরি নিয়েছিল। প্রথমদিকে ভালোই খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। ধীরে-ধীরে নানা ছল-ছুতোয় বসের থাবা এগোতে থাকে, এসব শুনে জাহিদ নাফিসাকে করতে দেবে চাকরি ? মাথার রক্ত চড়ে এমন অবস্থা হয়েছিল, নাফিসা চাকরি ছাড়লেও শান্তি হয় নি জাহিদের। কতরাত, কতদিন হিংস্র ক্রোধে সে নাফিসার না দেখা বসকে গুলি দিয়ে নাকি ছুরি দিয়ে তাড়িয়ে-তাড়িয়ে হত্যা করেছে সে নিজেও মনে করতে পারে না।

নাফিসা ওকে ধীরে-ধীরে থামিয়েছে। থাক না, মুখের ওপর রিজাইন লেটারটা ছুড়ে দিয়ে এসেছি তো।

সত্যিই মুখের ওপর মেরেছো ?

তো বলছি কী !

ব্যাটার মুখের দশা কী হয়েছিল ? তাড়িয়ে-তাড়িয়ে বারবার শুনতে পছন্দ করত জাহিদ।

www.MurchOna.com

কিন্তু হলে কী হবে, চাকরির টাকায় কাপড়ের এক পাশে ধরে টান দেয় তো ওপাশ উদোম হয়ে যায়। গ্রামে মানসিক ভারসাম্যহীন বড়ভাই, ধাক্কিয়ে-ধাক্কিয়ে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া পাঁচ ভাই-বোনের দায়িত্ব। দু'ভাই ঢাকাতেই ওদের এক রুম দখল করে পড়ত। এর মাঝে দিনরাত নানারকম আত্মীয়-মেহমানদের হুজ্জোত লেগেই থাকত। গাদাগাদি করে ডাইনিং স্পেসে থাকতেও কারো কোনো অসুবিধা হতো না। প্রথম প্রথম নাফিসা আর জাহিদের দুজনেরই দুজনকে স্পর্শ করত ইচ্ছার গনগনে আগুন, তখন কত রাত নাফিসা পাতানো বিছানায় শাশুড়ি-ননদের সাথে, আর জাহিদ ফ্লোরিং, বাইরের রুমে।

নাফিসা হাঁপিয়ে উঠলেও কখনই জাহিদকে বাড়তি টাকা উপার্জনের জন্য একবিন্দু ঠেলত না, এই জন্যই বড় মায়ায় জাহিদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, পিতৃহীন বাড়িতেও তোমার দারিদ্র্যের কষ্ট, আমার কাছে এসেও, তোমার ভেতর অনেককিছু করার ক্ষমতা ছিল ... বলতে-বলতে হতাশ চোখে জাহিদ দেখতো বেডরুমের কোনায় বড় অবহেলায় ভেঙেচুরে পড়ে থাকা শেকস্‌পিয়রকে।

আর নাফিসা দেখতো দীর্ঘ আগে দেখা রক্তাক্ত যন্ত্রণাকাতর মঞ্চের ইডিপাসকে.. যে নিজের চক্ষু বিদ্ধ করতে করতে ভেঙেচুরে দাঁড়াচ্ছে, বড়ো ইচ্ছে করত নির্দেশক কামাল উদ্দিন নীলুর সমস্ত কোরিওগ্রাফির বেদনায় দাঁড়িয়ে নিজেকে আন্তিগোনে বানানোর প্রস্তাব দেয়, যে একই সাথে ছিল ইডিপাসের কন্যা আর সহোদরা, ইচ্ছে হতো রক্তাক্ত ইডিপাসের সামনে সে নতজানু দাঁড়ায়.. ইচ্ছে হতো.. তক্ষুনি সকালে উঠে নাস্তা তৈরি করার তাড়া এইসব ভাবনা কোন বাতাসে যে মিলিয়ে দিত...।

তখন সবচেয়ে বড় ধকল গেছে বড়ভাইজানকে নিয়ে। বাড়ন্ত বয়স থেকেই তার সিজোফ্রেনিয়ার কিছু কিছু বাতিক ছিল। ভোরে উঠে বাড়ির পেছনে তার শৈশবের প্রিয় জঙ্গলে ঘোরাটা তার নেশা ছিল। এক দুপুরে 'অজগর অজগর' বলে ছুটে এসে মাটিতে গড়াতে শুরু করল। সে আর্তচিৎকারের মধ্য দিয়ে অনুভব করছিল বিশাল অজগর তাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে গিলতে চাইছে। যতই তাকে সবাই বোঝায়, কোনো অজগর তার শরীরে নেই, জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত তাকে সেটা বিশ্বাস করানো যায় নি।

বিয়ের পরে গায়েহলুদ, নাফিসার হাতে তখনো মেহেদি থাকতে-থাকতেই চূড়ান্ত বিপর্যস্ত সেই পুত্রের চিকিৎসার জন্য জাহিদের বৃদ্ধ বাবা এই বাড়িতে এলেন।

সে যে কী দুঃসহ সময় গেছে। পিঠ পেতে সেই সময়ের দিশেহারা অবস্থাকে কীভাবে যে নাফিসা সামাল দিয়েছে ...

ঝপাৎ ... ড্রয়িংরুমে গ্লাস পড়ার শব্দ।

টানটান হয়ে ওঠে জাহিদের শরীর। পাশের নাফিসার রুমেও লাইট জ্বলছে। নিজের অজান্তেই রক্ত শিরশির করে, ওর সামনে নাফিসার ব্যক্তিত্ব ঠিক আছে, কিন্তু নাফিসার প্রতি কোনো পুরুষ মুগ্ধ হলেও যে গা জ্বলে যায় জাহিদের ? ও গড ! জাহিদের অবচেতন সত্তা কি আরিফকেও সন্দেহ করল ?

www.MurchOna.com

তওবা ... তওবা ...

ব্যতিক্রম আরিফ। আশৈশব আরিফের প্রকৃতি দেখে বড় হওয়া ওর ব্যাপারে রীতিমতো এতই অন্ধ, নাফিসা রাতভর তার সাথে আড্ডা দিলেও জাহিদের কোনো তাপ-উত্তাপ হয় না।

আর এই ব্যাপারে আরিফের প্রতি নাফিসার নিরুত্তাপ আচরণও জাহিদকে আরো বিন্যস্ত করতে সাহায্য করেছে।

সে সন্তর্পণে দরজা খুলে ড্রয়িংরুমে যায়, সোফায় বসা আরিফ উবু হয়ে কাচের টুকরো তুলতে-তুলতে সলজ্জ হাসে, সরি ইয়ার, ঘুম পাচ্ছিল না, টিভি দেখতে-দেখতে ভাবলাম দু'পেগ খাই। হাতের নাড়া খেয়ে ...।

আরে করছিস কী ? কেটে যাবে তো। জাহিদ এগিয়ে গিয়ে থামায় আরিফকে। দাঁড়া, ফ্রিজ থেকে আরেকটা গ্লাস দিচ্ছি। হীরণ সকালে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করবে। তুই এই সোফায় আয়।

ভাবির ঘুম ভাঙে নি তো ?

কী জানি, ও আজ ওই রুমে শুয়েছে, হাই তুলতে-তুলতে এই কথা শুনে আরিফের উজ্জ্বল হয়ে উঠা চোখ দেখা হয় না জাহিদের।

নিঃশব্দ সময় গড়ায়, স্তব্ধ রাত বাড়তে থাকে।

খোলা জানালা দিয়ে কুণ্ডলী পাকানো ভেজা রাতের জট চুল খুলে ধূমায়িত বাতাস আসে। মুহূর্তে সামনে থেকে সরে যায় আরিফের অবয়ব। জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় জাহিদ। সে দেখে রাতের খণ্ড-খণ্ড বাতিগুলো, আর তা ফুঁড়ে দাঁড়ায় কিছুদিন আগে নাফিসার সাথে দেখা নাটকের 'রক্তকরবী' নাটকের রঞ্জনের অদেখা মুখ।

কীরে ? আজ তোর কী হলো ? গ্লাসে চুমুক দিয়ে আরিফ চাঙা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে। আজ তোকেও ভাবির মতো অনিদ্রার রোগে ধরল দেখছি। হোয়াট হ্যাপেন্ড ? এনি প্রবলেম ?

না। ধীরে এসে বসে জাহিদ, হয় না ? একেকটা রাত ? কোনো কারণ ছাড়াই ?

চলবে দুই পেগ ?

তুই জানিস, নাফিসা...

দুই-তিন পেগে টের পাবে না। সে তো আলাদা ঘরেই শুয়েছে।

না রে, আগেই বলেছি, বিয়ের পরে অভাবেও বাংলা খেয়ে ওর সাথে রাতের পর রাত টু'মাচ করেছি। আসলে অনেক পরে বুঝেছি, শালা এটা খেয়ে আমি হজম করতে পারি না। অনেক কষ্টে নাফিসার সাথে ব্রেকআপ ফাইনাল হয়-হয় অবস্থায় এটা ছেড়েছি। ছাড়ার বহু পরে বুঝেছি, আমি কী অসভ্য মাতালই না হতাম! কুকুরের মতো নাফিসাকে কতরাত মেরেছি পর্যন্ত।

এই কথায় রীতিমতো আঁতকে ওঠে আরিফ, আমি কিন্তু এটা শুনি নি। তুই

www.MurchOna.com

ভাবির গায়ে হাত তুলেছিস ?

গায়ে হাত তোলা ? রাতের নেশায় নিজের মধ্যে নিজে বিলোড়িত এক প্রচণ্ড স্বীকারোক্তি নিয়ে জাহিদ নিজের বন্ধুর সামনে নিজেকে উদোম করে, এলোপাথারি লাথি দিয়েছি, রক্ত বেরিয়েছে।

স্টপ! তুই ফুঁড়ে মাথা তোলা আরিফের মুখ এমন বিকৃত হয়ে ওঠে, যেন কিছুক্ষণ আগে ঘটনাটা ঘটিয়েছে জাহিদ, এইসব সহ্য করে ভাবির মতো এতো পার্সোনালিটি সম্পন্ন মানুষ, তোর সাথে এ্যাদ্দিন থাকছে ?

অনেক সহ্য করেছে রে ... অবশ্য আর ক'দিন এমন করলে, ব্রেকআপ ... বললামই তো।

আমি কিন্তু তোর ওই রূপটার সাথে তোর সারা জীবনের রূপটা মেলাতে পারছি না। স্কুল-কলেজে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তুই-ই হিরোর মতো আয়োজকদের ভূমিকা পালন করতি।

আরে শালা, বলছি তো, ওইটা ছিল আমার জীবনের একটা অন্ধকার যুগ, অভাবে, হতাশায় ভেঙে পড়ে, এছাড়া নাফিসার জীবনেও দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু ওই সবের ফাঁক-ফোঁকর দিয়েই প্রচণ্ড পঠন-পাঠন, বান্ধবীর সাথে বসে বসে হারমোনিয়ামে গান গাওয়া ... এর মধ্যেও নাফিসার এমন কঠিন সুন্দর ব্যক্তিত্ব ছিল, আমার নানা বিষয়ে অপারগতা সেটাকে মাঝে-মধ্যেই দুমড়ে-মুচড়ে ভাঙতে চাইত।

ভাবি গান জানে ?

এ্যাদ্দিন আছিস, জানিস না ?

কখনো শুনি নি তো ?

আরিফ মিথ্যে ঝেড়ে দেয় দুনিয়া দেখা আরিফ কীভাবে যেন নাফিসার দৃঢ় কাঠিন্যের আড়ালে ঢেকে রাখা এমন এক অদ্ভুত এক বেদনাকে চলতে দেখে, যার ছায়ায় বসতে ভীষণ ইচ্ছে হয় তার। আর ওর এই গোপন করে রাখা বিপন্নতার প্রতিই তার যত যুক্তিহীন প্রেম। এত অল্প দেখায় কোন শক্তিতে যে তার মনে হয়, যে নাফিসা নিজেই জানে না সে কী সাংঘাতিক কারাবন্দি, আরিফের ইচ্ছে হয় একদিন সে সেই খাঁচা ভেঙে নাফিসাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

তুই শুনবি বলে সতর্ক থেকেছে ... ভেতরে মহা অহংকারের আমোদ নিয়ে জাহিদ দাঁড়ায়, ও এমনই। ওর মুড বোঝা মুশকিল, দোস্ত।

বিছানায় ফিরেও ঘূর্ণায়মান ফ্যানের দিকে তাকিয়ে আমোদটাকে নিয়ে নিজের মধ্যে তাতানো খেলা খেলে, ফের মনে পড়ে সেই ছ্যাতলা পড়া ফ্যানের নিচে ওর দিকে নাফিসার ঝুঁকে পড়া মুখ— প্রেম এসেছিল, সাব্বির নাম তার, সে এদেশে থাকতে চায় নি, আমি দেশ ছেড়ে যেতে চাই নি। নিজের হতশ্রী, নেতিয়ে থাকা লুঙ্গির দিকে তাকাতে-তাকাতে জাহিদ দেখত, ঐশ্বর্যবান স্বামীর হাত ধরে নিউইয়র্ক ঘুরে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

বেড়াচ্ছে নাফিসা। নিজেকে দাবিয়ে জানতে চাইত। প্রেম এসেছিল, চুমু আসে নি ? দেহ আসে নি ?

আরে, মফস্বলের প্রেমে বিয়ের আগে এইসব কোন বিষয়ের ডগা পর্যন্ত, অন্তত সুশিক্ষিত মেয়েরা আসতে দেয় না।

আরে, তুমি তো শিক্ষিতদের নামে গ্রাম্য, কনজারভেটিভ মেয়েদের গল্প করছ। জাহিদের ভেতর সন্দেহ।

জাহিদ, আমি সব মেয়েদের কথা বলছি না, ও.কে. আমি সব মেয়েকে জানি না। আমি যখন জীবনের হাজার ঝামেলায় পঠন-পাঠন, সংস্কৃতি এইসবকে ভেতরে ধারণ করতাম, সে কোনো একটা সিচ্যুয়েশন ক্রিয়েট করে আমাকে স্পর্শ করবে, এটাকে হেইট করতাম। এতেই পুরুষদের কাছে আমাদের সম্মান বাড়ত।

তা-ই বলে ভেতরে ভেতরে তোমার ইচ্ছা হয় নি ?

ওহ্ জাহিদ, সাব্বিরের সাথে ব্যাপারটা অদ্দূর যায় নি। ওর অতিরিক্ত আকুলতা দেখে প্রেমের শুরুতেই দেশ-বিদেশের দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল।

প্রথম-প্রথম এ নিয়ে ভেতরে আশ্বস্ত হলেও, যতবার নাফিসার এই কথা অবিশ্বাস করেছে জাহিদ, ঈর্ষা ব্যাপারটা হিংস্রতার পর্যায়ে গিয়েছে, যার ফল সেই অন্ধকার যুগটায় দুজনকেই রক্তাক্ত করেছে।

বাতি নিভিয়ে চোখ বুজে জাহিদ।

সাত

এদিকে যখন জাহিদের চেতনায় নিউইয়র্কের পথ ধরে ঐশ্বর্যবান স্বামীর হাত ধরে নাফিসা হাঁটছে, নাফিসার অস্তিত্বে তখন দপদপ পায়ে হেঁটে আসা সাব্বির, যে চূড়ান্ত অবহেলায় দুর্দান্ত অপমানে তাকে দুমড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল, ইন্টারমিডিয়েট থেকে অনার্স, যাকে নাফিসা মনে করত নিজের অস্তিত্বেরই আরেক অংশ। যার সাথে লজ্জা গ্লানি ভয়ের কোনো সম্পর্ক থাকার প্রশ্নই আসে না। সাব্বিরের যা, তা সবই নাফিসার।

নাফিসার কল্পনার বাইরে ছিল, এক সময় এই রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'টাকা' বিষয়ক বিপন্নতার কারণে এত ব্যাপক তাচ্ছিল্যে কেউ কাউকে, একেবারে অতল গহ্বরে ফেলে দিতে পারে।

তারপরই পেটে বিষদাঁত, অন্তত একদিন, কোনো জনমে যদি দেখা হয় সাব্বিরের সাথে, পাঁচতারা হোটেলে অনেক খাইয়ে গটগট করে বিলটা নাফিসাই দেবে। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে আবার ভয় পেয়েছে, সেই 'টাকা'কে মূল্য দেয়া যে-কোনো মানুষকেই। মনে হয়েছে, নিজের পরিবারের সমান্তরালে কাউকে বিয়ে না করে, জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সাব্বিরকে দেখানোর জন্য সে যদি তেমন

টাকাওয়ালা কাউকে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে, তবে বাকি জীবনটাও ওই পুরুষের কাছে টাকার ধমকে নাফিসাকে ঠুকে-ঠুকে মরতে হবে।

ফলে, ট্রেনে সে একা উঠেছিল, চিটাগাংয়ে তার খালার শরীর খারাপ জেনে। পাশের সিটে বসেছিল জাহিদ। ব্যাগ থেকে বই বের করে পড়তে শুরু করেছিল সে, এক পর্যায়ে জাহিদ কথা বলতে শুরু করে, যেন দূর পথযাত্রীর অস্বস্তি এড়াতেই। তখন বই ভাঁজ করে নিশ্চুপ বসেছিল নাফিসা।

এক্সকিউজ মি, আসলে পাশাপাশি এতটা পথ যাচ্ছি, কথা বলছি না, আমার কেমন আনইজি লাগছে। আপনার বাড়ি কি চিটাগাং ?

না, সহজ কণ্ঠে হাসে নাফিসা, আমার ছোটখালার সেখানে বিয়ে হয়েছে। তার অসুখ জেনেই ...।

আপনার ফ্যামিলির কেউ যাচ্ছে না ?

মা'র চাকরির ছুটি নেই, দু'ভাইয়েরই পরীক্ষা চলছে, এই খালার সাথে স্পেশালি আমার সম্পর্কটা গভীর। আর আমার বাবা বেঁচে নেই।

ও, আই অ্যাম সরি ... আসলে এই দেশে আমি কাউকে জার্নিতে এমন সিরিয়াস বই পড়তে দেখলাম প্রথম। মানুষ হয় ম্যাগাজিন, নয় রগরগে বইয়ে চোখ উল্টায়। নাটক করেন বুঝি ?

নাটক করলেই বুঝি নাটকের বই পড়তে হবে ? মৃদু কটাক্ষে ফের হাসে নাফিসা, হ্যাঁ, তবে থিয়েটারের ব্যাপারে আমার ইন্টারেস্ট আছে, আপনার বাড়ি বুঝি চিটাগাং ?

না, এইবার জাহিদ হাসে, চাকরির কাজে যাচ্ছি ... এই করে-করে খুব সহজেই এক পথজার্নিতে দু'জন নিজের অজান্তেই কখন কাছবর্তী হয়ে যায়, দুজনেই জানে না।

তখন সাব্বিরের কাছ থেকে সবে ঘা খেয়ে ফিরেছে নাফিসা, মা এই ব্যাপারটায় মুষড়ে পড়ে আধ পাগলের মতো নাফিসার জন্য এদিক-ওদিক ছেলে দেখে বেড়াচ্ছে।

অ্যারেঞ্জ ম্যারেজে খরচ ম্যালা। মা'র অ্যাকাউন্টে ফুটো পয়সা নেই। ফলে এর পরের পরিচয়ে জাহিদ যত বেশি নাফিসার দিকে ঝোঁকে, পুরনো ঘা সামলে না উঠতে পারায় তত তাকে ধাক্কা দেয় নাফিসা, প্রত্যাখ্যাত জাহিদের আকর্ষণ বাড়ে, জীবন বাস্তবতার হিসেবে আবার জাহিদকে নাফিসা গ্রহণ করে নেয়। এইভাবে 'নাফিসা'তে ডুবজল খেতে খেতে মরিয়া জাহিদ অত্যন্ত সম্মান দিয়ে, বাবা-মা'র যৌতুক বিষয়ক আহাজারিকে তুড়ি মেরে নাফিসার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিয়ের পর মুহূর্তগুলোতে জাহিদের আদরে, ঘামে, সেক্সের উষ্ণতায় ভুলে যেতে চাইত সাব্বিরের মুখ, সংসারের দৈন্য। তখনো হাত খরচা বাঁচিয়ে হলেও দু'জন মহিলা সমিতিতে যেত, 'ওয়েটিং ফর গডো' দেখতে-দেখতে বেকেট চরিত্রকে অনুভব করতে-করতে নিজেকেও অনুভব করতো এই বিশ্বসংসারে সত্যিই সৃষ্টিকর্তার অসীম খেলায় আমরা কী অসম্ভবই না পিঁপড়ে-মাটির পুতুল।

জীবন বদলাতে থাকে।

ড্যাম্প দুটো কক্ষকে যতটা সম্ভব নিপুণ পরিষ্কারে সাজাতে সাজাতে এক সময় দেখতে পেলো, ছোট ঘরের পাল্লা ভারী হচ্ছে। পরপর গ্রাম ছেড়ে জাহিদের দুটো ভাই ম্যাট্রিক সেরে কলেজে এল পড়তে, পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বড় ভাইজান ... টিপটিপ করে জমানো একটি টেলিভিশন কেনার টাকা, কোন ফুঁয়ে যে উড়ে গেল।

এর মধ্যে ওই রকম অবস্থায়ও কী করে সাব্বিরের সাথে কখনো দেখা হলে মাসের টাকা ফতুর করে হলেও খাওয়ানোর জেদটা খচখচ করত। করবেই বা না কেন ? খাওয়ার আগে 'ক্ষুধা', যা মানুষের জীবনের সবচেয়ে অসহায় দুর্বল জায়গা, সাব্বির পিন নয়, পেরেক নয়, একেবারে.বল্লম ঢুকিয়ে দিয়ে গেল যে ?

কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসে।

এই অভিজাত ছোট্ট কক্ষের রাত্রির ঝলমলে আসবাবগুলো নাফিসার গায়ে ফের হুল ফোটাতে থাকে, কে কল্পনা করতে পেরেছিল, বিয়ের পর যখন এই ভাবনায় সে পুড়ছে, তখন সাব্বিরের সাথে দেখা হবে এমন এক মুহূর্তে, সেই মুহূর্তে সেই স্বপ্ন পূরণ তো দূরের কথা, পরিস্থিতি তাকে ফের তাকে বিচ্ছিরি এক বেইজ্জতির মধ্যে ফেলবে ?

সেই যদি অভাবকে ঘৃণা করে নাফিসার আপত্তি সত্ত্বেও দু'নম্বরি টাকা কামালোই জাহিদ, তবে বিয়ের এত দীর্ঘ বছর ছেঁড়া কাঁথায় ডুবজল খেয়ে এত সময় নিলো কেন ?

বালিশে মুখ ডুবিয়ে সেই দুঃসহ স্মৃতির সামনে দাঁড়ায় সে।

বিয়ের বছর পর, চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে একদিন আচ্ছন্নের মতো হাঁটছিল নাফিসা।

দুপুরের খাই খাই রোদ্দুর, অসভ্য ধূলি গর্জমান শব্দ কচলে নিংড়ে হাঁপ ছাড়তে গিয়ে নাফিসা টের পাচ্ছিল মাথায় ধাঁধাঁ ধরে গেছে।

সূর্য যেন ঠিক বিষুবরেখার মাঝখানে, স্পষ্ট মনে আছে নাফিসার সেই ঘৃণিত অসহায় অপমানকর দিনের প্রতিটি মুহূর্ত। সূর্য থেকে রক্ষা পেতে পাশের বারান্দায় আশ্রয় নিতেই কার স্বর যেন বাতাসের মতো কানের কাছে আছড়ে পড়ে, তুমি ?

নাফিসার চোখ তখন বাসস্ট্যান্ডের দিকে, সহসা খেয়াল করে না।

কী ব্যাপার, চিনছো না মনে হচ্ছে ?

তাকাতেই প্রচণ্ড গরমেও শরীরে শীত ঢুকে যায়।

মাখন রোদ্দুর যেন ঘিয়ে ভাজা। নাকি সামনে থেকে ধেয়ে আসা পারফিউমের ঘ্রাণ ? নাফিসার নাক স্তব্ধ হয়ে আসছে যে ? কিন্তু চোখের পুরো ছায়া সহসা কাটে না। সেই জাঁকাল আলোর ভেতর যে মূর্তির আকৃতি ... শীত শরীরে নিজের মধ্যে খেই হারিয়ে নাফিসা টের পায়, তা এতই অস্পষ্ট, নাফিসা অন্ধের মতো চেয়ে থাকে।

কী ? কথা বলবে না ঠিক করেছ ?

এইবার সহজ হয়ে আসছে। এক সাথে কোনোকালে চলা কারো কণ্ঠের জোর বড় মারাত্মক, একবার চিনলে জীবন পার হওয়ার সময়ও শনাক্ত করা যায়।

তীব্র রোদ সৃষ্টি করছিল যে আঁধারের, তা হালকা হতে থাকলে নাফিসা চোখ প্রসারিত করে। এতই চৌকস দেখতে হয়েছে সাব্বির, ভাগ্যিস, তার কণ্ঠ ছিল। নইলে শীত ঢুকে যাওয়া শরীরে চেনা-অচেনার যে দোলাচল চলছিল, ঘোর দুপুরে নাফিসাকে কী যে দুর্বিপাকের মধ্যে পড়তে হতো।

হতবাক অনুভব করে নাফিসা তখনই, ওকে বিভ্রমে পড়তে দেখে আগের মতো অধিকার নিয়েই হাত টান দেয় সাব্বির, এবং টানতে-টানতে তার গাড়িতে নিয়ে তোলে। সামনে বিস্তীর্ণ রাজপথ। কী রকম পোশাক পরেছি ? ভাবতে-ভাবতে কুঁকড়ে, ফের টানটান হয়, ভাগ্যিস, চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। যতটা সম্ভব বিন্যস্ত আর সুন্দর হয়ে বেরিয়েছিল। তবে সেই সাব্বিরকে বিদ্ধ করতে চাওয়ার স্বপ্নের মুহূর্তটা আজই কেন এল ? ব্যাগে যে ফুটো পয়সার ঝনঝনানি। না, যেভাবে হোক আজ ভাগতে হবে। ফলে, সাব্বিরের সমান্তরালে সেই গ্লাস আঁটা হিম গাড়িতে এমন মুখ করে বসে, যেন কিছু হয় নি। কিন্তু এই অভিনয় এমন প্রাণান্তকর ঠেকে, নিজেকে সামলাতে পাশের উড়ন্ত গ্যাসবেলুন দেখে তুড়ি মেরে বসে।

গতি শ্লথ হয়ে আসে, বিস্ময়ে প্রশ্ন করে সাব্বির, কী হয়েছে ? এইবার ন্যূনতম অপরাধবোধহীন সাব্বিরের প্রশ্নে নাফিসা হতবাক, কী হয়েছে মানে ? কী বলছো সাব্বির ? কিছুই হয় নি ?

না, তা হবে না কেন ? কিন্তু ব্রেকআপের পরে তোমার বিহেইভে সত্যি আমি তাজ্জব হয়েছি, শেষবার যখন দেখা হলো, কোনো কান্না না, দুঃখবোধ না, যেন কিছুই হয় নি এইভাবে মার্কেটে আমার সাথে কথা বলেছিলে, আজ সেই সাহসেই ...।

ভেতরের রক্তক্ষরণে উল্লম্ফন ঘটে নাফিসার, ভাবে, তুমি কী বুঝবে রাত-রাত তুমি হীনতায়, তোমার অপমানে কী অসহ্য কান্না, দিনের পর দিন হাঁটতে গিয়ে কত অবশ বিবরে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ার দিনগুলো। কী ভেবেছিলে আমাকে, তখন তুমি মার্কেটে বিয়ের শপিং করবে, আর আমি তোমার সামনে কেঁদে বুক ভাসাব ?

সাব্বির, আমি নামব।

পাগল ! এত কষ্টে তোমাকে পেয়েছি। তোমরা ঢাকায় সেটেলড হওয়ায় কারো কাছে তোমাদের কোনো ট্রেস পাচ্ছিলাম না। ও গড ! আজ এইভাবে আলটপকা পথের মাঝে তোমাকে পেয়ে যাবো ... আই কান্ট বিলিইভ। দিস ইজ অ্যামেজিং ...।

তা আমাকে খুঁজছো কেন ?

ভীষণ ... ভীষণ দরকার। এমন কিছু কথা বলার আছে। ... টিং টিং টিং টিং ... মেসেজ এসেছে।

নিজেকে দুমড়ে-মুচড়ে বিছানায় উঠে বসে নাফিসা। ফুলে উঠতে থাকা চোখ কচলে চারপাশে তাকায়। না, জাহিদের ঘরে বাতি বন্ধ। আজ জাহিদের কী হলো ? আরিফের ঘরে গ্লাস ভাঙার শব্দে এত অল্পেই ঘুম ভেঙে গেল ? এরপরও ওর ঘরে অনেকক্ষণ বাতি জ্বলেছে।

রাত-রাত ম্যাসেজে কথা হয় আদিত্যর সাথে, ওপেন করে 'সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে আছে, তুমি কেন ঘুমোও নি চাঁদ' ?

বুকের ভেতরটা হালকা হতে থাকলে উত্তর পাঠাতে থাকে নাফিসা, আমি কত আগেই 'শুভরাত' বলেছি, তুমি কী করে দেখছো, ঘুমোই নি ? তুমি ... কী ...,

বুকের ভেতরটা ধরাস করে ওঠে, যেন সাক্ষাৎ ভূত— এইভাবে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জাহিদ। এবং বিচ্ছিরি মুখ করে প্রায় চ্যাঁচানো কণ্ঠে বলে, এত রাতে কে মেসেজ করে ?

নিজের অভ্যস্ত সত্তা থেকে মুখ ফুঁড়ে শৈশবের বান্ধবীর নাম বলে, রেবেকা।

এত রাতে ? কোনো ভদ্র মানুষ এত রাতে কাউকে ... ?

ভেতরে কম্পিত নাফিসা কণ্ঠে সাহস জাগায়, ও জানে আমি রাতে জাগি, আজ ওরও ঘুম পাচ্ছে না, হাজব্যান্ডের সাথে ঝগড়া হয়েছে। এখন তুমি আমার সাথে ঝগড়া করবে ?

কিছুক্ষণ দুম মেরে জাহিদ ফের বিরক্ত, তোমাদের এসব আমি বুঝি না।

চোরের মা'র বড় গলা স্টাইলে মোবাইলটা কোন সাহসে যে জাহিদের দিকে এগিয়ে দেয় নাফিসা, সে নিজেই জানে না, বিশ্বাস না হলে, পড়ো।

নাফিসার দৃঢ়তায় জাহিদ ভেতরে শান্ত বোধ করে, আমি অত ছোটলোক না। এখন রাত পৌনে চারটা, ঘুমাতে এস।

নাফিসা সেই ভরদুপুরের রাস্তায়, অথবা আদিত্যর প্রেমজ মেসেজ চিঠিতে, অথবা জাহিদের ক্রোধ, সত্য-মিথ্যার চক্রজালে একসময় নিজেকে কোন বিছানার অতলে যে শুইয়ে দেয়, নিজেই জানে না।

আট

অফিসে কাজের প্রচণ্ড চাপ। সকাল থেকেই হিমশিম খাচ্ছে জাহিদ। গাদা-গাদা ফাইল সামনে স্তূপ করা। গ্লাস রুমের ওপারেও সবাই যার-যার টেবিলে ব্যস্ত। আজ ক্লায়েন্ট বেশি। মেজাজটা খিঁচড়ে আছে সকাল থেকে। একজন অশিক্ষিত কন্ট্রাক্টর বকবক করে মাথা নষ্ট করে গেছে, এসব ব্যাপারে যখন চোখের ইঙ্গিতে পর্যন্ত সব বিষয়ের রফা হয়ে যায়, দেশে যখন যৌথবাহিনীর কঠিন ধড়পাকড় চলছে, দুর্নীতি বিরোধ অভিযান চলছে, বলে, আরে, কত টাকা ঘুষ দিলে ফাইল কিলিয়ার করবেন, ঝাইরা কন না ক্যান ?

www.MurchOna.com

চারপাশে হিম শরীর নিয়ে ভয়ে-ভয়ে তাকায়, না, শব্দ বাইরে যায় নি, সটান দাঁড়ায় সে, আপনি বেরিয়ে যান।

ক্যান ? ক্যান যামু ? আমি অন্যায্য কোন কথাটা কইলাম ?

প্রসেস শেষ হলে, সময় হলেই পাবেন, জাহিদ ঠাণ্ডা কণ্ঠে চেঁচায়, আউট !

তক্ষুণি তার সাথে-সাথে আসা নিরীহ কিন্তু বুদ্ধিমান গোছের এক ছেলে হুড়মুড় করে তার হাত ধরে, দুলাভাই চুপ করেন। কী ঘুষ-ঘুষ করতাছেন ? আপনের কাছে উনি চাইছেন ?

এই সব ধুনফুন আমি বুঝি না ? তেতেই আছে লোকটা, ঘুষেরে ঘুষ কমু না তো কী কমু ? দু'মাস যাবৎ ঘুরতেছি, খালি কন প্রসেস, আমার কত পরে আইসা শালার গোলাম রহমান তার ফাইল উঠাইয়া নিয়া কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু কইরা দিছে, আমি কী দোষ করলাম ?

আপনি যাবেন ? ও. কে. দেখি, কতদিন ঘুরতে পারেন, জাহিদ স্থিত কণ্ঠে দ্বিগুণ উত্তেজিত, দেখি আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে কী প্রমাণ আছে, আপনি আমার কী করতে পারেন ?

পাশের বুদ্ধিমান শ্যালক আবার উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকা লোকটাকে থামায়, দুলাভাই প্লিজ, চুপ করেন। তারপর জাহিদের দিকে তাকিয়ে বলা যায় প্রায় করজোড়ে বলে, দুলাভাই এই কাজে নতুন। আগে একটা বিজনেসে অনেক বড় ধরা খেয়েছেন। আজ আমরা আসি। আমি উনাকে সব বুঝিয়ে দু'দিন পর আপনার কাছে আসব। যাহোক, পরে একটা রফা হলেও বহুদিন পর জাহিদের বুক খচখচ করে। অন্যদেশের প্রেসিডেন্ট এলে যেভাবে এদেশের রাস্তার চারপাশের আবর্জনা বস্তিগুলোকে পলিথিন, ফুল দিয়ে ঢাকার কালচারটা মানুষের কাছে হালকা হয়ে গেছে, তেমনি 'ঘুষ' এই শব্দটি অন্য নানা বাক্যে ওর মতো বহু মানুষের কাছে হালকা হয়ে এসেছিল। বহুদিন পর সরাসরি এই শব্দ শুনে মনে হলো 'ফুলসহ পলিথিনটা কেউ টেনে সরিয়ে দিল', বিচ্ছিরি গন্ধে চারপাশ ভরে উঠতেই নাফিসার রেগুলার ফোন, দুপুরে খেয়েছ ?

ঝাঁজিয়ে ওঠে জাহিদ, না খেয়ে বসে আছি, তোমার কোনো অসুবিধা আছে ?

এত মেজাজ করছো কেন ? নাফিসা আহত, আমি কী করলাম ?

কাজের সময় বিরক্ত করছো— বলেই ঠাস করে ফোন কেটে ধুম মেরে জাহিদ বসে থাকে কিছুক্ষণ। এখন নাফিসার সাথে এরকম ব্যবহার করার অন্য এক অপরাধবোধ। সহসা ভেবে উঠতে পারে না, সে কী করবে ? ঢেউ খেয়ে ঘূর্ণি খেয়ে উড়াল ভেসে আসে নাফিসার কণ্ঠ, জাহিদ, এর আগে তোমার প্রেম হয় নি ?

না।

মিথ্যে ঝেড়ো না, জীবনের এতটা সময় পেরোলে, সংগঠনের কাজে তোমার চারপাশে এত মেয়ে ...।

ধেৎ, কাউকে খেয়াল করার অত সময় ছিল কই ? দেখতাম কারো-কারো চোখে প্রেম, টানত না।

আমিই তোমার জীবনে শরীরে প্রথম ?

কী পাগল প্রশ্ন ! প্রেমই যেখানে হয় নি, সেখানে শরীর ...

ছেলেদের কিন্তু কাজের মেয়েদের সাথেও শরীর হয়।

ছি, নাফিসা ! প্রেম ছাড়া দেহ ? অন্যদের স্বভাব জানি না, কিন্তু তুমি এমন একজনকে বিয়ে করতে পারো ? লক্ষ করো নি তোমাকে প্রথম স্পর্শ করতে গিয়ে কেমন আনাড়ির মতো খাবি খাচ্ছিলাম ?

আধো আলোয় দেখেছিল, নাফিসার তৃপ্ত মুখ। আর তার পরেই হিম হয়ে ধেয়ে আসছিল একটি দীর্ঘ দুঃসহ স্মৃতি।

একবার বহুদিন পর বড় মামার অসুখ শুনে মা প্রায় জোর করে তাকে তার গ্রামের বাড়ি পাঠিয়েছিলেন। বিয়ের পর থেকেই জাহিদ দেখত, নানাবাড়ির প্রতি বাবার ঘোর বিতৃষ্ণা। বাবাকে বিয়ের সময় ক্যাশ টাকা দেয়ার কথা বলেও নানা দিতে পারেন নি। ফলে গঞ্জনা তো ছিলই। বছর-বছর মা-বাবার বাড়ি যান নি। নানা-নানি মরে গেলে স্রেফ দু'বার গেছেন। পরীক্ষাজনিত কারণে দু'বারই জাহিদের যাওয়া হয়ে ওঠে নি। সেইবার বাবার গোসসাকে অগ্রাহ্য করে জাহিদকে মা মামাবাড়ি পাঠিয়েছিলেন।

জাহিদ সবে ছুটি পেয়ে হোস্টেল থেকে বাড়ি ফিরেছিল। মামার চোখে জাহিদকে দেখে বন্যার পানি। হতদরিদ্র প্রায়ান্ধকার একটি তক্তপোশে মরার মতো পড়ে আছেন তিনি। ছেলেমেয়েরা শহুরে ভাইকে দেখে এদিক-ওদিক ছিটকে আছে। মামির চিল্লানিতেই মুড়িগুড় নিয়ে এগিয়ে এল এমন এক মামাত বোন, যাকে দেখে জাহিদের শরীর রীতিমতো রি-রি করে উঠল।

বড় মামার এই মেয়েটি ছিল কুঁজো। পিঠের মধ্যে যেন মস্ত এক কালো পাথর বসিয়ে দিয়েছে কেউ। কুচকুচে কালো মুখের মধ্যে ফোসকার মতো বড়-বড় দাগ। এই মেয়েকে বাদ দিয়েই ছোট দু'মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়েটির শুষ্ক জীবনের ওপর দিয়ে করাতের মতো করে বয়স পার হচ্ছে। চেহারার মধ্যে সব মিলিয়ে এমন ন্যূনতম মায়া ছিল না, যাতে গ্রামের কোনো যুবকের করুণা হবে।

যা হোক, কোনো রকমে ওর দেয়া নাস্তা হজম করে রাতের খাবার খেয়ে যখন জাহিদ ঘোষণা দিল, পরদিন ভোরেই সে চলে যাবে, মামার অবস্থা মরি-মরি, কম্পিত হাতে জাহিদের হাত ধরে মৃত্যু পথযাত্রী মানুষটা ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, বোনটারে বিয়া দিয়া একদিনও শান্তি পাই নাই। বড় সোহাগের আছিল গো। আইজ আমার মরহুম

আব্বার জন্ম সার্থক, আমার বইন তুমার মতন একজন শিক্ষিত ছেলেরে জন্ম দিছে। আমার বড় পোলা হেই যে বউ নিয়া আলাদা, মুখে পানি দিবারও আসে না। তুমি আইছো, বা'জান, তুমার দু'পাও ধরি, তুমার মায়ের গেরামেরে দুইদিন দেইখ্যা যাও।

এমনিতেই একবেলা থাকতেই দমবন্ধ হয়ে এসেছিল জাহিদের। কিন্তু মামার এই কথায় রীতিমতো হতাশ হয়ে পাশের ধোয়া বিছানার চাদর-বালিশে সে চোখ বুজলো।

সেই রাতেই এই মেয়েটির আশ্চর্য গতিবিধি জাহিদকে বিস্মিত করে তোলে।

ঘুম আসছিল না কিছুতেই। এ-কী বিপদের মধ্যে ফেললেন বড় মামা?

যখন এইসব ভাবছিল, তখন চোখে ভাসছিল ভার্সিটি পড়া ক্লাসমেট আফরিনের মুখ। অপূর্ব সুন্দরী। দাপুটে চলাফেরা। যেহেতু কলেজ ভার্সিটিতে নিজে শিল্পী না হয়েও ভালো অর্গানাইজারের দায়িত্ব পালন করতে পারত, তারপরও আফরিন তাকে চেনে, সেই সূত্রে মোটামুটি খাতির হলেও সে লক্ষ করত, কী এক দেমাগে মেয়েটি দফায়-দফায় একে তাকে ধমকায়, সবচেয়ে অভিভূত করে কলেজের কালচারাল অনুষ্ঠানে মেয়েটির ফাটাফাটি অভিনয় দেখিয়ে। বলা যায়, সেই নাটক দেখেই একেবারে ওর প্রেমে তুমুল ডুবে যায় জাহিদ।

অনেক দিন অপ্রকাশ।

আফরিনের ব্যবহার জাহিদের প্রতি এতই নমিত ছিল, তাতেই জাহিদ গলে-গলে আইসক্রিম।

একদিন দেখে, একটি দামি গাড়ি এসে আফরিনকে তুলে নিয়ে যায়।

প্রতিদিন যায়।

আফরিনের পাশে প্রতিদিন সানগ্লাস যুবক।

জাহিদ একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সেই ভাঙন প্রকাশ করতে গিয়ে দিনের পর দিন আফরিনের কাছে যে পরিমাণ অপমানিত হয়েছিল সে ...।

খট্ ...

গ্রামের ফুটফুটে রাতে পাশের ঘরে শব্দ পেয়ে উঠে বসে জাহিদ। সেই গ্রামে তখনো ইলেকট্রিসিটি যায় নি। আধ নিভন্ত হারিকেনে চারপাশের বেড়া ঘরের ফাঁক-ফোকরে লুকিয়ে থাকা জোনাকির মতো বিন্দু-বিন্দু আলো দেখে সে।

পাশের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে কেউ।

অবশ্য গাঁও-গেরামে প্রাকৃতিক টানে সবাই রাতে, মাঝরাতে ঘর থেকে ঘাসে-বে-ঘাসে বসে যায়। কিন্তু জাহিদ সতর্ক হয় তখনই, যে যাচ্ছে, সে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। জাহিদের সতর্ক কান খাড়া হয়। তিন রুমের মাঝে

www.MurchOna.com

পাশের রুমেই বাকি সব ভাইবোন ল্যাপটা-লেপটি করে ঘুমায়। এর মধ্যে কে বেরিয়ে যাচ্ছে?

অবশ্য এর মধ্যেই ওর দেখা হয়ে গেছে সবচেয়ে ছোট কিশোরী মেয়ের সাথে, শ্বশুরকে দেখতে আসা তার দুলাভাইয়ের চোখাচোখির সঙ্গম।

নিজের অজান্তেই মা'র মুখ মনে পড়তেই জাহিদ দায়িত্ব বোধ করে।

সে নিজেও সন্তর্পণে নিজের দরজা খুলে রীতিমতো বিস্মিত। কল, বদনা উঠোনের ডানপাশে, কিন্তু এই বাড়ির কুঁজো মেয়ে সুফিয়া পূর্ণিমার আধো ছায়ায় উঠোনে এসে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ দাঁড়াল। তারপর-এপাশ ওপাশ তাকিয়ে সে অতি সন্তর্পণে উঠানটা পার হয়ে, স্তব্ধ জাহিদ কিছু বুঝে উঠার আগেই পাশের গাছ-গাছালির ভিড়ে যেন উধাও হয়ে গেল।

ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল জাহিদ, যেহেতু তার কাছে ব্যাপারটা ছিল অবাককর।

যখন সে মেয়েটার আসার অপেক্ষা করছে ফের আফরিনের তাচ্ছিল্য ভরা কণ্ঠ যেন উড়ে কানে আসে, ছিঃ! তোমার এই ব্যক্তিত্ব জানলে জিন্দেগিতে তোমার পাশে আসতাম না।

প্লিজ, আফরিন, আমি জীবনে নারী আর সুন্দর বলতে তোমাকেই দেখেছি। ঠিক আছে, ওর মতো আমার টাকা নেই, কিন্তু আফরিন তুমি চলে গেলে ...।

কী? মরে যাবে? ও.কে. মরে যাও।

শিয়াল ডেকে উঠতেই ধড়ফড় করে জাহিদ। না, মেয়েটা ফিরছে না। কিন্তু ওর যা ভয়ঙ্কর চেহারা দেখতে, এত রাতে তাকে খুঁজতে যেতেও ভয় পায় জাহিদ।

সে স্লিপিং পিল খায়।

নয়

সারাদিন গ্রামে-গ্রামে ঘোরে। সবচেয়ে অবাক করে যা, সুফিয়া, দিব্বি, যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে ভোরে নাস্তা, রান্না, বাবার সেবা করতে শুরু করছে।

সেই গ্রামে তিনদিন থাকার বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল জাহিদের। হাভাতে, ভূমিহীন মানুষগুলোর কী দুর্বিষহ অবস্থার জীবন! এখানে গণ্ডায়-গণ্ডায় কিলবিল করছে সাপের মতো বাচ্চা। তখন জাহিদের কয়েকবার এমন হিংস্র অনুভব হয়েছিল, এইসব কিলবিল শিশু, এইসব আবর্জনা, অশিক্ষা, দুর্গন্ধ— সবকিছু যদি এক মুহূর্তে মাটি চাপা পড়ে শেষ হয়ে যেত?

হৃৎপিণ্ডকে বাঁচিয়ে রাখার কী মর্মান্তিক প্রক্রিয়া!

মামার শরীর ক্রমেই নেতাচ্ছে।

www.MurchOna.com

মা তো হাতেগোনা ক'টা টাকা দিয়েছে, যা একদিনের ডাক্তারেই শেষ। আর শহরের শিক্ষিত স্বজন এসেছে ভেবে পুরো গ্রাম তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তারপর এর চাকরি, ওর শিক্ষা ... ভাগ্যিস, মামি বাজখাঁই ছিলেন, সবাইকে তাড়িয়ে জাহিদের মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন, তোমার আব্বার অবস্থা জানি, তুমিও ছাত্র, গ্রামের মানুষ এইসবের কী বুঝবো ? তুমি কিছু মনে কইরো না বাবা, উনি চান, আর দুইডা দিন থাইক্যা যাও।

জন্মের পর থেকে খাদ্যযুদ্ধ, হোস্টেলে পানি মিশ্রিত গু-এর মতো ডাল খেয়ে অভ্যস্ত জাহিদ নিজেকে কী করে যেন হঠাৎ নিজেকে মানিয়ে নিলো।

কিন্তু তারপরও পরদিন প্রচণ্ড গরমে রাতে ঘুম আসছিল না। আগের মতো ছিটকিনির শব্দ।

এইবার জাহিদ সতর্ক, সুফিয়ার সেই আচরণ লক্ষ করে তার পেছন-পেছন দূরবর্তী হাঁটে। দেখে, আলোছায়া বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে, যেন বা ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে যাচ্ছে সুফিয়া।

জাহিদ ভারি পায়ে অত্যন্ত সন্তর্পণ সাবধানে তার পেছন-পেছন হেঁটে দেখে, সুফিয়া বিশাল মাঠ ধরে হনহন হেঁটে মাঠের মাঝখানে দাঁড়ান মাটির মঠটির সামনে সেজদার ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে গেল।

বাঁশঝাড়ের ফাঁকে দাঁড়িয়ে জাহিদ এই অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। জাহিদ আর সহ্য করতে পারে না। এই ভূতের বিভ্রম থেকে তার বেরোনো দরকার। সে ছুটে মঠের কাছে গিয়ে এমন লাফ দেয়, যেন এই মাত্র ভাঁড়ার থেকে হুলোবিড়াল নেমে এসেছে।

জাহিদ দেখে, মেয়েটির যা ছিল কুৎসিত দেখতে, পুরো পরিবেশের ঘোরে তা তার লাল আঁচলের সাথে যুবতী জোৎস্নার ছায়ারঙ মিশিয়ে পৃথিবীতে জন্ম দিচ্ছে এমন এক রঙের, যাকে নির্দিষ্ট কোনো নামে সে শনাক্ত করতে পারছে না।

দশ

হ্যালো, জাহিদ, কী হয়েছে তোমার ?

না, নাফিসা, কিচ্ছু না, একটু ঝামেলায় আছি।

ও.কে. বাড়ি এসে বলো।

ও.কে নাফিসা, আই অ্যাম সরি।

সরি ফর হোয়াট ?

তোমার সাথে দুপুরে খারাপ ব্যবহার করেছি।

এটা কি নতুন নাকি ? এ-তো তোমার অভ্যাসই, কোন অজান্তে যে নাফিসা সাহস করে বলে, একজনের রাগ আরেকজনের ওপর ঝাড়া, আমার ওপর একটু

www.MurchOna.com

বেশিই ঝাড়ো, সিরিয়াসলি বলছি, তোমার ধমক কণ্ঠ আমি একদম সহ্য করতে পারি নি, পারবও না।

এই লেকচার দেয়ার জন্য ফোন করেছ ?

ওহ জাহিদ, আবার ?

এইবার নাফিসা ফোন কেটে দেয়।

একসময় পিওন আসে, স্যার, বাড়ি যাবেন না ?

ও, অফিস শেষ ?

গাড়িতে বসে জাহিদ চারপাশের জল দেখে। ড্রাইভারকে শাসায়, এইবার কোনো রাস্তায় যদি পানিতে গাড়ি আটকায়, তোমার খবর আছে।

স্যার, দুইন্যা ভাইস্যা যাইতাছে। আপনি কন, কোন পথে যামু ?

জানি না।

জাহিদ হেলান দিয়ে চোখ বোজে।

না, সে এই সত্যের সামনে আর দাঁড়াতে চায় না। নাফিসাই না বলছিল, পুরুষদের শরীর কাজের মেয়ের সাথে শুয়ে পড়তে পারে। যুদ্ধ করেছিল জাহিদ, কাজের মেয়ে, মেয়ে না ? তুমিই তো তাদেরকে পারলে নিজের সম্মান দাও।

শোনো, বলেছিল নাফিসা ঠান্ডা কণ্ঠে, মেয়েদের মন না জাগলে শরীর জাগে না। বাড়িতে কোনো কাজের ছেলের সাথে সারাবাড়ি খালি থাকলে, মেয়েদের শারীরিক সম্পর্ক হয় ? কেন পুরুষদের জন্য বেশ্যালয় আছে, মেয়েদের নেই ? কেন পুরুষরা রেপ করে ? মেয়েদের এই স্পৃহা জাগে না ?

না, আজ সেই সত্যের সামনে জাহিদ দাঁড়াবেই ...।

জাহিদ ... জাহিদ ... জাহিদ ... কী হলো তারপর ?

জীবনে নাফিসা এল।

তার আগে ?

আফরিন ... আফরিন ...

না ... না ... সেই পূর্ণিমার রাতে ?

পাপবোধ। হ্যাঁ। সেই স্মৃতি নিয়ে এই অনুভবে ভুগেছে অনেকদিন। নাফিসাই তো বলেছিল, পুরুষের শরীর মন ছাড়া জাগে ? নাফিসাকে যদি সুফিয়ার সত্য বলতাম ?

বোকা নাকি ? এইসব গোপন মিথ্যা যদি আমার দাম্পত্য, চারপাশ সুখী রাখে, তাতে পাপ কী ? জাহিদ ক্রমশ বিন্যস্ত হয়, আর যদি বলতাম ... ভাঙন ভাঙন ... আমি কি নিজের ইচ্ছায় কিছু করেছি ? না, সুফিয়ার সাথে যা হয়েছে, তার পরের

দায়িত্ব নিতে পারি নি, আসলে এটাই আমাকে তাড়া করেছে বেশি। কিন্তু কী করে সম্ভব ছিল রাত ঘোরে ঘটে যাওয়া কাণ্ডের দায়িত্ব আমি দিনের বেলায় নেই ? আর তার দায়িত্ব, দিনেরবেলায় যার 'কুৎসিত' দেখে শরীর শিউরে ওঠে ? কী করে ?

যাকে প্রথম দেখেই ভয়, যার পূর্ণিমার আবহের শিকার ছিলাম আমরা দুজনই, সচেতন অবস্থায় সেই দায়িত্ব নেয়া মানে তো দুজনেরই মরণ।

তারপর ?

যেন কোনো বিধবা দাদার কাছে তার পরের কাহিনী শুনতে চাইছে তার কোনো নাতনি। এই অনুভবের উত্তরে জাহিদ আবার ডুব দেয়— সেই অদ্ভুত রাত্রিতে।

জাহিদকে দেখে ভয়ে সুফিয়ার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। সে উল্টোমুখী দৌড় দেয়ার প্রস্তুতি নিলে জাহিদ সুন্দর, অসুন্দর সব ভুলে তাকে ঝাপটে মাটিতে ফেলে। ওলামোচরা হয়ে মেয়েটাও রীতিমত ঢলে পড়ে— জাহিদ প্রশ্ন করে, এসব কী করছ ?

ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকা সুফিয়া নিরুত্তর।

জাহিদ ওকে জেদে আটকে রাখে, উত্তর দিচ্ছো না কেন ? মুসলমানের মেয়ে হয়ে মাঝরাতে এসে তুমি মঠের পূজা করো, তোমার তো সাহস কম না ? কেন করো ?

সুফিয়া কাঁদতে থাকে, আমারে ছাড়েন।

এই তো দেখছি কথা ফুটছে, বলো, ব্যাপার কী ? সমস্ত গ্রাম স্নিগ্ধ পূর্ণিমায় ঘুমন্ত। নিজেকে জাহিদের মনে হয় ঘুম ... অথবা দুঃস্বপ্নের ঘেরাটোপে পড়া কেউ। তার কৌতূহল তখন এমনই দুর্মর, সুফিয়ার সুন্দর-অসুন্দর তার গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। সুফিয়া জোর করে জাহিদকে যত ঠেলতে চায়, জাহিদের জেদ তত বাড়ে। অস্পষ্ট ভাঙা কণ্ঠে এরপর জাহিদের প্রচণ্ড ধমকিতে মেয়েটি জানায় যে, কয়েকদিন আগে সে স্বপ্নে দেখেছে, তাকে দরবেশ মতো কেউ এসে বলছে, সে যদি ওই মঠটাকে সাতরাত সেজদা দেয়, তাহলে তার পিঠের কুঁজ সরে যাবে, সে দেখতে সুন্দরী হবে, তার সুন্দর বিয়ে হবে।

বিস্তৃত মাঠের ওপর অনেক বছর ধরেই এই মঠটি আছে। জনারণ্যে চালু, এটি মাঠের কুঁজ।

আপনি আমারে ছাড়েন।

কিন্তু সুফিয়ার এই প্রত্যাখ্যানে হুহু পূর্ণিমায় তার চোখে জাহিদ যে হিংস্র তাচ্ছিল্য দেখেছিল, সেটাই ক্রমশ তার শরীরকে দুর্বল করতে থাকে। জাহিদ বলে, তুমি জানো, এটাকে সেজদা দেয়ায় তোমার পাপ হয়েছে ?

এইবার ক্রোধ কমে সুফিয়ার ক্রন্দন ঘনীভূত হয়। এইবার জাহিদের মনে হয়, ওর যৌবনের দিকে ঠোঁট চেপে ছিল ওর বাহ্যিক অসুন্দরতা, বয়সের জোঁক।

www.MurchOna.com

একবারও হাসতে দেখে নি জাহিদ ওকে। যতটুকু দেখেছে, প্রথম ভয় কাটার পর মনে হয়েছে, মেয়েটি আর চলতে পারছে না, ওর প্রাণস্পন্দন এই বুঝি স্তব্ধ হয়ে এল।

বাড়তে থাকা অপার নিস্তব্ধ রাত্রি। কোটি-কোটি জ্যোৎস্না খণ্ড সমস্ত মাঠকে জলের মতো ভাসিয়ে নিচ্ছে।

আসমান থেকে পটপট খসে পড়ছে তারা। আর অপূর্ব, বেদনাময় আফরিনের তাচ্ছিল্য—

আফরিন ও আফরিন, আমাকে বাঁচাও।

নাহ! তোকে ছুঁবো ভাবতেও ঘেন্না লাগে।

এরপর যেন বা অঙ্কুরের বানে হাজার খণ্ড হয়ে যেতে থাকে জাহিদের দেহ। মেয়েটি যত কচলায়, তত জাহিদের আগুন। এই মেয়েটিকে জ্যোৎস্নার এরকম আলোয় অপূর্ব মনে হয়।

জাহিদ কী বুঝে যে তার প্রাণের শেষ বিশ্বাস দিয়ে উচ্চারণ করে— 'আমি তোমাকে বিয়ে করব' নিজেই জানে না।

সুফিয়ার স্তনে হাত রাখতেই শেফালি ফুলের মতো সে মুহূর্তে খসে পড়ে। জাহিদ অনুভব করে, জ্বরে যেন তার গা পুড়ে যাচ্ছে। ওর শরীরের সমস্ত শক্তি বাতাসে মিলিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় ওর মুখটা সহ্য হচ্ছিল না বলে জাহিদ ওকে টেনে, হিঁচড়ে এক আঁধার গাছের নিচে নিয়ে আসে।

যেন বা গোঙানি— সত্যিই বিয়া করবেন ?

করব।

এরপর জাহিদ অনুভব করে, যেন বা এরকম একটি স্পর্শের তৃষ্ণায় সুফিয়া হাজার বছর অপেক্ষায় ছিল। জাহিদ ওকে স্পর্শ করতে-করতে অনুভব করে, ওর পিঠে কোনো কুঁজ নেই, বয়সের ভার নেই, মুখে দাগ নেই, কেবল অসীম তরল— এ এক অপার পৃথিবী, যার কোনো শেষ নেই।

তরঙ্গের পর তরঙ্গিত সময় বহে।

পৃথিবীর মহান সুখে ডুবে যায় নরনারী।

পরদিন, বলা যায়, কাউকে কিছু না বলে সেই যে পালিয়ে এসেছিল জাহিদ, জীবনে ও মুখো হয় নি।

স্যার, বাসায় চলে এসেছি।

ড্রাইভারের কথায় সচকিত হতেই মোবাইলে নাফিসার ফোন, আই অ্যাম সরি, তোমার মুখের ওপর ফোন রেখেছি, বাসায় এসে প্লিজ খারাপ ব্যবহার করো না।

কোন অজান্তে যে জাহিদ বলে, সে নিজেও জানে না, ওহ নাফিসা, আই লাভ য়্যু। ও.কে, চলো, আমরা এসব ভুলে যাই ?

www.MurchOna.com

এগারো

বিয়ের কয়েক বছর সন্তান চায় নি কেউ। আত্মীয়স্বজনের দায়িত্ব, নাফিসার চাকরির ধান্দা, সব মিলিয়ে বছর যেতে-যেতে একসময় জাহিদের বুকে মুখ গোঁজে নাফিসা, আমি বাচ্চা চাই।

আরে, তুমি চাইলেই বাচ্চা হয়ে যাবে ? মনে হয় তুমি এ নিয়ে আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছো ?

ধেৎ ! জাহিদ, তুমি আমার অনুভবের এই উত্তর দিলে ? হ্যাঁ আমরা আর ব্যবস্থা নেব না।

মানে ?

মানে, এক সহবাসের সাথে আরেকটা সন্তান পাওয়ার ইচ্ছা ফ্রি, ও.কে ?

সেই রাতে আধো আলো বাতিতে নাফিসাকে চমকে দিয়ে জাহিদ নিজের সত্যোচ্চারণ করে, জানো, বিয়ের দিন থেকেই আমিও একজন সন্তানের জন্য মনেপ্রাণে ক্রেজি ছিলাম। জীবনের এমন টানাপোড়েনে, বলতে পারি নি। আর তুমিও চাও নি বলে আমি আমার এই দুর্বলতা লুকিয়ে রেখেছিলাম, নাফিসাগো, এখন প্রাণ খুলে বলছি, তুমি বাচ্চা চাইছো তো ? এই উস্কানিটা আগে দিলে আমি অভাব-দারিদ্র্যের থোড়াই তোয়াক্কা করতাম ? আরে কোন বাবা বাচ্চা না চায় ? নাফিসা ... তুমি সত্যিই আমার এই স্বপ্নপূরণ করতে চাইছ ?

সেই থেকে নাফিসার ভয়। জাহিদের এই অনুভব, এই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সে কী করে এদ্দিন এক ফোঁটা জানে নি।

রাত্রি প্রগাঢ় হয়।

ততদিনে ছ্যাতলা পড়া ছাদ, ঢং-ঢং ফ্যানের উল্টিপাল্টি জীবন থেকে বেরিয়ে এসেছে জাহিদ। দিন-দুপুরের রক্তমাংস আহার করছে রাত। নাফিসার মুহূর্তগুলি কাটে না। এক নিশ্বাসহীন অবস্থায় হামাগুড়ি দেয় এক শিশু, জাহিদকে জীবনে প্রথম অচেনা লাগে। এত বড় স্বপ্ন কী করে জাহিদ এ্যাদ্দিন লুকাল ? যদি বাচ্চা না হয় ? না, এ কল্পনা করতে পারে না নাফিসা, তার মধ্যে চলতে থাকে নির্মাণ আর ক্ষয়ের যুদ্ধ।

নাফিসা বলার পর যেন বাঁধ ভাঙে জাহিদের। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তার অনাগত সন্তানের স্বপ্ন যেমন আকাশ ছোঁয় ... নাফিসার মাস শেষে রক্তপ্লাবনে তেমনই তা ধপাস ভেঙে পড়ে। তখন নাফিসা ক্রমেই অবাক।

তখন সংসারে শূন্যতা বলতে ক্রমে-ক্রমে ব্যাপকভাবে উভয়ের মধ্যে তৈরি হচ্ছে একটি সন্তানের উপস্থিতি। উল্টাপাল্টা মদের জীবন থেকে বেরিয়ে, নাফিসাকে সে সময়গুলোতে মারধোর করার জীবন থেকে বেরিয়ে জাহিদ সুস্থ সংসারে বিন্যস্ত হয়েছে।

www.MurchOna.com

মারধর ? আদিত্যের এই নিঃশব্দ চিৎকারে একসময় আগে হেসেছিল নাফিসা। যখন সে একদিন আদিত্যর সাথে নিজের জীবনটা শেয়ার করছিল।

সো হোয়াট ?

তুমি বলছো, সো হোয়াট ?

তোমাকে মেরেছে, তার পরও তুমি শিক্ষিত মেয়ে হয়ে এসব কী বলছো আমাকে ?

এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার ... বলতে বলতেই নাফিসার বাড়ির ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। তখন প্রতিনিয়ত চাকরির দাসত্বে আপোসহীন আদিত্যের বেকারত্বের কষ্টে, আদিত্যের কবিতার প্রেমে, এইসব মুহূর্তে কোনো রকম স্পর্শের চান্স না নেয়ার কারণেই ক্রমাগত অভিভূত হয়েছে নাফিসা।

তখন জাহিদ ট্যুরে।

বছর চারেক আগের ঘটনা। বুয়া তখন কাজ করত। কাজ সেরে রাত দশটার মধ্যেই বেচারির চোখে ঘুম নেমে আসত।

যখন বাতি গেল, যখন অন্ধকার, স্তব্ধ বসেছিল নাফিসা। খোলা জানালা দিয়ে পরবাসী বাতাস পর্দা উঠায়, নামায়। নাফিসার বুকে হুহু মরু চারণভূমি। যেন একাকী এক তেপান্তরের ওপর প্রস্তর মূর্তি। এই বুঝি ওকে ঝাপটে ধরে আদিত্য, এই বুঝি ...।

কিছুক্ষণ পর অপূর্ব এক মোমবাতি এনে নাফিসার মুখের সামনে তুলে ধরে আদিত্য বলে, চলো, অনন্তে মিলিয়ে যাই।

বলতে-বলতে আদিত্য মুহূর্তে নাফিসাকে বিস্মিত করে কবিতাবিষয়ক আবর্তে গড়ায়িত, বাংলার কোন কবি না রবীন্দ্রনাথ হতে চায় ? আমিও সেই স্বপ্নে ভাসতে-ভাসতে রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের ঘোরে আচ্ছন্ন হলাম। 'অন্যান্য আধুনিক কবিদের মতো জীবনানন্দও রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন রবীন্দ্র অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথকে জ্ঞানকৃত জেনে গড়ে তুলতে হবে শিল্পের অগাধ ঐশ্বর্য..'

স্তব্ধতার ভাষা খোলে, আদিত্য, তুমিই বলেছো কল্পনায় প্রেমে তুমি জীবনানন্দ দাশ হয়ে হাঁটো।

হাসে আদিত্য, হাঁ হাঁটতাম, প্রেমে, কল্পনায়, স্বপ্নে— তবে বিবর্তন ঘটেছে, আমি এখন আদিত্য হাসান হয়েই অনন্তকাল বাঁচতে চাই, যার বই বেরোবে না। তার মৃত্যুর পর অনন্তলোকের বাতাসে মিশে যাবে, সব— সব কবিতা।

কেন ? কেন আদিত্য ? আমি টাকা দেই ?

নাফিসা, আমাদের শিল্প হোক, ব্যক্তিগত সম্পর্ক হোক, এর মাঝে টাকাকে এনো না, বাদ দাও, যা বলছিলাম শোনো, সুধীন্দ্রনাথ যেখানে রবীন্দ্রবিরোধিতার জন্য গোটা

www.MurchOna.com

রবীন্দ্রচরণ উদ্ধৃতি করেছেন। বিষ্ণু দে সেখানে রবীন্দ্রনাথের আবেগ, কল্পনাকে ভেঙে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেছেন।

বুঝলে, জীবনানন্দ সেখানে রবীন্দ্রনাথকে এড়ানোর চেষ্টা করেছেন। সুধীন্দ্রর মতো তারও কাজ ছিল ছুটে যাওয়া কীটসের কাছে, ইয়েটস, গ্রিক পুরাণের প্রাচীন মন্দিরে। মার্লামের বৈঠকে, বোদলেয়ারের অশুভ নগরে...' কী বলো নাফিসা.. রীতিমতো কাঁপতে থাকে আদিত্য, যেতে পার র‍্যাবোর নরকে এবং আরো বহু দরজায় রবীন্দ্রনাথের রচনাপুঞ্জে যা নেই, তিনি আর তার সময়ের কবিরা তাই খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন।

সেই ছককাটা মুহূর্তগুলি দফায়-দফায় কাঁপায় নাফিসাকে। ঠোঁটে ছিটকিনি এঁটে একটি শিখার মাঝে সে-ও যেন প্রথম তাকায় আদিত্যর অদ্ভুত সুন্দর চোখের দিকে। তখন নাফিসার মস্তিষ্ক, শরীর মনের কোষে-কোষে এমন এমন তরঙ্গিত আগুন জ্বলতে শুরু করল, সে চুম্বন করল আদিত্যকে।

কিন্তু তাতে আদিত্য নিজেকে সামলে অদ্ভুত নিস্পৃহ ব্যবহার করে যখন বলল, রাত বেড়েছে, আজ বরং আসি ?

আদিত্যর ওই রাতের সতীপনার নাটক এমন অসহ্য ঠেকেছিল নাফিসার কাছে, সে, সমস্ত ফোন, দরজা বন্ধ করে ঠায় পড়েছিল ক'দিন। অবশ্য ওর মাঝেও কিছু মুহূর্ত কম সুন্দর যায় নি, নাফিসা ফিসফিস গাইছিল গান 'ও কুয়াশার রঙধনু, ও অনন্তের রাখালিয়া, ও মায়াবী নিঠুরিয়া, আকুল পরাণ হরনিয়া।

কী করে ইনস্ট্যান্ট গান বানিয়ে গাও, নাফিসা ?

জানি না... শৈশব থেকে সবই আমার অল্প-অল্প, গান, ছবি আঁকা, স্কুলের মঞ্চে নাটক করা... শেষে কী ? বিশিষ্ট হাউস ওয়াইফ'

ভাঙবে একদিন ভাঙবে, বলেছিল আদিত্য, সেদিন বললে না ইবসেনের 'পুতুল খেলা' দেখে হাউজ ওয়াইফ নোরার স্বামী-সন্তান ফেলে দরজা কাঁপানো ঘর থেকে মুক্ত আলোয় বেরিয়ে যাওয়ার শব্দে তুমিও কেমন কেঁপেছিলে ?

সবাই কী নোরা হয় ? বড় ভয় গো আমার ছাদহীন আকাশকে, ছায়াহীন রোদকে...।

একদিন সমস্ত লক্ষিন্দরের দরজা ভেঙে 'ভরদুপুরে' যখন মনোশারীরিক যন্ত্রণায় ক্লান্ত নাফিসা শুয়ে আছে, ঝাঁপ দিল আদিত্য ওর ওপর। ওর মরতে থাকা যৌবনকে কী সুন্দরভাবেই না জাগাল !

কিছু সময় পর কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছিল না, তখন সবে হীরণ এসেছে, না, ডাক দিলে হীরণ আসে না। যেন বা অস্বস্তি কাটাতেই নাফিসার লজ্জিত হাত ধরে আদিত্য বলল, গান গাও।

না ... কম্পিত কণ্ঠ ছিল নাফিসার, তোমার কবিতা শোনাও।

www.MurchOna.com

এরপর ? কাঁপতে থাকে নাফিসা। না, এ নিয়ে সে আর ভাবতে চায় না।

পাশে শুয়ে আছে জাহিদ।

হ্যাঁ! অভ্যাস! সৃষ্টিকর্তার পরে যা মানুষকে বাঁচিয়ে, টিকিয়ে, প্রেমে, ঘেন্নায় এক করে রাখে, সে অভ্যাস। বহুকিছু মরে যায়, কিন্তু অভ্যাস এমন এক বিষয়, যা মরে, কিন্তু সেই অবস্থাতেও মানুষকে একত্রিত করে।

নাফিসা নিজের অজান্তেই জানে না, যে জাহিদ তাকে এত প্রেমে বিয়ে করেছিল, তারপর এত আত্মীয়স্বজনদের সব দায়িত্ব নাফিসার ওপর ফেলে, 'জাতে মাতাল তালে ঠিক' হিসেবে আত্মীয়রা চলে গেলেই যখন অপেক্ষায় থাকত ওর সাথে তৃষ্ণার্ত সহবাসের, বাংলা মদ খেয়ে নাফিসার স্বপ্নকে তছনছ করে কী অনান্দিকভাবেই না মারপিট করেছে, আজ সেই মানুষটার ঘুমন্ত চেহারা দেখে এত মায়া কেন হচ্ছে ?

সে নাক ডাকতে থাকা জাহিদকে স্পর্শ করে, ঘুমাচ্ছ ?

শব্দ নেই।

জাহিদ, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে, মাথাব্যথায় ফেটে যাচ্ছি, কী করব ?

ধেৎ ! জাহিদ হাত সরিয়ে ফের ঘুমাতে থাকে। নাফিসার এই এক প্রধান রোগ, যখন মাথাব্যথা শুরু হয়, পৃথিবী আঁধার হয়ে যায়। তখন একটু মায়ার প্রত্যাশায় প্রাণটা হুহু করে। কেন যে রাতেই ব্যথাটা হয় ! স্লিপিং পিলহীনভাবে যেভাবে বেঘোরে ঘুমায় জাহিদ, রীতিমতো ঈর্ষা হয়। সে তখনই আন্দাজ করে ভেতরে ভেতরে কত টেনশনহীন আর স্বস্তিতেই না সে বাঁচে। খালি পেটে পেইন কিলার খাওয়া যায় না। প্রায় রাতেই এই পেইন হয়, তারপরও যে কেন রাতের বেডরুমে রেগুলার ওষুধ, যে-কোন খাবার রাখতে ভুল হয় নাফিসার!

জড়ানো চোখে ডাইনিংয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুলে আপেলে কামড় দিতেই আরিফের ছায়া, এই নিন ঔষধ।

বিকেলে জাহিদকে আনতে বলতে শুনেছি। নির্ঘাত ভুলেছে। আমার কাছে এসব সব সময় থাকে।

থ্যাংকস-বলে, কৃতজ্ঞ চোখ নিয়ে রুমে যায় নাফিসা।

বিয়ের পর ছোটা বুয়া, এই মানুষ; ওই মানুষ দিয়ে চলেছে। কিশোরী হীরণকে যখন নাফিসা পেল, ওর চোখ ভিজে গিয়েছিল। এত সুন্দর উচ্ছল একটা মেয়ে, কিন্তু নাফিসার তখন উপায় ছিল না, হীরণের সাহায্য তাকে নিতেই হয়েছিল।

ধীরে-ধীরে হীরণ আরো ডাগর, সুন্দরী হয়ে উঠতে থাকল, সারারাত জাগরিত অভ্যাসে নাফিসা হীরণের যাতে বেশি কষ্ট না হয়, মাঝে-মাঝে ভোরে ওঠার অভ্যাস শুরু করল।

ততদিনে হীরণ, নাফিসার আত্মার কাছে চলে এসেছে।

www.MurchOna.com

হীরণের মুখে শরীরে ছিল ক্ষতচিহ্ন। জাহিদের মা ততদিনে নাফিসাতে মুগ্ধ। তিনিই প্রথম নিজের দায়িত্ব নিয়ে হীরণকে কাজের জন্য নাফিসার কাছে পাঠিয়েছিলেন। এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে, তিন বছর আগে, হতদরিদ্র মা-বাবার আশ্রয় থেকে এসে হীরণ আধভেজা ছোট কবুতরের মতো কাঁপছিল। এক বাড়িতে কাজ করত সে, সেখানে একটা কাপ ভাঙার অপরাধে এই মেয়েটাকে মেরেচুরে এই অবস্থা করার পর অসহায় বাবা-মা কিছুদিন তার চিকিৎসা করে জীবনের পীড়নে আবার জাহিদকে বিশ্বাস করে এই বাড়িতে পাঠিয়েছে।

হীরণের সর্বোচ্চ চিকিৎসা করিয়েছে নাফিসা, তার সাধ্যমতো।

ধীরে-ধীরে হীরণ জীবনের অন্ধকার রূপের ভয় থেকে এমন আলোতে এল, নাফিসা রান্নাঘরে গেলে চিল্লিয়ে ওঠে, আপনের হাত পুইড়া যাইব খালা, আমি রানবার পারি।

এইসব ভাবতে-ভাবতে যখন তন্দ্রা এল এল, মুহূর্তে কেটে যায়, কোনো এক যেন অজানা শিশুর কান্নার শব্দে। গভীর রাতের নাভি ফুঁড়ে ... সে কুয়াশার অবাক মিশেলে কান্নাটা এমনই বেদনাময়, রীতিমতো উঠে বসে নাফিসা। কদ্দিন যাবৎ মশার বাড়াবাড়ি হুজ্জোত। কয়েল, স্প্রে, কিছু দিয়েই কুলানো যাচ্ছিল না। একটি সফেদ সাদা মশারি কিনতেই হলো। ওর নিচে শুয়ে নিজেকে নাফিসার আচমকা মাকড়সা মনে হয়। মনে হয় চারপাশের নেট, বুঝি বা মাকড়সার জাল, এই বোধের প্রাবল্যে মাথাব্যথা ভুলে হাত টানাটানি করে কিছুক্ষণ নিজের মধ্যেই নিজে জড়াতে থাকে। নাহ। কিচ্ছু হয় নি— এইই ভাবনায় থিতু হতেই আবার নাফিসা কান্নার শব্দ শোনে।

শীত রাতে বেড়াল-কুকুরেরা যেভাবে কাঁদে, এই কান্নার সাথে তেমনই বেদনার মিশ্রণ।

ধীরে মশারি সরিয়ে মেঝেতে নামে নাফিসা। আজকাল বিভ্রম বাড়ছেই, স্বপ্ন আর বাস্তবতার মিল খুঁজে পায় না সে।

গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখেছিল, দরজা খুলে তার পায়ের কাছে এসেছিল একজন ছায়ামানুষ। তার মাথায় ইয়া বড় শিং, চোখ দুটি যেন অগ্নিগোলক, এক্ষুনি ছিটকে বেরিয়ে পড়বে। নাফিসা মানুষটিকে একদম যেন জান্তব দেখে বেঘোর জাহিদকে ধাক্কা দিয়েছিল।

জাহিদের শব্দ নেই।

দেয়ালে হেলান দিয়ে প্রায় সারারাত বসেছিল। যেহেতু গুটি পায়ে দেখে এসেছিল, হীরণ ঘুমাচ্ছে, নাফিসা যেন স্পষ্ট দেখেছে সেই মানুষকে। দেখতে লাগছিল এক প্রকাণ্ড শিশুর মতো, পুরুষের ছদ্মবেশে আসা একজন নারীর মতো, মধ্যরাতে সে ফিসফিস করে আদিত্যকে, জানো, ও আমার গর্ভে এসেছিল, ও যেন আমাকে কী একটা বলতে এসেছিল। জাহিদের ধমকে পালিয়ে গেল।

বলেই লাইন কেটে ফোন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু দু'চোখের পাপড়ি এক করে না, চোখ বন্ধ করলে যদি সে আরো সশব্দ নখর নিয়ে এগিয়ে আসে ?

আজকাল আবার অন্য কাণ্ড হচ্ছে। কিছু একটা শব্দ শুনলে নাফিসা দেখে, ঠাস— ঘুস ভেঙে যায়, তারপর দেখে দেয়ালে ক্যালেন্ডারের ছবি, টেবিলে রাখা মূর্তিগুলো যেন প্রাণ পেয়ে দিব্যি নড়ছে।

শব্দহীনভাবে তারা হাই তোলে, চোখ কচলে বারবার নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে নাফিসা, এ ভুল ... কিন্তু উল্টো ঘটনা ঘটে, যেন মাত্র প্রসব করেছে সে এক শিশু, তার চিৎকারে হাহাকার ঘটলে তাকে দুধ খাওয়াতে নাফিসা ব্লাউজের বোতাম খোলে।

স্তন ভারি হয়।

সন্তান হারিয়ে যায়।

এ-কী তাহলে সেই আকাঙ্ক্ষিত শিশুর কান্না ? চোখ দুটো বালিশে চেপে উবু হয়ে কত যে রাতদিন অনিদ্রায় পড়ে থাকে সে।

আজ সন্তর্পণে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে টের পায়, বাচ্চার কান্নাটা আর শোনা যাচ্ছে না।

মরে গেল না-কি ?

আজকাল তো মাঝে-মধ্যেই হচ্ছে, গর্ভের শিশুকে মা, জন্মের পরে ডাস্টবিনে ফেলে রেখে যায়।

জাহিদ ... ওরকম একজন শিশুকে আমার বুকে এনে দাও, প্লিজ।

যখন দু'জনেই সন্তানের ব্যাপারে ক্রেজি, তখন ডেঞ্জার পিরিয়ড মিলিয়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য সেক্সহীন সঙ্গমে, ধর্ষিতা হতে-হতে ক্লান্ত নাফিসা একসময় ভেঙে পড়েছিল জাহিদের সামনে, চলো, ডাক্তার দেখাই। দেখি, কার সমস্যা ?

জাহিদ তখন ক্রুদ্ধ, আমি এ সবের মাঝে নেই। আমি কারো কোনো সমস্যা আছে, কোনোদিনই সন্তান হবে না, এই স্বপ্নহীনতা নিয়ে বাঁচতে পারব না।

তাই বলে সারাজীবন আমরা শরীর সম্পর্ক করেই যাবো, শুধু সন্তান উৎপাদনের জন্য ?

তো কী ? জাহিদ কী করে যে এক সাথে উৎপাদন, আরেক সাথে সেক্সের আনন্দ পায়, কী করে বুঝে না এই শরীরী সম্পর্কে কী বিষাক্ত কষ্ট নাফিসার, নাফিসা কল্পনা করতে পারে না।

এই কি সেই জাহিদ, একদা বিয়ের পর পর কুমার রায়ের 'পিরীতি পরম নিধি' দেখে, যে দৃশ্যে গান মাস্টার নিধু বাবু তার ছাত্রীর মা'র সাথে কঠিন প্রতিজ্ঞা ভেঙে কিছু পরেই ছাত্রীর সাথে সুরের মূর্চ্ছনায় কাঁপতে-কাঁপতে তাকে আকুল স্পর্শ করে

www.MurchOna.com

অনন্তে ভেসে যেতে থাকে.. আর এই অপার্থিব দৃশ্য দেখে যখন দর্শকের সারিতে বসে নাফিসা'র চোখ জলে ভরে উঠেছিল, দর্শকদের থোরাই কেয়ার করে নাফিসাকে গভীর চুমু খেয়েছিল ?

বিয়ের আগে যে ক'দিন চলেছে ধবধবে শার্ট, একটু স্পর্শেই কম্পন, টয়লেটে যাবে— এটা বলতেই নাফিসার কাছে লজ্জা ?

আর বিয়ের এক সপ্তাহ পরই, অর্ধেক লুঙ্গি উঠিয়ে উরু চুলকাতে-চুলকাতে হাই তুলে নাফিস্যাকে বলা, কই, চা আনতে দার্জিলিং গেছো না-কি ?

ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নাফিসা এইসবের বিরুদ্ধে, সে নিজে টিপটপ থেকে দিনের পর দিন— 'আরে বউয়ের সামনে লজ্জা কীসের' জাহিদের এই জাতীয় ভাবনার প্রতিবাদ করে গেছে।

সুন্দর সংগীত বাজে।

নাফিসা কান পাতে।

আজ রাত যে ফোন দিলে না ?

সন্তর্পণে তাকায় নাফিসা, জাহিদ বেঘোর ঘুমে— আদিত্য কবিতা শোনাও।

কিছুতেই লিখতে পারছি না গো।

যা লিখেছ, আগে শোনাও।

ও.কে, আমারটা বাদ, সুধীন দাদারটা শোনো,

সে আবার তোমার দাদা হলো কবে ?

আচ্ছা, ঠিক আছে, গুরু ...

'নব সংসার পাতি গে, আবার চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে,
জুটবে সেখানে অন্তত নোনাজলও
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে'

যখন এইসব শব্দে নাফিসা তরঙ্গিত, আধঘুমে চেঁচিয়ে ওঠে জাহিদ, এত রাতে কার সাথে পিরিত করছ ?

লাইন কেটে যায়।

আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় জাহিদ।

বারো

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের দায়িত্ব নেয়ার পর দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক ধড়পাকড় চলছে। মানুষের কল্পনার বাইরের দৃশ্য দেখেছে মানুষ, পত্রিকায়, টিভিতে। বড় আমলা, ব্যবসায়ী, যাদেরকে হাজার মানুষ হুজুর-হুজুর করত,

www.MurchOna.com

তাদেরকে হাতকড়া পরিয়ে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। সাধারণ চোর-ডাকাতদের সাথে তারা কী রকম জীবনযাপন করছে, ভাবতে-ভাবতে দিশেহারা জাহিদ আরিফের সাথে বোতল নিয়ে বসে। সংসার কালো টাকা সাদা, ইনকামট্যাক্স, আয়ের সাথে... সংগতির হিসাব চাইছে।

এতে তো এক সময় এসে জাহিদেরও ধরা খাওয়ার কথা। ঢাকায় কেনা ফ্ল্যাট বাড়ি, গাড়ি, যদিও ব্যাংকে তেমন টাকা নেই, তবুও সব মিলিয়ে যা আছে, আয়ের সাথে যে ন্যূনতম মেলে না। ভেতরের চাপা টেনশনেই সে আরিফের দিকে গ্লাস এগিয়ে দেয়।

কীরে ? আজ খাচ্ছিস যে ?

নাফিসার গুষ্টি কিলাই। থে'টার দেখতে গেছে কোন নাগরের সাথে।

এইবার আরিফ সিরিয়াস, নাগরের সাথে ? তুই তা মানলি ?

আরে বাদ দে, সোকল্ড মিডলক্লাস মহিলা, গেছে বান্ধবীর সাথে আমার পারমিশন নিয়েই, আমি ভেতরে টেনশনে মরছি, কখন আমি ধরা খাই, উনি ফুর্তি নিয়ে আছেন।

এক অদ্ভুত হলুদ পীড়নে ড্রয়িংরুমটা ক্রমশ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কুয়াশা ভিজে কঠিন কাঁচা শিশু ধানচারার মতো ভেতরে-ভেতরে কাঁপতে থাকে আরিফ। ফনফনে সাপের মতো দীর্ঘ ব্যক্তিত্বময় কালো নাফিসা তার সামনে যেন বা সশব্দে দাঁড়ায়, আর তার অপরিমিত স্বভদ্র, আপনি নিজের মতো, নিজের বাড়ি মনে করে এই বাড়িতে চলুন ফিরুন, আমি আপনার কোনো সেবা করতে পারব না।

শালী, একটা বাচ্চা দিতে পারল না, ক পেগ পেটে পড়তেই জাহিদের এই চিল্লানিতে কী হয় আরিফের, সে সটান দাঁড়িয়ে ব্যাগ গোছাতে থাকে।

তোর আবার কী হলো ?

চলে যাচ্ছি।

তক্ষুনি একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধুর পা জড়িয়ে ধরে জাহিদ, তোর ভাবি সম্পর্কে খারাপ বলেছি। মাফ করে দে। এই জন্যই তো তোকে সম্মান করি। প্লিজ, তুই আমার দশা বুঝবি না ? শালার বেটা কয়, ঘুস খেয়েছি। আরে, আমি কি রুই কাতলার মতো খেয়েছি না-কি ? শুধু নাফিসার সাথে সম্পর্কে গেলে ঘামেই শরীর এত কাহিল হতো চৌদ্দ গোষ্ঠী, লটরপটর ফ্যান, আমার শরীর গরম, নাফিসার ঠান্ডা ... ।

আরিফ ফের বসে গেলাসে চুমুক দেয়। তাকায় ওপর দিকে, যেন বা দীর্ঘ-দীর্ঘ ছাদ, যেন বা অনন্ত আসমান, যেন বা অ্যালকহল নয়, পিচ্ছিল গলা সাঁতরে ভেতরে ঢুকছে বরফ। সম্মুখে ঢুলায়িত জাহিদ পা ধরার পর নিজেকে সামলে টানটান বসার চেষ্টা করছে। এসির বাতাসেও ঘাম নয়, শরীর থেকে খসে-খসে পড়তে থাকে

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

টকটকে রোদ্দুর, সে সন্তর্পণে প্রশ্ন করে, তোর বাড়তি ইনকামের জন্য ভাবিই তোকে ফোর্স করেছিল, না ?

না। এইবার নাফিসার পক্ষে চ্যাঁচায় জাহিদ। সে-তো বিয়ের পরে ওতেই সুখী ছিল। চাইতো ছোট ঘর, ছোট বর, সন্ধ্যায় ফুচকা। আমারই ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

ভাবি বাধা দেয় নি ?

আরে দেয় নি মানে ? কিন্তু এত ভালোবেসে যাকে বিয়ে করলাম, বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই এক বিছানায় কয়দিন তাকে পেয়েছি ? আমি দল বেধে মাটিতে বিছানা পেতে, ছেলে আত্মীয়দের সাথে, আর সে— বাদ দে আরিফ, আরেক পেগ দিবি ?

না।

ও.কে, জিন্দেগিতে খেতে চেয়েছি তোর কাছে ? আর জীবনেও চাইব না, বলে জাহিদ দাঁড়াতে গেলে তাকে টেনে বসায় আরিফ, সরি দোস্ত ... বলতে-বলতে সে জাহিদকে স্মল পেগ দেয়।

জাহিদ ক্রমশ আত্মনিমগ্ন। আজ কোন অজান্তে যে তার মধ্যে সন্তানহীনতার হাহাকার ওঠে, সে নিজেও জানে না। তার বুকে নাফিসার ক্রন্দন, বাচ্চা চাই ... দীর্ঘ অন্ধকার পথের পরত ধরে-ধরে এগিয়ে আসে সেই সময়, নাফিসার অবুঝ জেদ, চলো ডাক্তার দেখাই। জাহিদের প্রাণে-প্রাণে ভয়ের তাণ্ডব, যদি ধরা পড়ে সমস্যা জাহিদের ? দু'দিন পর লাথি দিয়ে নাফিসা চলে যাবে না ? কিন্তু একসময় নাফিসার প্রখর জেদের কাছে হার মেনে টেস্ট করায়।

কীরে খাচ্ছিস না যে ?

না-রে বেশি খেলে আবার যদি নাফিসার সাথে খারাপ ব্যবহার করি ? আই ল্যাভ হার, দোস্ত।

চিল্লিয়ে হাসে আরিফ, এইবার তোকে লার্জ পেগ দেয়া যায়।

মানসিকভাবে তখন জাহিদের ঝরো-ঝরো অবস্থা। ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে ভেতর সত্তা, নাফিসা সত্যিই এখন কোথায় ? যেন বা বইতে থাকে চোয়ানো রক্তের নহর, সে মোবাইল টিপতে থাকে।

আরে ? আরিফ থামানোর চেষ্টা করে, নাটকে থাকলে সে ফোন ধরবে কী করে ?

হেঃ হেঃ, সেইটাই তো চেক করছি।

তেরো

সি.এ.টি'র 'ভেলুয়া সুন্দরী' দেখতে গিয়েছিল নাফিসা শৈশবের বন্ধু রেবেকার সাথে। ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, রেবেকারও যে একই সাথে দম বন্ধ অবস্থা ছিল কে জানত ? এনজিওতে কাজ করা এই মেয়ের যেখানে দম নেয়ার সুযোগ নেই, সে-ই টান দেয়, যাবি ? শুনেছি, মারাত্মক।

বেরিয়ে পড়ে।

www.MurchOna.com

গাড়িতে বসে সে-কী দু'জনের বকবকানি, তোর আম্মার রান্না যে মজার ছিল !

তোর আম্মার কম ?

জীবনে স্বামী-সন্তানসহ রেবেকা সফল, তারপরও সেই শৈশবের এক ধ্বনি, ধুর কিছুই ভালো লাগে না, বলে দুজনই হাসে, এই জীবনে কবে কী হলে যে আমাদের ভালো লাগবে তারপর সেইসব দিনের দারিদ্র্যের গল্পে এত অপূর্বে মেতে ওঠে নাফিসা, ভুলে যায় কয়েক মুহূর্তের আগের জীবন পর্যন্ত।

তোর মনে আছে, তুই আমি খালি পায়ে শহীদ মিনারে প্রতি একুশে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দিতে যেতাম ?

তোর মনে আছে, রুটি গিলতে পারতাম না বলে এক একুশে ফেব্রুয়ারির সারারাত জেগে পরদিন ভোরে তোর সাথে হাঁটতে-হাঁটতে যখন ... আমাকে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো টানছে, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম ?

তুই থামবি ?

নারে। মনে পড়লে বড় ভালো লাগে।

না, তোকে কোনোদিন ক্ষমা করব না, সেদিন কেন বলিস নি, তুই না খেয়ে ছিলি ? আমার কাছে তো এক টাকা ছিল।

আরে, সেই টাকায় কিছু না জেনেই শেষে আমাকে নাস্তা খাওয়ালি না ?

আহারে কী মধুর ছিল, সেই দিন, আহা ! আবার যদি সেই দিন ফিরে পেতাম ?

পাগল ! সেই দিন ফেরত পেতে গিয়ে আবারও সেই জীবনের কষ্টের জীবনে পড়া ? হাসতে থাকে নাফিসার বন্ধু, কষ্টের স্মৃতি রোমন্থনে বড় মজা, অতীতে যত কষ্ট, জীবনে সফলতা এলেই তা এই জীবনের চেয়ে অনেক সুন্দর হয়ে ওঠে। বাদ দে, এত ভালো ছবি আঁকতি, গানের গলাও ভালো ছিল, দাপটে মঞ্চনাটক— আবৃত্তি করতি। কেন আর করলি না ?

আর তুই ? তোরও তো কবিতা, দুটোই ভালো ছিল, কেন করলি না ?

তক্ষুনি 'ভেলুয়া সুন্দরী'র এক পুরুষ একক অভিনয়ে এমন অপূর্ব ভঙ্গিমায় সমস্ত চরিত্রকে ধারণ করে সমস্ত মঞ্চ জুড়ে বিচ্ছুরিত হতে থাকে, নাফিসা মোবাইল বন্ধ করতে ভুলে যায়।

বেজে উঠতেই বাকি দর্শক বিরক্ত। মা'র ফোন ... ছুটে বেরিয়ে রাস্তায় যায় নাফিসা। রেবেকা হতচকিত। বাইরে আলোকবাতির কারসাজি। হাজার মানুষের হাসি-কান্নার হুজ্জোত।

মা কাঁদছেন, তোর বড় চাচা আর চাচিকে যৌথবাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। তিনটা বাচ্চা অসহায় অবস্থায় আমার কাছে। তুই তো জানিসই আমি এখানে কী অবস্থায় আছি ?

নাফিসা কাঁদবে কি হাসবে বুঝে পায় না। ওদের অনন্ত দারিদ্র্যে যে চাচা লাখ

www.MurchOna.com

টাকার গাড়ি নিয়ে বেড়াত, তার জন্য মা কাঁদছে ? সারাজীবন বাঁচার জন্য লড়াই করতে-করতে অত জেদি মা কি বয়স আর বিপন্নতার ভারে দুর্বল, ভেঙে পড়ছেন ?

আম্মা, শান্ত হন।

এরপর মা'র সাথে দীর্ঘ কথোপকথনে মাটিতে বসে পড়ে নাফিসা। চারপাশের ধাঁধালো আলো হুজ্জোতে আকাশের চাঁদ এসে কঠিন মাটিতে পড়ে খানখান হয়ে যায়।

রেবেকা হাত রাখে পিঠে, ওর ধাতে নেই ধীরে-সুস্থে বানিয়ে নিজেকে বিন্যস্ত করে অন্তত নাফিসার সাথে কথা বলা।

সে হাত রাখে না নাফিসার পিঠে, বরং ধাক্কায়, এই কী হয়েছে কী ?

নাফিসা নিশ্চুপ।

আরে ? কী ?

তক্ষুনি আদিত্যর ফোন, শোনো, আমার কবিতা —

'শুনতে পাচ্ছো মহুয়ার ডাক ?
সাদা শাড়িতে সবুজের শাড়ির গোপন ?
ত্রস্ত হাতে খুলে নিচ্ছে অভাবের হাওয়া
ঘন বনে মুক্ত হবে ? এস —'

নাফিসা ফোন বন্ধ করে দেয়।

রেবেকা টান দেয়, চল, আমার বাড়িতে যাই। এরপর নাফিসা আর নিজের মধ্যে থাকে না। গাড়ি চলতে থাকে। আর রেবেকার অধৈর্য ধাক্কা, কী হয়েছে ?

ধীরে-ধীরে নাফিসা রেবেকার বুকে যখন ক্রন্দনরত, তখন,

চৌদ্দ

জাহিদ অবিন্যস্ত অবস্থায় হা-হা হাসে, আরে, ঠিকই বলেছ, দোস্ত, নাটক দেখতে থাকলে ফোন তো বন্ধ থাকারই কথা। কিন্তু যদি প্রেমিকের বুকে শুয়ে থাকে ? তখন কি সে ফোন ওপেন রাখবে ? কী জানি সন্দেহ হয়, দোস্ত, কার সাথে যেন কথা বলে নাফিসা। আমাকে দেখলেই কাটিয়ে যায়। টিএনটি ফোনেও ... অনেকবার হয়েছে। আমি ধরলে কেটে দেয়। বলতে-বলতে দৃঢ় হয়ে ওঠে জাহিদের চোয়াল।

যেন বা চতুর্দিক ফাঁকা, এই অনুভব হয় আরিফের। জাহিদকে স্বস্তি দিয়ে সে এলোমেলো কণ্ঠ বলে, তোর ... ভাবিকে অকারণে সন্দেহ করা। বেচারি সারাদিন বাড়িতে বোরিং জীবনযাপন করে, তেমন হলে আমি, এ্যাদ্দিন আছি, টের পেতাম না ? পরক্ষণেই মনে মনে ভাবে।

রাত পার হতে কত দেরি পাঞ্জেরী ? আসলেই কি আজ নাফিসা আদিত্যর সাথে নাটকে গেছে ? আরে, ওর যা ব্যক্তিত্ব, নিজের এত সুন্দর কবিতা নিয়ে অক্ষমতার

www.MurchOna.com

সীমা-পরিসীমা নেই, তাকে তো রীতিমতো ঈর্ষা করে আরিফ। একদিন, জাহিদ চাকরির কাজে ক্লায়েন্টদের সাথে ডিনারে, নিজের জীবনের অনেক গল্প করেছিল নাফিসা। এর মধ্যে আদিত্যের ফোন, খুব মুডে ছিল নাফিসা, অল্প কথাতেই আরিফকে ফোন ধরিয়ে দিল। আর আরিফও সেই চান্স ছাড়ে নি, নাছোড়বান্দার মতো বলতে থাকলো, আপনার কবিতা শোনান।

আদিত্যর উত্তর বুক কেঁপে দিয়েছিল আরিফের। আরে, কবিরা নিজের কবিতা শোনানোর জন্য মুখিয়ে থাকে, কত মানুষ যে বাধ্য হয়ে শোনে। আর আপনি ? আমি কবি সেটা কে বলেছে ? নাফিসাকে খুশি করার জন্য শুনতে চাইছেন তো ?

এই অপ্রিয় সত্যে আরিফ কাঁপলেও ওর কথায় তার নতুন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, ও.কে. আপনার ইচ্ছা হলে না শোনাতে পারেন, বাট, আমি নাফিসার কাছে আপনার অনেক কথা শুনে কবিতা শুনতে চেয়েছিলাম।

তক্ষুনি কবিতা আদিত্যর—

'মদের গেলাসে ঢেলে হতাশ কুয়াশাগুচ্ছ
পান করে চুর হব নাকি ?
না-কি এক লক্ষ ঝিঁঝি পোকা
ছেড়ে দেব কাচের বৈয়মে ?
আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শুধু
খুঁজব নিজের মুখ সারাবেলা ?
ভালো যে লাগে না কিছু ...।'

এই, তুই কোথায় হারালি ? এইবার যেন বা জাহিদ টেনে তুলতে চায় আরিফকে, কিন্তু আরিফ আত্মবুঁদ, সেই পরিচয়ের পর একদিন বই নিয়ে এসেছিল আদিত্য, তখনি আরিফ হতবাক হয়ে আবিষ্কার করল, নিজের অজান্তেই ক্রমে-ক্রমে সে নাফিসার প্রতি গভীর প্রেমে তলাচ্ছে আর প্রেমিক ঈর্ষায় পুড়তে-পুড়তে কতরাত যে আদিত্যর কবিতার বই পড়েছে, জয় করতে চেয়েছে আদিত্যর উদাসীন ব্যক্তিত্বকে, সে আরিফ ছাড়া আর কে জানে ?

আমার একটা বাচ্চা হলো না ... স্তব্ধ রাত কাঁপিয়ে রীতিমতো কাঁদতে থাকে জাহিদ।

নিজের দুমড়ানো-মোচড়ানো অবস্থাকে বিন্যস্ত করে জাহিদের হাত ধরে আরিফ। সমস্যা কী ? ডাক্তার দেখিয়েছিস ?

ডাক্তার ? যেন ভূতল ফুঁড়ে ওঠে জাহিদ। এরপরই হয়তো বা কথোপকথনে, স্মৃতিচারণে, বিপন্ন অতীতের দিকে যায় সে আর নাফিসা, দুজন গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে, ডাক্তার দুজনকেই টেস্ট করে পরে রিপোর্ট দেবেন জানিয়েছিলেন। কোনোকিছুর বিনিময়ে নাফিসাকে জীবন থেকে হারাতে চায় নি জাহিদ। সেই টেস্টের

পর তন্দ্রায়, জাগরণে সে একটাই স্বপ্ন দেখত, যদি ধরা পড়ে সমস্যা তার, তাহলে ? নিজেকে ক্রমশ নপুংশক বোধ হতে শুরু করেছিল। চোখে ভাসতে শুরু করেছিল ক্রমাগত সেই দৃশ্য— নাফিসা একটি সন্তানের জন্য অন্য কারো কাছে চলে যাচ্ছে, এইসব কথা জাহিদ লুকায় নি নাফিসাকে। 'শুধু লুকায় নি' বললে কম হবে। রিপোর্ট আসার আগ পর্যন্ত যত মিনিট যায় 'সমস্যা আমার' এই অসহায়ত্বের প্রাবল্যে রীতিমতো তছনছ করেছে সে নাফিসাকে, আমার যদি না হয় ? চলে যাবে আমাকে ছেড়ে ? যতই বাবা-বাবা স্বপ্ন থাক, আকাঙ্ক্ষা থাক, মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার কাছে তার মূল্য ... জি ... রো। তুমি মাতৃহীন সারাজীবন সেই জাহিদ মানতে পারবে ?

জাহিদকে সান্ত্বনায়, প্রেরণায় সামলাতে সামলাতে পাগল প্রায় অবস্থা হয়েছিল তার।

বারবার বুঝিয়েছিল, তুমি এইভাবে ভাবছ কেন ? সমস্যা যদি আমার হয় ? পৃথিবী অনেকদূর এগিয়ে গেছে, আমরা অন্তত অন্ধের মতো বসে না থেকে কী করা যায়, সেই চেষ্টাই করব।

রিপোর্ট যেদিন আনতে যায় নাফিসা, প্রায় জরাগ্রস্ত অবস্থায় বসেছিল জাহিদ। প্রমিজ করিয়েছিল, সে রিপোর্ট দেখবে না, নাফিসাও যাতে না দেখায়।

বারবার চেষ্টা করেছে জাহিদ, হাততালি দিয়ে উড়িয়ে দেয়া চড়ুইদের মতো নিজেকে হালকা করতে ... কিন্তু তার ওই চরম বিধ্বস্ত অবস্থার পথ ধরে, আহত, ক্লান্ত, বিপন্ন নাফিসা এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে জাহিদের পায়ের কাছে, না, কোনোদিন আমাদের সন্তান হবে না।

ওর কান্না জলে মুখ ঢুকিয়ে জাহিদ যখন আর সত্য শুনতে চায় নি, নাফিসা বিকারগ্রস্তের মতো বলে গেছে, সমস্যা আমার। আর রোগটা এতই জটিল, পৃথিবীতে এর চিকিৎসা এখনো বেরোয় নি।

মদ আক্রান্ত জাহিদ লাফায়, বুঝলি আরিফ, সেইদিন কী যে ফুর্তি হয়েছিল আমার। হা! আমার সমস্যা নেই ... কিন্তু নাফিসার কান্নার সামনে সেই ফুর্তি, দে— না, আরেগ পেগ, বুঝলি, প্রকাশ করতে পারি নি। বলে যখন গ্লাস হাতে হা-হা হাসছে জাহিদ, অবাক বিস্ময়ে রীতিমতো হতবাক আরিফ ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

জাহিদ, রিলাক্স! একটু পর নাফিসা আসবে, তুই একটু থামবি ?

আরে, ও প্রেমিকের সাথে থেটারে গেছে। দেখ না ও এলে আমি কী করি ?

আরিফ কিছু বলতে যেতেই জাহিদের মোবাইলে ফোন। আরিফ আশ্চর্য হয়ে দেখে, এতক্ষণ আলুথালু থাকা জাহিদ একেবারে ভদ্র ছেলের মতো টানটান, আফরিন ? আই কান্ট বিলিইভ ! আরে ? তুমি কাঁদছ কেন ?

www.MurchOna.com

পনেরো

এদিকে রেবেকার বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে নাফিসা। যেহেতু আসার পথেই তার বাড়ি, রেবেকা-ই নামিয়েছিল, একটু আমার বাসায় নেমে যা। প্রহর গড়ায়, রেবেকা ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসে, যে বড় চাচা তোদের কোনো দায়িত্ব নেয় নি, দুই নম্বরি ব্যবসায় তারা ধরা খেলে তোর এত কষ্টের কী ? নাফিসার চামড়া ছিঁড়েখুঁড়ে এর মধ্যেও ঢুকতে থাকে বিষাক্ত শীত। রেবেকার হাজব্যান্ড বিজনেসের কাজে তখনো বাইরে ব্যস্ত। ওর ঘরের ঝাঁঝালো আলো নাফিসার চোখে অন্ধকার নিয়ে আসে। এত ব্যক্তিত্ববান মা, নিজেই ছেলের বাড়িতে নাতি-নাতনি নিয়ে আছে। এর ওপর ওই তিনজন সন্তান, যারা এতদিন ইংলিশ মিডিয়ামে ডাঁট মেরে পড়েছে, পাজেরো হাকিয়েছে, ওদেরকে সমস্ত জগৎ 'চোরের বাচ্চা' বলায় ওরা সব ছেড়ে যে চাচির কাছে আশ্রয় নিয়েছে, তার নিজের অস্তিত্বেরই তো কোনো অবস্থা নেই। মা'র এই ভাঙন কান্না এই জীবনে শোনে নি নাফিসা। মা চাইছে তার কাছে আশ্রয় ?

কী করবে নাফিসা ?

চল্, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। জাহিদ ভাইয়ের সাথে কথা বলে এর একটা কী ব্যবস্থা করা যায়, সেটা নিয়ে আলোচনা করি ? রেবেকা টেনে তোলে নাফিসাকে, বহুত হয়েছে, চল।

গাড়িতে বসে নিষ্ক্রিয় নাফিসা চারপাশের উল্লসিত বাতিগুলো দেখে।

ট্রাফিক সিগনালে একেবারে মাত্র পয়দা হওয়া আধ ঘুমন্ত শিশু। কোলে নিয়ে বেলী ফুলের মালা কিনতে আকুতি-মিনতি করে কোনো কিশোরী।

ধমকে ওঠে রেবেকা, এই বাচ্চাটাকে তোর কী দরকার ছিল এত কষ্টে ফেলার ? ফুল বিক্রি করছিস, তুই একজন বিজনেসম্যান, ভিখিরির মতো ঘ্যানঘ্যান করছিস কেন ?

তক্ষুনি গাড়ি ছেড়ে দেয়।

জীবন পুড়িত নাফিসা ধীরে-ধীরে আবার নিজেকে বিন্যস্ত করে। এই হতদরিদ্র দেশে, যেখানে বন্যার তাণ্ডবে মানুষ ছাড়খার, সেখানে এত বড়-বড় বিল্ডিং, শপিং মল, মানুষের কেনাকাটার ভিড়ে রাস্তায় ঘন্টা-ঘন্টা যানজট কী করে হয় ? এর মধ্যে নাফিসাকে অন্য ভাবনায় ঘোরাতেই যেন কী বলছে রেবেকা ? তোর মনে পড়ে পহেলা বৈশাখে আমরা কষ্টে-কষ্টে ভোরে উঠেও ভিড়ে ধাঁতাধাঁতি করে মঞ্চের 'এস হে বৈশাখ' শুনেছি ? এখনও বোমাবাজির ভয় উপেক্ষা করেও বাচ্চা কাঁধে নিয়ে মানুষ ওই ভিড়ে দাঁড়ায়, এরপরও ? কেন বলা হয় এটা মৌলবাদের দেশ ?

নাফিসা শোনে শিশুর কান্না। নাফিসা মাথা ফুঁড়ে চারপাশে তাকাতেই থেমে যায়। সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজতেই আবার কান্না। গ্রামে অনেক সময় বেড়াল, অনেক সময় কুকুর রাত্রির বাদুরের মতো হাসে, কাঁদে। কিন্তু এই আধুনিক শহরে ওরা কীভাবে আসে ?

www.MurchOna.com

নাফিসা কান পাতে। তলপেটে হাত রাখে। নাহ্ এক শিশুর কান্নাই, যে নাফিসার গর্ভে আসতে চায়। তখনই যেন নাফিসার অনন্ত সত্তা হঠাৎ রুখে দাঁড়ায়, পৃথিবীতে কার সন্তানের কী হলো ? আমার মা কেন ভেঙে পড়ল, তাতে আমার কী ? যখন নাফিসা এই রকম টানটান, রেবেকার ফোন বাজে।

আদিত্য বলে, কী হয়েছে নাফিসার ? ওর ফোন বন্ধ ? রেবেকা স্মার্ট কণ্ঠে বলে, আসলে নানা কারণে আজ সে অস্থির আছে। আমি জানি না, বলা ঠিক হচ্ছে কি-না, ব্যাপারগুলো আপনি তো জানেনই, আপনার সাথে ফোন-এর পরও মন খারাপ করে নাটক দেখেছে। এর মধ্যে আমার বাসায় কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিলাম। ও দেরিতে ফিরছে বলে হয়তো জাহিদ ভাইকে ভয় পাচ্ছে।

এ্যাই গাড়ি, বাঁয়ে ...

রেবেকাকে এই কথার আগের কথা নাফিসার বরফ শরীরকে খুলে দিতে থাকে। আজ রেবেকা তার পাশে। এই জন্য নির্ভয়ে ঘরে ফিরছিল সে। কিন্তু তার আগে, একটা অবচেতন ভয় তাকে ঠিরঠির করে কাঁপাচ্ছিলই তো ? সে জানে মোবাইলে লম্বা কথা বলার সামর্থ্য আদিত্যর নেই। কিন্তু তার আচমকা-আচমকা আনুভূতিক কেয়ারিংটা এমনভাবে তাকে টানে, সহসা নিজেকে ঘুরিয়ে নাফিসা এই স্বামীকে ভয় সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে বের করানোর জন্যই যেন কী অবচেতন ক্রোধে ফোন করে আদিত্যকে, কবিতা শোনাও আদিত্য।

নাফিসা কেমন আছ ? কী হয়েছে ?

কবিতা শোনাও।

নাফিসা, শোনো, আদিত্য বলল, তুমি অস্থির আছ, শোনো।

বললাম না, কবিতা শোনাও ?

রেবেকা হাত চেপে ধরে নাফিসার, আদিত্যর কণ্ঠ কাঁপতে থাকে ...

'দুই কাঁধে দুইজন স্টেনো,
একজন পুণ্য লেখে অন্যজন পাপ
ড্রাগন পৃথিবী আর কুয়োর ব্যাঙাচি লিখে
স্নায়ুতে ধরেছে টান
যুদ্ধবাজ ঈগল কলম থেকে
ফোঁটা-ফোঁটা শান্তি ঝরে
শান্তিকামী বোবা ঠোঁটে,
গোপনে কম্পোজ হয় ...'

নাফিসা, আমি আর পড়তে পারছি না, তুমি অত স্তব্ধ কেন ?

নাফিসা ঠান্ডা উত্তর দেয়, পরে বলব, আজ রাখি ?

www.MurchOna.com

নাফিসা লাইন কেটে দেয়। এরপর সত্যি-সত্যিই মনের মধ্যে ভয়ার্ত ভয় ঢুকতে থাকে। যে মানুষ নাফিসা বাইরে গেলে দফায়-দফায় ফোন করে, সে আজ ফোন করছে না ? এর উত্তর রেবেকাই দেয়, তোর ফোন তো বন্ধ ছিল। এছাড়া আমি আছি না ? কিছু মনে করিস না, তুই ওকে এত ভয় পাস কেন ?

বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামলে নাফিসা প্রিয় বান্ধবীকে বলে, যুদ্ধ করতে ভয় লাগে, তা-ই।

কলিং বেল টেপার আগে রেবেকাকে সে অনুরোধ করে, তুই চলে যা।

প্রশ্নই ওঠে না।

দরজা খুলে যায়। সামনে দাঁড়ান ফুটফুটে বিষণ্ণ হীরণ। ততক্ষণে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ছিটেফোঁটা ভিজেও নাফিসা ফিসফিস করে, কীরে ? খালুর মেজাজ ঠিক আছে তো ? হীরণের হ্যাঁ-সূচক উত্তরের মধ্যে বিমর্ষতা দেখে রেবেকাকে আশ্রয় করে ঘরে ঢুকে নাফিসা হতবাক। আরিফ সোফায় হেলান দিয়ে আধ ঘুমন্ত, সামনে মদের পার্টি আর খুব রোমান্টিক মুডে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে জাহিদ ফোনে কার সাথে রক্তাভ মুখে উত্তেজিত, শোনো, শোনো, প্লিজ রিলাক্স ! ও.কে ... ও.কে আমি তো আছিই, লাভ য়্যু টু ... সহসা দুজনকে দেখে মদারু জাহিদ ঘাবড়ে গিয়ে টানটান, শোন, দোস্ত, পরে কথা বলি ? আমার দুজন গেস্ট এসেছে।

ষোলো

রাত্রির বিছানায় আজ সম্পূর্ণ অন্য ঘটনা। যখন একদিকে মদ খেয়ে কী হিংস্র আচরণ করে সেই ভয়, অন্যদিকে রেবেকা আর নাফিসাকে দেখে কারো সাথে রোমান্টিক মুডে চমকে উঠা জাহিদের সম্পূর্ণ অন্য এক রূপ। রেবেকা এই অবস্থায় পড়ে এতই বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তখন নিজের প্রবণতার বাইরে জাহিদ হাত টানাটানি করে, আরে তুমিই তার বেস্ট ফ্রেন্ড, নাফিসা, এতক্ষণ তোমার সাথে ছিল ? আমাকে জানাবে না ? যা হোক, তুমি আমাদের সাথে ভাত না খেয়ে যাবে না ... এইসব করে-করে পরিস্থিতি এমনই বিব্রতকর করে তুলেছিল, রেবেকার মহা বিব্রত মুখ দেখে এগিয়ে গিয়েছিল নাফিসা, প্লিজ জাহিদ। ওর বাচ্চারা বাড়িতে একা, ওর হাজব্যান্ড বাইরে, ওকে যেতে দাও। আমরা বাইরে খেয়েছি।

এরপরও যখন জাহিদ নাছোড়বান্দা, ঘুম ভেঙে যায় আরিফের। পুরো পরিস্থিতি দেখে সহসা নাফিসার দিকে তাকিয়ে প্রথমত লজ্জায় কাচুমাচু হলেও জাহিদকে এক পর্যায়ে সামলায়।

কিন্তু শৈশবের বন্ধুর কাছে এই প্রথম এত খারাপ আর অসহায় বোধ করে নাফিসা, রেবেকাকে বিদায় দিয়ে এক ছুটে ঘরে এসে বিছানা আঁকড়ে ধরে।

www.MurchOna.com

আজও কী নেশার চুরে, না যেমন ফোন বিষয়ক ব্যাপারে নার্ভাস দেখাচ্ছিল তাকে, যুদ্ধে যাবে না, কিন্তু তখনকার মতো যদি করে, যখন ড্রিংক করতে শুরু করল ... ও গড ! ভাবতেই নাফিসার সমস্ত অস্তিত্বে যেন অন্ধকার যুগ নেমে আসে। শিশু কন্যাকে জবাই করে মাটি চাপা দেয়া হচ্ছে, কারবালার ময়দানে হাহাকার করছে পানি খেতে চাওয়া পিপাসার্তরা। ভীষণ অন্ধকার, ভয়ঙ্কর জঙ্গলে কোনো কিশোরীকে উদোম করে তার রক্তাক্ত শরীর খুবলে খাচ্ছে একের পর এক নেকড়ে পুরুষ।

বাড়িতে আত্মীয় থাকলেও রেহাই নেই। দেরিতে ফিরত ঘরে। সবাই ঘুমিয়ে গেলে অচেনা জাহিদ হিড়হিড় করে তাকে বাথরুমে টেনে নিয়ে গিয়ে ওর শরীর বুক খামচে-কামড়ে নিঃশব্দ কুৎসিত মজায় লিপ্ত হতো।

নাফিসাকে ভেজাতে সাবান থেকে শুরু করে যা-যা ব্যবহার করার ...।

এখনও রাত-রাত জাগরিত নাফিসা যখন দেখে বুকের ব্যথায় সে মরে যাচ্ছে, তখন ভরঘুমন্ত জাহিদের গায়ে হাত দিতেই মহাবিরক্ত হাতে সরিয়ে ফের নাক ডাকছে, তখন কষ্টে বুক ফেটে যায়। সেই জাহিদই তো দিনে কতবার ফোন দেয়, নাফিসা চাকরি ছাড়লে মুহূর্তে দাঁড়ায় তার পাশে। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার জন্য তাড়াহুড়া করে। নাফিসার পাশে বসে খেলা থাকলে অন্যকথা, নাফিসা সারাবাড়ি ওড়ে, আর নিশ্বাস আটকে, অথবা লাফ দিয়ে জাহিদ একাকী, অন্যসময় একঘেয়ে টিভি চ্যানেল দেখতে-দেখতে অফিসের সব ভালো, বিপন্নতা শেয়ার না করে রাতে ভাত খেতে পারে না।

তখন নাফিসার সেই কষ্ট ফুঁড়ে এই অনুভব জাগরিত হয়, দিনের এত আপন মানুষগুলো কী করে রাতে অচেনা হয়ে যায় ? প্রতিটি ঘুম মানুষকে বিচ্ছিন্ন রূঢ় স্বার্থপর করে তোলে। যন্ত্রণায় প্রাণে রক্ত উঠে গেলেও পাশে ঘুমিয়ে থাকা মানুষটিকে জাগাতে কী ভয়!

কিন্তু এই ব্যাপারে রেবেকার প্রতিবাদ আছে, সে বলে, রাতের ঘুমে সে যদি একবিন্দু কষ্ট পেয়ে ডাকে, তার হাজব্যান্ড এত বেশি ব্যাকুল হয় রেবেকার সুস্থতা, অসুস্থতা অগ্রাহ্য করে তড়াক ঘুম থেকে উঠে মাঝরাতেও ডাক্তার-হাসপাতাল এক করে ফেলে।

নাফিসা কি ঈর্ষা করছে রেবেকার জীবনকে ? নাফিসার না ... না, শারীরিক অসুস্থতায় বেঘোর ঘুমের সময় ছাড়া জাহিদও কি কম ডাক্তার-ক্লিনিক করে ?

আরিফের সাথে কথা হচ্ছে জাহিদের।

কিন্তু এখনো জাহিদ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন ?

সারাদিনের মানসিক, শারীরিক অবস্থায় ক্লান্ত নাফিসার মাথা ফাঁক হতে থাকলে তন্দ্রা আসতে থাকে। মধ্যরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠার পর যদি দেখা যায়, বাইরে তুমুল বৃষ্টি, তাহলে যা হয়, পুরো জীবিত পরিবেশ বেষ্টন করে ফেলে স্বপ্নের জগৎ।

www.MurchOna.com

নাফিসারও হয় সেই দশা, নিজেকে চিমটি দিতে ভুলে যায়, মনে হয় খিকখিক শব্দে খুলে গেল জানালার পাল্লা, বৃষ্টির পাল্লা নয়, এ সহস্র গোখরোর হিসহিস।

আর নাফিসা ?

যেন গোরস্তান থেকে মাথা তুলে প্রেত শব। এইভাবে ভয়ে অস্থিরতায় শরীরের ধুলো ঝাড়তে থাকে। কিন্তু খানিক পরে চেতন ফিরতেই ভাবনা, জাহিদ কার সাথে এত প্রেমজ কণ্ঠে কথা বলতে গিয়ে নাফিসার সামনে ভূত-ভয় পেল ?

এইরকম যখন অবস্থা, জাহিদ বেডরুমে এসে বাতি জ্বালাতেই নাফিসা বলা যায় মৃত্যু ভয়ে চমকে ওঠে। সে নিশ্বাস বন্ধ করে মৃতের মতো পড়ে থাকার ভান করে।

কিন্তু তাকে যা হতবাক করে, তা জাহিদের আচরণ। যদিও ওর মদের গন্ধে দম বেরিয়ে আসে নাফিসার, জাহিদ তা জানে, সে এই জীবনের প্রথম নিজের সমস্ত প্রকৃতি বদলে, নিজের মুখের গন্ধ যথাসম্ভব সন্তর্পণে চেপে নাফিসাকে আদরে স্পর্শ করে, আই অ্যাম সরি। আসলে তোমাকে ফোনে পাচ্ছিলাম না। খুব টেনশন হচ্ছিল।

সরি বলছ কেন ? তুমি তো খারাপ ব্যবহার করো নি ?

... না, মদ খেয়েছি ... আসলে ঠিক তোমাকে নিয়ে না, টেনশন হচ্ছিল অফিস নিয়ে ... না ... মানে দেশের যা ... অবস্থা ... খুব ভালো ছিল নাটক ... মিস, করেছি, না ? ... এই আজকের পর আর খাবো না ... কসম ... ।

এরপর নাফিসার সারা তরঙ্গে আবারও ভয়ানক ভয়, জাহিদ কি তাকে টেনে নিয়ে যাবে নেকড়েদের জঙ্গলে ? দম বন্ধ অবস্থায় একটা সীমান্তেই গিয়ে সে পৌঁছায়, তার সারা দেহের সারা মনের স্রোত, নানা রঙ গিলে মিলিত হয় এক বিন্দুতে, নাহ, নাহ। এরপর আর বাঁচা যায় না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সহজতম শান্তি মৃত্যু।

কিন্তু জাহিদ ? এ-কী করছে ? ওকে স্পর্শ করে সেক্সে যাচ্ছে না। মদ খেয়ে যা ব্যবহার করতো, তা-ও না, নাফিসাকে বুকের মধ্যে টানতে-টানতে প্রায় ক্লান্ত অবস্থায় বলছে, তোমাকে ছাড়া বাঁচব না। অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে। বাচ্চা হবে না বলে একদম ডিপ্রেস হবে না। আমি আছি না ?

গুমরাতে-গুমরাতে জাহিদ, ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বলে, আই লাভ য়্যু।

সতেরো

আই লাভ য়্যু ? এইবার নাফিসার জাগরণের পালা। রেবেকাকে ঘরে নিয়ে এই কণ্ঠই শুনেছিল ফোনে, জাহিদের কণ্ঠে। এরপর মদ খাওয়া জাহিদের এই আহ্লাদ, কীভাবে ? কেন ?

তক্ষুনি নিজের সামনে দাঁড়ায় সে, তুমিও তো জাহিদকে না জানিয়ে দিব্যি প্রেম করছ আদিত্যের সাথে, জাহিদের এইটুকু অবস্থায় তোমার এত গা জ্বলছে কেন ?

www.MurchOna.com

পথ হারানো পথিকের মতো এই প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে যেন বা অন্ধ নাফিসা অনন্তর পথ ধরে হিসাবহীনতায় কত যে হাঁটে, কত ধাক্কা খায় বৃক্ষের সাথে, কত যে ঠোক্কর খায়, এক অদ্ভুত কুম্ভীপাকে নাফিসা তড়পায়, জাহিদের জীবনেও এসেছে কেউ ?

আরে আসুক-আসুক ... নাফিসার অন্য সত্তা অপার অনন্ত জীবন থেকে যেন বা নাইটিঙ্গেল, অথবা রাজপাখির মতো বলে, ওর জীবনে কেউ এলে, তোমাকে সে তোয়াজ করবে, তুমি মুক্ত।

নাহ। যদি উল্টো হয় ? প্রেমে জাহিদ যদি আমার প্রতি তিক্তবোধ করে ?

হিজিবিজি লেগে যায় নাফিসার মজ্জায়। এ্যাদ্দিন এরকম চেনা মানুষের সাথে যুদ্ধে, রক্তাক্ত ভালোবাসায়, মিথ্যায় অভ্যস্ত হওয়া মানুষের সাথে জীবনের এই পর্যায়ে এসে আবার শুরু করতে হবে আরেক জীবন ? এরপর থেকেই যুদ্ধে লড়ে বাঁচোয়া নাফিসাকে কেন যে মৃত্যু টানতে থাকে নিজেই জানে না, ধীরে-ধীরে নিজের চেতন অবচেতনে যখন টের পায় নাফিসা নিজেই নিজের হত্যাকারী তখন জীবন তার কাছে হয়ে ওঠে পরম প্রত্যাশিত। ক্রমান্বয়ে জীবন এবং মৃত্যুর যুদ্ধটা তার কাছে এমনই মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, নাফিসা নিজের কাছ থেকে পালানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে, ফের দাঁড়াতেই খপ করে কে যেন তার হাত ধরে, চেতনালোকে ফেরার পর সম্মুখে জাহিদ। মদ খেয়ে হিংস্র অন্য এক জীবে পরিণত হওয়া জাহিদ আজ কী ব্যবহার করবে তার সাথে ?

এইসব ভেবে যখন ভেতরে নাফিসার থরকাঁপুনি শুরু হয়েছে, নাফিসাকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়ে ওর গালে নরম হাত বোলায় জাহিদ, এবং অদ্ভুত স্বীকারোক্তি দিতে থাকে, সত্যিই আমার বন্ধুর ফোন ছিল। বেচারা খুব বিপদে পড়েছে, না-না এটা তোমাকে সেক্সের জন্য আদর না ... জাহিদের গন্ধে যখন নাক কুঁচকে উঠছে নাফিসার আর ওর 'চোর-চোর' অপরাধ-বোধের কোমলতা দেখে ফের অপার অবাক, জড়িয়ে-জড়িয়ে বলেই যায় জাহিদ, না চুমু খাব না। এই যে দূরে বসলাম, উঠতে গিয়ে পড়তে-পড়তে বিছানায় হাত রেখে ভারসাম্য ঠিক রেখে একটু দূরে গিয়ে বসে। শালা আরিফ, এমন জোর করল। ওর প্রেমিকা আজ ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে কি-না, ভীষণ মন খারাপ। আর ওই যে ফোন, দরজায় দাঁড়িয়ে তুমি শুনেছ সব কথা ?

নাফিসা বাকরুদ্ধ। কেবল অস্ফুটে বলে, না।

ও.কে. শুনলেই কী ... বন্ধু বিপদে পড়েছে ... বিছানা হাতড়ে-হাতড়ে বালিশ নাগালে পেতেই শুয়ে পড়ে জাহিদ।

কিছুক্ষণ কবর স্তব্ধতার পর নিশ্চুপ বসে থাকা নাফিসা জাহিদের নাক ডাকার শব্দে নড়ে ওঠে।

www.MurchOna.com

দরজা বন্ধ করার আগে সে দেখে, ড্রয়িংরুমের সোফায় বসে হতচকিত আরিফ ওর দিকে বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে আছে।

মুহূর্তে নিজেকে সামলে এইবার আরিফকে অবাক করে দিয়ে মৃদু হেসে নাফিসা বলে, 'শুভরাত'।

উত্তরে আরিফও যত দ্রুত সম্ভব নিজেকে সামলে হাসতে চায়। দরজা বন্ধ করে ঘুমন্ত জাহিদকে ঠেলে বিন্যস্ত করে শুইয়ে নিজে আধশোয়া হয়।

যে জাহিদ আজ ওদের সামনে কাউকে প্রগাঢ় প্রেমের কণ্ঠে কথা বলতে-বলতে থেমে পড়ল, যে এখানে এসে, 'আমি কলা খাই নি' সুলভ নাফিসার কোনো প্রশ্ন ছাড়াই কোনো এক বন্ধুকে নিয়ে আমতা-আমতা করছিল, যে এত অদক্ষ যে কোনো একটা সম্পর্ক গোপন করার ব্যাপারে, সে এ্যাদ্দিন কার সাথে নাফিসাকে একেবারে টের না পেতে দিয়ে একটি সম্পর্ক চালিয়ে গেছে ? কী জানি হয়তো সম্পর্ক ছিল, নাফিসাকে না জানিয়ে সে সম্পর্ক নির্লিপ্ততার মধ্য দিয়েই টিকিয়ে রেখেছিল, আজ বহুদিন পর পেটে ক'পেগ পড়ায় নিজের স্বকীয়তা হারিয়ে— 'ধরা খাওয়ার' ভয় কতটা তীব্র হলে, আগে যে জাহিদ মদ খেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে রীতিমতো জন্তু হয়ে যেত, সে স্রেফ শুধু তার গাল স্পর্শ করে নিজেকে খামোখাই বলা যায় নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য মরিয়া হতে-হতে ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল ?

কিন্তু একজন পুরুষ বাইরে একটি সম্পর্ক রাখবে, তারপরও অফিস থেকে রীতিমতো টাইমলি ঘরে ফিরবে সে। মোবাইলে ফোন এলে কারো সামনে থেকে সরে যাবে না, টিএনটিতে মিস কল আসবে না, এইসব কী করে হয় ?

কেন ? তুমিও তো নাফিসা রীতিমতো আবেগ-কম্পনে আদিত্যর সাথে কথা বলতে-বলতে, কলিংবেল আসতেই দিব্যি ফোন কেটে জাহিদের টাই খুলে দিতে-দিতে তার জীবনের একমাত্র নারী মানুষটি হয়ে যাও ? কিন্তু যত সন্দেহই করুক জাহিদ, যতই নাফিসা তার নানা ব্যবহারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে তার কাছ থেকে ঘণ্টা-ঘণ্টা একলা থেকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করুক, নাফিসার কেমন যেন অভ্যাস হয়ে গেছে, নাফিসা নিজে যা-ই করুক, জাহিদ নাফিসা ছাড়া আর কারো প্রেমে পড়তে পারে না।

কী অদ্ভুত মানুষের স্বভাব !

জাহিদ কারো সাথে রক্তাভ মুখে ফোনে তার সব দায়িত্ব নেবে ... এই করে-করে আই লাভ য়্যু বলবে, এই ব্যাপারটার ঈর্ষা মুহূর্তে জাহিদকে তার এত কাঙ্ক্ষিত করে বহুদিন পর নাফিসা ওর মুখের দিকে প্রগাঢ় অনুভূতি নিয়ে তাকায়, আর এই প্রথম ওর মোবাইলে আদিত্যর নাম্বার বাজতে দেখে সে কথা বলার হাজার স্কোপ থাকতেও লাইন কেটে দেয়।

www.MurchOna.com

আঠারো

সেই রাত থেকে শুরু হয় অনিয়ম।

হুবহু যা ভেবে কূল পাচ্ছিল না নাফিসা, দেরিতে করে ফেরা, ফোন ধরলে লাইন কেটে দেয়া। মোবাইলে ফোন এলে দূরে সরে যাওয়া নয়, নাম্বার দেখে সহসা বিব্রত হয়ে মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে একেক সময় একেক কথা বলা, ও সাইফুল ? ইস্, অফিসের কাজ ? জানো না আমি বাসায় পছন্দ করি না ? কাল এসে দেখব।

অথবা, খুব জরুরি ? দেখ, তোদের ব্যাপারটা তোরাই মিট আপ কর, ক্লান্ত হয়ে গেছি, আমি তো আছিই, ও.কে. আই লাভ য়্যু মাই ফ্রেন্ড, পরে কথা বলি ?

ভালোই তো, হুহু বারান্দায় লম্বা নিশ্বাস নেয় নাফিসা। বাচ্চা হবে না, এটা জেনে নাফিসাকে যেভাবে সান্ত্বনা দিতে-দিতে ভেঙে পড়তো জাহিদ, ততই সেই ভাঙন রোধ করতে রাত-রাত নাফিসা তাকে বলে নি, তুমি বরং বাইরে কারো সাথে প্রেম করো, বরং...।

তাতেই কি আমাদের বাচ্চা এসে যাবে ? জাহিদ অবাক, কী নির্বোধের মতো কথা বলছো নাফিসা, এটা না বলে তুমি একটি বাচ্চা দত্তক নেয়ার কথা বললে প্র্যাক্টিক্যাল ভাবনা হতো।

না, এ সবাই পারে না, নাফিসা নিভৃত হাত ধরত জাহিদের। সন্তান জন্ম নেয় আর কয় মুহূর্তে ? সেই এক বছরের সব মুহূর্ত ভুলে যখন কোটি মুহূর্তে তাকে রীতিমতো জোয়ান করে তুলবে নাফিসা পরম মায়ের স্নেহে, সেই সন্তান যদি বড় হয়ে কোনোভাবে সেই সত্য জেনে নাফিসার কোটি মুহূর্তের মাতৃসত্তাকে পায়ে দাবিয়ে গর্ভে রাখা মাকে খুঁজতে বেরোয়, জীবনের সেই অবস্থা সহ্য করতে পারবে নাফিসা ?

তুমি অন্য কারো সাথে শরীর করো।

নাফিসার এই কথায় গর্জে উঠেছিল জাহিদ, তুমি নিজে ওসব করে বেড়াও না-কি ? নইলে ওসব ভাবনা আসে কী করে ? শরীর করে যে বাচ্চা হবে, তাকে তুমি মানবে ? আর যার সাথে শরীর ? সে কোথায় যাবে ?

এক অদ্ভুত ছায়াচক্রে পাক খায় নাফিসার অস্তিত্ব। কেন এই মিথ্যাচার ? কেন এই জোড়াতালি দিয়ে যে-কোনোভাবেই হোক সংসার টেকানোর জন্য নিরন্তর ভেতর বাহিরে রক্তারক্তি ? যে জাহিদ নিজের আপন ভাইকে দিয়ে পর্যন্ত যে-কোনো মুহূর্তে সশব্দে যে-কোনো মুহূর্তে নাফিসাকে চার্জ করে বসে, কেন তার জন্য ?

তার জন্যই তো।

মফস্বলের কলেজ পাশ করে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে পড়তে আসা জাহিদের ছোটভাই নাহিদ, ভীষণ মজার জোকস বলত। একদিন দুপুরে জাহিদ ঘুমিয়ে, ওর মুখে অ্যাডাল্ড একটি জোকস শুনে নাফিসা যখন ওর কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে হাসতে-হাসতে, সেদিনই ভাইকে হোস্টেলে পাঠিয়ে নাফিসাকে নষ্টা, ব্যক্তিত্বহীন এইসব বলে-বলে, কয়েক রাত নাফিসার দিকে পিঠ ফিরিয়েছিল।

www.MurchOna.com

কসম করে বলো নাফিসা, আমি ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করে নি তোমার শরীর ? তখন বড় বিপন্ন দেখাতো জাহিদের মুখ, সাব্বির ? একটি চুমু-ও না ?

উফ! এ নিয়ে কতবার বলব ! অসহ্য হয়ে গেছি।

যতবার আমার ভেতর থেকে অবিশ্বাসের বীজটি মরবে না।

যদি খেয়ে থাকে ?

সেই এঁটো ঠোঁটে আমি আর চুমু খাব না।

সেদিনও ঘড়ির কাঁটা রাত এগারোটা ছুঁই-ছুঁই।

বলেছে জাহিদ, আর বলো না নাফিসা নতুন বস এসেছে, রাত নেই, দিন নেই মিটিং-মিটিং, শালা মিটিংও কারো নেশা হতে পারে, ঘরে বউ নেই তো, সে কী বুঝবে ?

কেন ? বিয়ে করেন নি ?

না। ডিভোর্স হয়ে গেছে।

জাহিদের জীবনের মধ্যেও কী করে নাফিসার মতো ধীরে-ধীরে সত্য-মিথ্যা দক্ষতার সাথে বলার মিশেল ঘটে যাচ্ছে। কিন্তু তারপরও এত কাঁচা কী করে হয় জাহিদ, সে কি জানে না অফিসে নতুন বস এসেছে কি-না, তার দাম্পত্য অবস্থা কী এটা জানা নাফিসার জন্য কেন, যে-কোনো একজন শিশুর জন্যও বাঁ হাতের কাজ ?

সদ্য প্রেমে পড়েছে ?

না, সেদিন রাতের ওইটুকু আলাপচারিতা শুনেই আন্দাজ করা গেছে পরিচয় ঠিক সেই দিনের নয়, বেশ আগের। এই প্রথম এ্যাদ্দিন জলের মতো পরিষ্কার জাহিদ নাফিসার কাছে ঘোলাটে, রহস্যময় হয়ে ওঠে।

কী সব ভাবনায় টিভি দেখতে-দেখতে বুঁদ থাকে জাহিদ, বিশেষত ক্রিকেট আর নিউজ দেখায় একবিন্দু ডিস্টার্ব বরদাশত করত না সে। রীতিমতো হিংস্র ধমক দিত। কিন্তু তার একজন ভীষণ প্রিয় প্লেয়ার আউট হওয়ার পরও যখন টিভিতে চোখ রাখা জাহিদের ভাবান্তর হলো না, অফ করে দিতেই সে যখন চিল্লাতে উঠবে নাফিসার দিকে, তখন নাফিসা 'বহুত হয়েছে' বলে একদম ভোদাই মুখ করে জাহিদকে বিছানায় বসায়, কী হয়েছে জাহিদ তোমার ? আজকাল তোমাকে অন্যরকম লাগছে।

আদর বেড়ে যায় জাহিদের, থ্যাংকস মিসেস, আমার প্রতি আপনার কেয়ারিং দেখে, আর এরপর আগের মতো নির্দেশ নয়, বরং অনুরোধ, এক কাপ চা হবে, নাফিসা ?

এখন কেমন আছেন, আরিফ ভাই ?

রহস্য উপন্যাস পড়ছিল আরিফ, বিছানায় বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। সে বই রেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, এখন কেমন আছি মানে ?

আপনি এই বাড়িতে যত বেশি থাকছেন, তত বেশি সহজ হওয়ার বদলে আনইজি ফিল করছেন, চেয়ার টেনে এইবার আমোদের ভঙ্গিতে বসে নাফিসা। বিয়ের পরে আপনাকে কখনোই দেখি নি। এত বছর দেশ ছাড়া। প্রথম প্রথম এসে কত সহজ ছিলেন, আপনার লিভটুগেদার ব্রেক আপ, কি-না বলেছেন, এখন অদ্ভুত এক দূরত্ব মেইনটেইন করেন, এখানে আপনার ভালো লাগছে না ?

না, মানে গতকালের ব্যাপারটা মিন করছেন ? আমি তো কাল অসুস্থ হই নি।

আমি তো তা মিন করি নি ? অ্যালকহলে আপনার ব্যবহারে কোনো পার্থক্য ঘটে না, সে কি কাল নতুন দেখলাম ?

না, মানে, এই যে বললেন, এখন কেমন আছি ?

সেইজন্যই তো বললাম, কিছুদিন আগে হলেও আপনি আমার কথার সূত্র ধরতে পারতেন। এখন আমার কোনো ব্যবহারে কি এই বাড়িতে আর স্বস্তিবোধ করছেন না ? নাফিসার এইসব কথায় আরিফের ঘরের বিচ্ছুরিত আলো ছড়ায়িত হতে-হতে আরিফের মুখে স্থিত হয়, ফলে তার টকটকে ফর্সা মুখের শিরাগুলোর নিঃশব্দ কাঁপন নাফিসার সামনে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, সে প্রাণপণ চেষ্টা করে সহজ হতে, দেখুন নাফিসা, যদি পসিবল হতো, তাহলে জঙ্গলে গিয়ে থাকতাম, মানুষ আত্মীয় হৈচৈ রীতিমতো অসহ্য আমার কাছে। আসলে সব মানুষেরই, যত দূরেই থাক সে, ভেতরে দেশের টানটা থাকেই। সেই টানেই আসা। এই বাড়িতে নিজের মতো থাকতে ভালো লাগছে বলেই তো যে ক'দিন আছি, থাকছি। যখন বেরোই, হাজার অচেনা মানুষের মধ্যে হাঁটছি মানে তো একাই হাঁটছি। আসলে সত্যি বলতে কী, কাল জাহিদকে ফোর্স করে খাওয়ানোটা ঠিক হয় নি, সেটা ফিল করে ভালো লাগছে না।

কেন ফোর্স করেছেন ?

এইবার ভেতরে-ভেতরে মিষ্টি ছুরিকাঘাতে মজা লাগে নাফিসার।

আরিফ উত্তর দেয় না, পরিবেশ আরো সহজ করতে হো-হো হাসে নাফিসা, প্রেমিকা ভেগে গেছে ?

ধেৎ ! আরিফ ইয়ার্কিটা নিতে না পেরে যে বিরক্তি প্রকাশ করে তাতে দুজনের দূরত্ব আরো কমে যায়।

আপনি তো মশাই মহা পেটে দাঁত, এর মাঝে কখন কোন কালে প্রেম হলো, যে আবার ভেগেও গেল। টেরই পেলাম না।

দয়া করে হেঁয়ালি করবেন না, ব্যাপারটাকে ধীরে ধীরে সিরিয়াসলি নিতে থাকে আরিফ, ব্যাপারটা কি খুলে বলবেন, ভাবি ?

সেইটাই তো আমি জানতে চাইছি। বাইরে থেকে এসে প্রথমদিকে আপনি জাহিদকে যা শেয়ার করতে ভালো বোধ করতেন না, আমার সাথে তার তিনগুণ

শেয়ার করতেন। এর মাঝে কবে আপনার প্রেম হলো, সরি এরকম একটি সেনসিটিভ বিষয় নিয়ে এতক্ষণ ইয়ার্কি করার জন্য, যাহোক প্রেম যে-কোনো সময়ই হতে পারে, তবে তার হঠাৎ একদিনের বিদায়ে দু'বন্ধু এক সাথে মদ খেয়ে গেট টুগেদার করলে এর কি কোনো সমাধান হবে ? ব্যাপারটা কী ? সঙ্কটটা আপনাদের কীভাবে শুরু হলো, সে কে, কবে পরিচয়, আমাকে খুলে বলুন।

ওহ্ স্টপ ! এই বাড়িতে এসে কোনো একটা ব্যাপারে এই প্রথম এত সশব্দে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে আরিফ, তাতেই নাফিসার যা বোঝার, বোঝা হয়ে যায়। ভেতর পিড়পিড় কামড়ায় মহাপোকা, সেই রাতে, যেভাবেই হোক মদ খাওয়া পড়েছিল জাহিদের। সেই ঘোরে কার সাথে কথা বলেছিল সে, যার জের ধরে পরদিন থেকেই পোশাক-আশাকে টিপটপ হওয়া থেকে শুরু করে জাহিদ তার জীবনের রুটিনটাকে বলা যায় আমূল পাল্টে দিল, অথবা তার জীবন নিজের অজান্তেই আমূল পাল্টে গেল ? এ প্রসঙ্গে তুমুল কৌতূহলে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে আরিফকে। কিন্তু কী এক ভদ্রতাবোধ মুহূর্তে নিজেকে দাবিয়ে থামিয়ে দেয়।

ফলে, পাকিয়ে নিজের মোড় ঘোরায়, আরে, ইয়ার্কি করলাম।

ব্যাঙের গায়ে ঢিল ছোড়া খেলায় খুব মজা পান, না ?

আরিফের এমন আচমকা প্রশ্নে নাফিসার ভেতরের ক্ষেপানো বাড়ে, কেন ? লাগে বুঝি ?

কিছু বুঝেন না ?

না, আর এগোতে না দেয়াই ভালো, নাফিসা থামতে চায়, যদিও লিভ টুগেদারের উদোম পৃথিবী থেকে ঘুরে আসা আরিফের চোখে পয়লা-পয়লা, নারী, তার দেহ— এই বিষয়ে দেখত প্রখর ক্লান্তি কিংবা ঔদাসীন্য, কিন্তু ক্রমে-ক্রমে নাফিসা দেখতে শুরু করল তার স্বরচিত ঠোঁট কিংবা শরীর বাঁকানো ভঙ্গিতে ক্রমশ বদলে-বদলে আরিফের মুখে জমতে শুরু করছে ছায়া, ধীরে-ধীরে কাঁপন, এই ব্যাপারটা তখন নাফিসার অবসাদ দূর করতে শুরু করেছিল। এ নাফিসা নিজের জানতে অথবা অজান্তে করেছে, অথবা ওর প্রবল নিরাসক্তিকে ভেতর অবহেলার দাপট ভাঙতে এক ধরনের জেদে মেতে উঠেছিল সে।

এখনো ঘরের মধ্যে একজন দূর পৃথিবী থেকে উড়ে আসা মানুষ, যে মাটির টানে উড়ে এসে একাকিত্বের লোভে এই বাড়িকে আশ্রয় করেছে, যে নাফিসার প্রতিটি পদক্ষেপে কাঁপছে। নাফিসার সাথে সহজেই সম্পর্কে আগের মতো আর মিশতে পারছে না, এটাকে ভেতরে-ভেতরে রীতিমতো কম এনজয় করে নাফিসা ?

আদিত্য তো বলেই, ঘরের মধ্যে একটি মূর্তিমান কামসূত্র বসিয়ে রেখেছ, ভালো মজাতেই আছো।

তুমি কী করে বুঝো ?

আরে ? ও নিজেকে লুকাতে পারে নাকি ? সারাক্ষণ চোখে জ্বলজ্বল ফাঁদ পাতা, এক ফোঁটা চান্স পেলেই তোমাকে গিলে খাওয়ার কী তৃষ্ণা, জাহিদের চোখে এটা যে কেন পড়ে না ?

আরে না ! সে, তোমাকে জেলাস করে লুকাতে পারে নি বলে, নাফিসা হাসে, জাহিদ এসে ওর রূপ দেখলে অবাক হবে, যেন আমি ওর দিদিমণি, ভাবি গো, দয়া করে এক কাপ চা হবে ! হা ! হা! পুরুষ।

হা, পুরুষ। এই শব্দটি স্থানে-অস্থানে উচ্চারণ করে তোমরা কী যে মজা পাও !

ধুর কী যে বলেন, আরিফ প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায়, কাল 'রাঢ়াং' দেখতে গিয়েছিলাম, এত রঙচঙে ভাঙাচুরা মানুষের লড়াই, কী এক চরিত্র ? আলফ্রেড ! সে মরে গেল ? আপনিই তো সেদিন বলেছিলেন ট্র্যাজেডি ছাড়া নাটক হয় না। এইবার মূল বিষয় চেপে নাফিসা অবাক, আপনি দেখতে গিয়েছিলেন নাটক ? আমাকে বললেন না ? বললে যেতে চাইতেন, যেতে চাইলে যে সুন্দরভাবে আমাদের সম্পর্কটাকে জাহিদ দেখে ধীরে-ধীরে.. এছাড়া নাটক নিয়ে সে রাত নানা কথা বলে আপনিই তো উস্কালেন, সেলিম আল দীনের 'বর্নপাংশুল' দেখে যে মুগ্ধতায় আপনি ডুবছিলেন...।

একদিন নাটক নিয়ে দীর্ঘ অভিনয় আড্ডায় ভালোই ডুবিয়েছিল সে আরিফকে.. বলেছিল, সৈয়দ হকের 'ঈর্ষা' যত পড়ি, তত ঈর্ষাকাতর হই, কেন এখন নাটকটা মঞ্চস্থ হয় না ! আর ! 'দুইবোন' নাটকে ফেরেদৌসী মজুমদারের অভিনয় যদি দেখতেন। আমিও জাহিদের মতো, হাসে আরিফ, তবে কী যেন দলের নাম ? প্রাচ্যনাট্য, ওদের 'এ ম্যান ফর অল সিজন' একসময় ...

এইবার মূল সূত্রে ফেরে নাফিসা— প্রথমে আপনাকে খুব সহজ লেগেছিল আমার কাছে, এখন অদ্ভুত লাগে, কেন এসেছেন, কেন থাকবেন, চলে যাবেন, মানে আপনি যেন আরিফ না, একজন পরিণতিহীন চরিত্র। প্লিজ, অন্য সবার মতো আর এড়াবেন না। আমি কী জানতে চাইতে এসেছি আপনি ভালোই জানেন।

প্লিজ, কিছু বলুন।

জাহিদের স্বভাব খুব পাল্টে গেছে! এইবার স্টেটকাট আরিফ বলে, আমি ওর সঙ্গ খুব মিস করি ? মোচড় কটাক্ষে দাঁড়ায় নাফিসা, বিদ্ধ চোখে তাকায় আরিফের দিকে, সত্যিই মিস করেন ? আরিফ যে একাকী একটি জঙ্গল, তা জানতাম না তো ? আমি তো তাকে মানুষই জানি।

ক্ষমা করুন আমাকে, আপনার সাথে পারব না, বলতে-বলতে আরিফ বইয়ের ভাঁজে মুখ ঢুকায়, অথবা পালায়।

উনিশ

সমস্ত দেশে বন্যার পরিস্থিতি স্মরণ কালের মধ্যে ভয়াবহ। সবচেয়ে অবাক যা, বন্যার ধরনও এবছর বহুরূপী। ক'দিন আগেই সমস্ত দেশের বন্যার সাথে এক ধাপ এগিয়ে ঢাকার রাস্তায় নৌকা নেমেছিল। সেখানে দিনের পর দিন বিবর্জিত অবস্থায় সেই রাজধানীর জল ফাঁকা হয়ে সমস্ত দেশকে এমন প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছে, একটি ছবি রীতিমতো শিহরিত করে জাহিদকে। গাছের মধ্যে পরিবারসহ আশ্রয় নিয়েছে এক দম্পতি। স্ত্রীর পিঠের কাপড়ে বাঁধা নবজাত শিশু। অন্যরাও মাচা আঁকড়ে হাঁ হয়ে তাকিয়ে আছে একটি ঝুলন্ত হাঁড়ির দিকে। যে হাঁড়িটি কিছু গলাপানিসহ গাছে আটকানো, আধভেজা নিভুনিভু ঝুলন্ত লাকড়ি তার তলায় ধরে রেখেছে স্বামীটি।

আফরিন ভেতরে গেছে।

এই ক'দিনে এই বাড়িতে আসা যদিও অনেক সহজ করে তুলেছে আফরিন, ওদের বাইরে যাওয়া নিয়েও কেউ কিছু বলে না, কিন্তু আফরিনের জেদে যতই তারা তার আপাত সুখের জন্য জাহিদকে মেনে নিক, যেহেতু জাহিদও বিবাহিত, তারা এই সম্পর্কটা সহজভাবে নিতে পারে না।

হাই ওঠে জাহিদের। আফরিনের ছোট বোন এসেছে কী সব বিপদ নিয়ে, আফরিন জাহিদকে বিদায় না করে সেই যে, 'এক মিনিট' বলে ভেতরে গেছে ! পাত্তা নেই। হা! বাঙালির এই 'এক মিনিট'-এর নতুন সংস্কার করা দরকার। ফের পেপারে চোখ, 'দ্রব্যমূল্য লাগামহীন, এর সমস্যার সমাধান করতে না পারলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিপদে পড়তে পারে', 'বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে দাতা দেশগুলোর কাছে এক হাজার পঞ্চাশ কোটি টাকা সাহায্য চেয়েছে সরকার'। কাঁচামরিচের কেজি সত্তর টাকা ? ফোন বাজছে। নাফিসা। এই পরিবেশে ভীষণ একঘেয়ে হয়ে জাহিদ যখনই সেই ফোন ধরতে যাবে, ওকে আগের মতোই কাঁপিয়ে উজ্জ্বল আফরিন এসে কিছু হন্তদন্ত হয়ে বলতে চাওয়ার আগেই জাহিদ ফোন বন্ধ করে দেয়।

আই অ্যাম সরি— গভীর থেকেই উচ্চারণ করে আফরিন জাহিদের দিকে তাকিয়ে সহসা চুপ হয়ে যায়।

এই সেই আফরিন, যাকে পাওয়ার স্বপ্নে রাতদিন পুড়ে একাকার হয়েছিল জাহিদের ? যাকে দেখামাত্র পায়ের তলা থেকে মগজ পর্যন্ত ঝাঁ শব্দে শিরশিরিয়ে উঠত ? যার হাতটি একবার মাত্র স্পর্শের আকাঙ্ক্ষায় কত মুহূর্ত ছাই হয়ে গেছে জাহিদের যৌবন সত্তা ?

যে তারপরও কেবলই স্পর্শাতীত ? নিজের পৃথিবীতে এত বিভোর থাকত আফরিন, জাহিদের সেই আকুল চোখে দেখার অনুভব ছিল কই ? এই নিস্পৃহতায় আধপাগল হয়ে নিজেকে জাহিদ কত তলাতেই না নামিয়েছিল !

সেদিনও আফরিন ফোন করার, ওর সাথে কথা বলার আগ পর্যন্ত আফরিন তো তেমনই এক উড়ালপরী, সুদূর নক্ষত্র হয়েই ছিল।

www.MurchOna.com

কিন্তু সেই মানুষটির বিপন্নতাই যখন তাকে মাটিতে এনে নামায়, জাহিদের বাস্তবতা আর স্বপ্নের মধ্যে কী উল্টি-পাল্টিই না লেগে যায়।

এ যেন অন্য আফরিন, আমূল কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলে যাচ্ছিল, প্রেমিক থেকে স্বামী, স্বামী থেকে ক্রমে ক্রমে বন্য এক হিংস্র মানুষে পরিণত হওয়া এক মানুষের কথা।

রাত-রাত বাইরে পড়ে থাকা। এরপর ক্রমাগত হেরোইন, হুইস্কি, পেথিড্রিন ... ক্রন্দন থেকে এক অদ্ভুত নিস্পৃহ ঔদাসীন্য গ্রাস করেছিল আফরিনকে।

জাহিদ তখন দায়িত্ববান, তার অবাক প্রশ্ন, তুমি একজন শিক্ষিত মেয়ে, তুমি এইসব সহ্য করে গেলে কেন?

প্রথমদিকে যুক্তিহীন প্রেমে। লোকটাকে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম।

এরপর ... এক ছায়াচ্ছন্ন আতঙ্ক ভর করে আফরিনের মুখে, ভীষণ ভয় পেতাম ওকে, কারণ খুব খারাপ সার্কেলে মিশত সে। ও গড ! বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন এলেই বলত গুন্ডা দিয়ে আমাকে খুন করাবে। কেউ তার টিকিটিরও কিছু করতে পারবে না।

রাতের ফোনের পর, পরদিনই অফিস বাদ দিয়ে ওর বাড়ির দিকে যখন জাহিদের পা ছুটন্ত, তখন প্রথমই অকস্মাৎই নিজের সত্তায় ধাক্কা খেয়েছিল সে, যে আফরিন তার অনুভবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে নি, জীবনের এই বেলায়, দাম্পত্যে সে যখন বিন্যস্ত, তার এক বেলার ডাকেই দুনিয়াদারি ছেড়ে ফের দৌড় দেবে সে?

পরক্ষণেই স্থিত হয়েছিল অন্য ভাবনায়। আফরিনের প্রতি তার একতরফা প্রেম ছিল। আর আফরিন ছিল তার নিজের প্রেমের প্রতি বিশ্বস্ত।

আর তাকে পছন্দ করা প্রেমিকের তো অভাব ছিল না।

কোনো এক বিপন্নতায় জাহিদকেই যদি তার স্মরণে আসে, কেন জাহিদ ছুটবে না?

নাস্তা আসে।

শুধু চা। নাস্তা খেয়ে এসেছি।

নিশ্চয়ই ভুনা খিচুড়ি খেয়ে আসো নি?

নাস্তায় কেউ এইসব খায়?

সেটাই তো বলছি, আমি নাস্তায় মাঝে মধ্যেই ভরপেট ভাত খাই। কোন সময় কী খাবো, সেটার কি কোনো সরকারি রুটিন তৈরি করা আছে?

ওহ, তর্কে পারছি না, তোমার স্বামী এখন কী করে? প্লেটে খিচুড়ি দিতে থাকা আফরিনের হাত যেন বা ভূকম্পনে থমকে ওঠে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে বলে, আগে নাস্তা খাও।

মাত্র খেয়ে এসেছি, একটু পরে খাই?

ঠান্ডা হয়ে যাবে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আবার গরম করে দিও।

রূপসী আফরিনের ওপর দিয়ে জীবনের যা করাত ধকল গেছে, তা তার সমস্ত সত্তাকে বিধ্বস্ত করায়, চোখেমুখে তেজের ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে ছায়াময় ক্লান্তি জমানোতে বরং আগে যেমন ওর সামনে গেলেই বিদ্যুচ্ছটায় ছিটকে-ছিটকে যেত জাহিদ, ওর এই অবয়বে ওকে বরং অনেক নিকটবর্তী মনে হওয়ায় স্বস্তিবোধ করে জাহিদ।

চা আসে।

চুমুক দেয় জাহিদ, বললে না ? তোমার হাজব্যান্ড এখন কী করে ?

তুমি নিউজ পড়ো নি ?

কত কিছুই তো পড়ি, কত কিছু না। কোনটা ?

এতক্ষণ ভীষণ দমকে নিজেকে আটকে রাখা আফরিন কাঁপতে-কাঁপতে জাহিদের পাশের সোফায় বসে এমন কঠিন আঁকড়ে ধরে জাহিদকে, সে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায়।

ওই যে, ওই যে, ওই নিউজটা, ওই যে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে যা পড়তে পড়তে তোমরা পত্রিকা ভাঁজ করো ... আফরিন স্তব্ধ হয়ে যায়।

ঘাবড়ে যায় জাহিদ। আফরিন, প্লিজ, বলো।

আফরিন ভূতগ্রস্তের মতো প্রবল আতঙ্কে চারপাশে তাকায়, এরপর ফিসফিস করে, ওই যে নেশার ঘোরে স্ত্রী-কে সামনে না পেয়ে তাকে শাস্তি দিতে ক্রোধান্বিত স্বামীর নবজাত শিশুকে গলা চেপে হত্যা ?

এইবার প্রবল কম্পনে জাহিদের হাত থেকে শুধু চা নয়, আস্ত কাপ মাটিতে পড়ে খানখান হয়ে যায়।

এইবার ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে আর্তনাদের মতো করে চিৎকার আফরিনের, বাবুই ... ও বাবুই ... তলপেটে হাত রেখে-রেখে কতবার, এই নামে ডেকেছি ওকে ... জাহিদ, জাহিদ আমার বাবুই পাখিকে আমার কাছে এনে দাও। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

এক মুহূর্তের মধ্যে ওই একটি যন্ত্রণাকর কঠিন বেদনার্ত রক্তময় কান্নার সুতো দিয়ে জাহিদের সাথে আফরিনের জীবন গেঁথে যায়।

এই ক'দিনে জাহিদের সাথে চলায়, কথায়, যদিও অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে আফরিন কিন্তু বাবুই সংক্রান্ত বিষয়ে মুহূর্তে-মুহূর্তে আফরিনের ভেতর উত্থিত রক্তাক্ত ছলকানো এমনভাবে ছলকায়, আর তা এমনভাবে সঞ্চারিত হতে থাকে জাহিদের সমগ্র অস্তিত্বে, যেন বাবুই তারই সন্তান। পিতৃত্বহীনতার হাহাকার তাকে যত কাতর করে ততই প্রগাঢ় স্পর্শে সে জড়িয়ে ধরে আফরিনকে। জাহিদ ... জাহিদ ... তোমার স্পর্শে এত মায়া ? ভার্সিটিতে থাকতেও দেখেছি, কিন্তু কী এক অহংকারে তোমাকে তাচ্ছিল্যই করে গেছি। কিন্তু জীবন যত গেছে, ঠোকর খেয়ে-খেয়ে বুঝেছি, তোমার প্রেম কত পবিত্র আর খাঁটি ছিল, কেন তখন এত ভালোভাবে বুঝি নি ?

www.MurchOna.com

রাত হয়েছে আফরিন, আজ যাই ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রগাঢ় স্পর্শে জাহিদের হাত চেপে ধরে আফরিন। আমি জানি, জাহিদ, বিপন্ন মানুষকে এই পৃথিবী যা বাঁচায়, ভোলায়, তা হলো সময়। সেই সময়টা পার করা এত দুঃসহ! সেই সময়ই যে যাচ্ছে নাগো। এইরকম সময়ে সবার সঙ্গ যখন আমার কাছে অসহ্য লাগছিল, জানি না কী ভেবে তোমাকে ফোন করেছিলাম। কিন্তু তোমার সঙ্গ যে আমাকে এতটা স্বস্তি দেবে, কল্পনা করি নি। আমার সাথে আর ক'টা দিন চলবে জাহিদ ?

স্টুপিড কোশ্চেন করো না তো ! জাহিদ আফরিনের কপালে পড়ে থাকা চুল সন্তর্পণে সরায়, কাল দেখা হচ্ছে, ফোনে ঠিক করে নেবো। টেক কেয়ার ও.কে. ?

বিশ

সকালে মা'র কাছে যায় নাফিসা। একটু আগেই উঠে জাহিদের সাথেই বেরোয় খুব ভোরে। জাহিদ ওকে নামিয়ে তারপর অফিসে যাবে।

বিকেলে তুলে নিয়ে যাবে ? বলতেই জাহিদের হতচকিত মুখ দেখে বলে, ও আজকাল তো তোমার নতুন বস, কখন ফ্রি হবে ঠিক নেই। আমি ট্যাক্সি করে চলে আসব।

না, না, তেমন কিছু না। আমিই আসব।

দুজন কোন অজানা কারণে গাড়িতে পাশাপাশি বসেও কী এক অস্বস্তিতে কথা খুঁজে পায় না।

ড্রাইভার, অন্তত যাদের ডিউটি করছে, তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বধির না হলে তার পক্ষে টেকা মুশকিল হয়। যদিও কখনই আফরিন প্রসঙ্গে কখনোই জাহিদকে একটি কথাও বলে না নাফিসা, কিন্তু নাফিসা প্রমাণ পেয়েছে, সে একাকী বেরোলে, ড্রাইভার কোথায় তাকে নামিয়েছে, কার সাথে বেরিয়েছে, জাহিদ এ নিয়ে প্রশ্ন করে। ফলে সে যেখানে যাবে বলে জাহিদ জানে, বেশির ভাগই মার্কেটে, সেখানে পার্কিং করিয়ে ট্যাক্সি বা রিকশা করে আদিত্যর সাথে কখনো কফি শপে, কখনো ধানমণ্ডি লেকে আড্ডা দেয়।

আচ্ছা, কী বুঝে সাবধানে এগোয় জাহিদ, যেহেতু সে নাফিসার বুদ্ধির প্রখরতা সম্পর্কে জানে, নাফিসা তোমার মনে প্রশ্ন অথবা সন্দেহ জাগে না, এই যে আমার জীবনের রুটিনটা পাল্টে গেল ? মানে, তুমি তো ইচ্ছে করলেই খোঁজ নিয়ে জানতে পারো, আমি যা-যা বলছি তা ঠিক কী-না। খোঁজ নিতে ইচ্ছা করে না ?

তীব্র চোখে জাহিদের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ঠোঁটে হাসে নাফিসা, এতে খোঁজ নেয়ার কী আছে ? কাজের ধরন কি সবসময় একরকম থাকে ?

আমি হলে খোঁজ নিতাম।

www.MurchOna.com

সেই জন্যেই তো আমি কাহিনী বুঝে 'ওথেলো' পড়ছিলাম, আর তুমি 'ওথেলো' বুঝো নি বলে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলে।

ধেৎ এত কথার প্যাঁচ আজকাল বুঝি না যে। চারপাশের শহরটা আজ যেন কেমন। প্রচণ্ড ঝড় উঠার আগে প্রকৃতি হঠাৎ যেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

অবশ্য গতকাল সারারাত ভরেই এই শহর দিয়ে তুফান বয়ে গেছে।

বিদেশে আগত এক বন্ধুকে নিয়ে সারাদিন শহরে চক্কর খেয়ে রাত একটায় আদিত্যর ফোন, পুরানো ঢাকায় এসেছি, এখন কাবাব-পরোটা খাব।

রাগে ঈর্ষায় গা জ্বলে যায় নাফিসার। ভীষণ জ্বর গেছে সারাদিন। মাথাব্যথায় ফেটে যাচ্ছিল, যা মুখে নিচ্ছিল, বমি হয়ে উগড়ে পড়ছিল। অবশ্য নাফিসার ধরনের মধ্যে অসুখে একাকী পড়ে থাকতেই স্বস্তি লাগে বেশি। প্রিয় মানুষের সাহচর্যও পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে। কিন্তু যেহেতু জানিয়েছে সে আদিত্যকে তার শরীর সম্পর্কে, যুক্তিহীনভাবেই বন্ধুর সাথে আজকের দিনের অনন্ত ফুর্তিকে অসহ্য ঠেকে তার। যেখানে জানে আদিত্য, রাত্রি জাগরিত পুরানো ঢাকায় দাবড়ে বেরিয়ে খাওয়াটা ভীষণ আকাঙ্ক্ষার, জাহিদের অপছন্দে যা পেরে ওঠে না সে, সেখানে যদিও তখন জ্বর কমে ঝিরঝিরে আরামে নিশ্বাস নিতে ভালো লাগছিল নাফিসার, তবুও ওই সময়ে ওই জায়গায় কাবাব খাওয়ার গপ্পোটা একদিকে ঈর্ষণীয়, অন্যদিকে অমানবিক ঠেকে নাফিসার কাছে।

ও.কে. খাও। রাখছি।

আরে ! কী হলো ? তোমার শরীর কেমন ?

এতক্ষণে খোঁজ নেয়ার হুঁশ হলো ?

তুমি তো অসুখে বিরক্ত হও ফোন করলে, তারপরও কয়েকবার করেছি, হীরণ বলে নি ?

মেয়েটা যে ভুলো, মনে-মনে বলে এইবার আদিত্যর এই কথায় উঠন্ত অগ্নিতে জল পড়তে থাকে। সে চুপ থাকে। নাফিসা, আমি এখন তোমার কাছে আসছি, ডাক্তারের কাছে যাবে চলো।

না... না, আদিত্য, আমি প্যারাসিটামল খেয়েছি। হীরণ জলপট্টি দিয়েছে। এখন ভালো বোধ করছি।

তাহলে একটু হাসো ?

ধুর ! ছেলেমানুষী...হাসির কারণ ছাড়া কেউ হাসে ? বলতে-বলতে সত্যিই হেসে ফেলে নাফিসা ?

আদিত্য যেন অনন্তে কণ্ঠ ছড়িয়ে বলে, নারী হেসে ওঠার আগে পৃথিবী ছিল বিষণ্ন...

পুরুষ সন্ন্যাসী... ।

www.MurchOna.com

আদিত্যর এই জাতীয় মিষ্টি ছোট্ট কেয়ারিংয়ে বহুবার বিক্রি হয়ে যায় নাফিসা।

ক্লান্ত জাহিদ আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। রাতে যখন ঝরঝরে আরামে মোবাইল নিয়ে বারান্দায় গিয়ে আদিত্যকে 'শুভরাত'-এর ফোন দিতে যাবে, উল্টো, কাবাবের রিং।

সন্তর্পণে জাহিদের প্রগাঢ় ঘুম কনফার্ম হয়ে বলে, তোমার বন্ধু কি একদিনের জন্য এসেছে না-কি ? একদিনেই একেবারে এ-তো রাত পর্যন্ত হুলস্থুল ?

সময় নিয়ে আসে নি, কালই ও দেশের বাড়িতে যাচ্ছে, আর ম্যাডাম, মৌজ করার জন্য এখনো এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি না, আটকা পড়েছি।

কেন ? কী হয়েছে ?

যা ভেবেছিলাম, টিভি দেখছো না ?

আরে না ! জ্বরের মধ্যে টিভি দেখলে মাথা ধরে, কী হয়েছে ?

এখন জ্বর কমেছে ?

কী হয়েছে ?

কমেছে ? অবশ্য তোমার কণ্ঠ খুব ঝরঝরে লাগছে, টিভি ওপেন করো। নিউজ দেখো।

মানে ! মোবাইল নিয়েই পাশের মিনি রুমটার ছোট টিভিটা ওপেন করে।

ও মাই গড। রাত একটার মধ্যেও ঢাকা ভার্সিটিতে পুলিশের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের ইটপাটকেল, টিয়ার গ্যাস, মারপিটের লোমহর্ষক তাণ্ডব।

কী হয়েছিল ?

নিউজেই দেখো, ধরো, শুরুটা হয়েছে দেশলাইয়ের আগুন থেকে। সন্ধ্যার পর তাড়া খেয়ে ছুটতে-ছুটতে এই এলাকায় এসেছি। যে অবস্থা চলছে, ফেরার কোনো রাস্তা পাচ্ছি না। কারো বাড়ি থাকব, এখানে কাউকে চিনি না। দেখি কী করা যায়, নিউজ দেখে রেস্ট নাও। টেক কেয়ার।

ও.কে. শুভরাত।

একুশ

জাহিদ সকালে নিউজ পড়ে নাফিসাকে নিয়ে বেরোতে চায় নি। কিন্তু দুদিন আগে মা ফোন করেছে। এর মাঝে নানারকম মানসিক আর জ্বরজনিত জট জটিলতায় যাওয়া হয় নি। একটা জ্বর সাধারণত পাঁচ থেকে সাতদিন টান দেয়। কিন্তু নাফিসার জ্বর অদ্ভুত, সারাদিন ভুগিয়ে সারারাত ঝাড়া হাত-পা। এটাও জাহিদের আপত্তির একটা কারণ। ফলে, শরীর দুর্বল লাগছিল, সেটা চেপে যায় নাফিসা। আরিফও কী কাজে খুব ভোরে বেরিয়েছে বলেছে, সারাদিন ফিরবে না। কিন্তু মা'র কাছে যাওয়ার জন্য এমন নাফিসার গোঁ আগে দেখে নি জাহিদ কিন্তু জ্বরের মধ্যে বড় তিরতির করেছে

নাফিসার মনটা, যা-ই ঘটুক, মা কোনো কারণে অত ভেঙে পড়া কণ্ঠে কথা বলে না। ইতোমধ্যে বড্ড অবহেলা হয়ে গেছে।

সেন্ট্রাল রোড থেকে বেরিয়ে মীরপুর রোড ধরে রাসেল স্কয়ারের চত্বরের মধ্যে আসতেই দেখা গেল চারপাশ থেকে ধেয়ে-ধেয়ে আসা কালো মেঘের মতো হাজার-হাজার খণ্ড মাথা এক হচ্ছে।

শুক্রাবাদের পথ ধরে ড্রাইভার জোর টান দিয়ে যতই গাড়ি এগোয়, গলি-ঘুপচি থেকে সার বেঁধে-বেঁধে ফুঁসে উঠতে থাকা মানুষের ভিড়ে গাড়ি বারবার বাধাগ্রস্ত হয়। এইবার ভয় থেকে মেজাজ খারাপ জাহিদের, পরিস্থিতি ভালো মনে হচ্ছে না। তোমাকে আগেই বলেছিলাম।

ধেৎ ! তুমি বেশি ডরপুক। নাফিসা নিজেকে চাপাতে চায়, এইসব এই দেশে কি নতুন ?

আরে, কাল ঢাকা ভার্সিটিতে হয়েছিল, জাহিদের কণ্ঠের রাগ ক্রমশ বিস্ময়ে রূপ নেয়, আমিও ভেবেছিলাম, যা ঘটবে, ক্যাম্পাসে, কিন্তু এসব কী দেখছি ?

থ্যাংকস গড ! নাফিসা সৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়, তখনও অফিস শুরু হয় নি, দিনটা পুরোপুরি জাগে নি, বাধা খেয়ে-খেয়ে আসাদ গেটের মোটা জটলাটা এড়িয়ে মহাখালী সিনেমা হলের কাছে নাফিসাকে তার ভাইয়ের বাড়িতে নামিয়ে স্রেফ জটলার ঠোক্কর খেয়ে-খেয়ে জাহিদ অফিসে পৌছুতে পেরেছিল। এরপর সারাদিন সমস্ত দেশের অলিতে-গলিতে, মাঠে-ময়দানে ভার্সিটির ছাত্রদের সাথে দ্বিগুণ একাত্ম হয়ে দোকানদার, হকার, মানে বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ যারা রাজনীতির 'র'-ও বোঝে না, জীবন-মায়ার তোয়াক্কা না করে বিকট জলস্রোতের মতো ধেয়ে-ধেয়ে পুলিশের সাথে মর্মান্তিক সংঘর্ষে লিপ্ত হলো, মা'র পাশে বসে টিভিতে হা হয়ে এইসব দৃশ্য দেখতে-দেখতে নাফিসার একটাই বিস্ময়কর প্রশ্ন জাগছিল মনে, স্রেফ একজন পুলিশ টিভি দেখতে বাধা পাওয়ায় এক ছাত্রকে পেটাবে বলে সমস্ত দেশের লোকজন তেপান্তর থেকে কোনা ঘুপচি পর্যন্ত এমন দাউদাউ লড়াইয়ে নেমে পড়বে ? যা, নাফিসা কেন, এই জাতি উনিশ-বিশ বছরে দেখে নি।

অবশ্য তার আগে ঘরে ঢুকতেই মা'র গম্ভীর মুখ। খুবই স্বাভাবিক, নাফিসা মুখ কালো করে নিপুণ মিথ্যা ঝাড়ে— আম্মা, কী যে জ্বর গেল দুদিন— বলতেই মুহূর্তে আইসক্রিম গলে। নাফিসার কপালে মুখে হাত রেখে মা বলে, আরো ক'দিন দেখবি না ? দুদিনে জ্বর সারে ? আর এটা আমাকে ফোনে জানালে কী হতো ?

টেনশনের মধ্যে তোমার আরো টেনশন বাড়তো, বলেই সেই অস্বস্তিময় বিপন্নকর মুহূর্তে, নিজেকে ঝেড়ে দাঁড় করায়, মা, সানিলা, প্রিন্সরা কোথায় ?

পাশের একটি ঘর ইশারায় দেখিয়ে মা আঁচলে মুখ ঢাকে। স্কুলের মাস্টারি জীবনে কড়া টিচার হিসাবে খ্যাত মা, যে, ভাইবোন কেউ অকারণ অনশনে গেলে নিজে দিব্যি খেয়ে বলতো, খিদে লাগলে এমনিতেই খাবে। অভিমানে কখনো

www.MurchOna.com

নাফিসা, কখনো দুভাই এই চরম নিষ্ঠুর মা আদৌ তাদের জন্মদাত্রী কি-না এ নিয়ে কান্নায় বুক ভাসাত, সে সময়ের প্রতিঘাতে আজ মা'র এই দুর্বল রূপ, সেদিনের মতো নাফিসা আজো সইতে পারে না।

অবশ্য না সইবার মতো দৃশ্য তৈরি হয় নাফিসার পাশের রুমে তিনটি ফুটফুটে শিশুকে বিছানায় আতঙ্কিত অবস্থায় জবুথবু অবস্থায় বসে থাকতে দেখে।

স্বর্গ থেকে দোজখে নেমে ওরা যেন যে-কোনো দিকেই পা বাড়াতে ভয় পাচ্ছে, পড়ে যাওয়ার ভয়ে।

যাহোক, নাফিসা নামের অচেনা আত্মীয়কে দেখে যখন ওরা সদ্য চিড়িয়াখানায় ঢোকানো প্রাণীর মতো কেঁপে উঠেছে, অনেকক্ষণের আন্তরিক বিশ্বস্ততায় ওদের বিশ্বাস অর্জন করে কিছুক্ষণের মধ্যেই নানারকম গপ্পো, জোক্স বলে-বলে এত সহজ আন্তরিকতায় নাফিসা ওদের হাসাতে থাকে, মা'র বুক থেকে কিছুক্ষণের জন্য এক মস্ত বিশাল পাথর নেমে যায়। এক সময় চ্যানেল ওপেন করে মা, নাফিসা দুজনই টেনশনে, বড় ভাইয়ার অফিস এত দূরে, সমস্ত শহরে জ্বালাও-পোড়াও-এর মরণোৎসব শুরু হয়েছে। মোবাইলে নেটওয়ার্ক ব্যস্ত।

অফিসে ফোন ঘোরায় নাফিসা, না, পৌঁছে নি।

ফের মা'র চোখ দমক কান্নায় ভরে উঠতে থাকলে তাকে আশ্বস্ত করতে-করতে নিজেও তুমুল টেনশনে ক্রমাগত রিডায়াল দিতে থাকে, থ্যাঙ্কস গড, এক সময় বাজতে থাকে, ওপাশে 'হ্যালো' বলতেই মা ফোন টেনে নেয়।

বাচ্চাগুলো আবার ভয় পেতে থাকলে ওদের জড়িয়ে বসে থাকে নাফিসা।

ফোন শেষে হাঁপ ছাড়লেও মা বিমর্ষ, তোর ভাইজান একটা বন্ধ দোকানে চাপাচাপি করে আশ্রয় নিয়েছে। দোকান যদিও বন্ধ ...।

তাতে কী মা, সেইভে আছে, জেলে তো যায় নি !

'জেল' শব্দ শুনতেই বড় মেয়ে সানিলা জোরে কেঁদে ওঠে। সে এ্যাদ্দিন 'জেল' সম্পর্কে তার বাবা মাকে ঘিরে যা শুনেছে, বন্ধু, আত্মীয়দের টিটকারি, যেমন— কী রে ঘি-পরোটা ছাড়া নাস্তা হতো না, এখন খাক, তোদের বাবা-মা'রা পোড়া রুটি, পচা ডাল। অথবা, অন্য চোরেরা তোদের বাবা-মা-কে গা-হাত-পা টেপাবে, মানা করলে— ক'দিন এরা ভেবেই পায় নি, ওদের বাবা-মা কী অপরাধ করেছে, 'চোর' সম্পর্কে তাদের যা ধারণা, মা-বাবা তো মোটেই তেমন নয়, কত মানুষ বাবাকে 'স্যার স্যার' বলে সম্মান করেছে, মা-কে 'ম্যাডাম ম্যাডাম', কেন সত্যিই তারপরও ঠিকই চোরদের মতো করে হাতকড়ি পরিয়ে জেলে নেয়া হলো ?

মা শুধু অস্ফুটে বলেন, তারেক জিয়া জেলে। সস্ত্রীক নজমুল হুদার পর্যন্ত সাত বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। খালেদা গৃহবন্দি, হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হলো, দেশটা যেন হঠাৎ একেবারে মানুষের কল্পনার বাইরে চলতে শুরু করেছে।

দেশ কে চালাচ্ছে ? আর্মি, না তত্ত্বাবধায়ক সরকার ? ... আরে না-না দেশ চালাচ্ছে ... আর্মির ছত্রছায়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইয়াজউদ্দিন। যখন এইসব নানা প্রশ্ন দেশে নানাভাবে গুঞ্জরিত, আর্মির মুখপাত্র বলেন, দেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ন্ত্রণেই চলছে।

বাবা, মা কী করল, না করল, কিচ্ছু না জেনে হাওয়ায় ভাসমান সন্তানগুলো কী সাফারিংয়ের মধ্যেই না পড়ল। ওদেরকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মা-কে এসে বলে নাফিসা, ভাইজানের আর্থিক অবস্থা তো জানি, ওর নিজের দুই ছেলেমেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, আপনার পেনশন ... খেই হারাতে থাকে নাফিসা, ভাইদের বাচ্চাদের খোঁজ নেই, ছুটিতে খালাবাড়ি গেছে ভাবিসহ, কবে ফিরবে ?

মা নাফিসার এই প্রসঙ্গ এড়িয়ে আগের প্রসঙ্গের সূত্র ধরে, সানিলার ছোট চাচা আসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, সে-ই দায়িত্ব নেবে, আমাকে ফোন করে বারবার আশ্বস্ত করছে।

তক্ষনি ফোন, জাহিদের যা স্বভাব, হাই, হ্যালো না করে চিৎকার, আগেই না করেছিলাম আজ না, দেশ পুড়ছে, রাত আটটা থেকে কারফিউ— মাস্তানি করে ঘর থেকে বেরিয়ো না।

তাই না-কি ?

ওখানে বসে ঘোড়ার আন্ডা পারছো না-কি ? টিভি দেখছো না ? কোন দুনিয়ায় যে থাকো। যেভাবে আছো থাকো, আমি তোমাকে নেয়ার ব্যবস্থা করছি।

হন্তদন্ত টিভি ওপেন করে। বিশেষত ক্যাম্পাসের মারমুখী, অথবা প্রতিবাদমুখী ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক বিবর্তন লক্ষ করা যায়, রাত আটটার মধ্যে হল খালি করতে হবে। এই দেশের লক্ষ স্টুডেন্টদের মধ্যে ক'জনের আত্মীয় শহরে থাকে ? দূর দূরাঞ্চলে তাদের বাড়ি। এর মধ্যে রিকশা গাড়ি চলছে না, তারা কীভাবে কোথায় যাবে ?

মা ভাইজানকে ফোন করে যাচ্ছে।

আদিত্যর ফোন। এরকম উল্টা-পাল্টা অবস্থায় এই ফোনে নাফিসার স্বস্তি লাগে। শহরে হরতাল হলে ফুর্তিতে যে দিনরাত এক করে ঘুরে বেড়ায়, এতক্ষণের বাস্তবতায় সে কেমন আছে এটা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিল নাফিসা।

এ কী বলছে আদিত্য ?

শোনো, নাফিসা—

'কলসটাকে উপুড় করে
দশটি বছর ঢাললে মধু
বিশ রকমের ছলচাতুরি
পারস্পরিক করতে করতে
স্পষ্ট হলে ...'

www.MurchOna.com

ও আদিত্য স্টপ।

আদিত্য বধির।

'এখন তবে ভুল কুয়াশায় ভাসবে কেন ?
পূর্ণ যদি পাত্র ছিল
এখন তবে কোন পিপাসায় ?
এঘাট ওঘাট ?
কোন আড়ালে নিত্যপ্রয়াস ?'

কী মিন করছে আদিত্য ? কোন নেশায় এই রক্তভাঙচুরের মাঝে কবিতার মাধ্যমে নাফিসাকে তার এমন প্রশ্ন, কেবল অস্ফুটে বলে, রোম যখন পুড়ে যাচ্ছে, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছে।

কার ফোন ?

মা'র এই প্রশ্নে লাইন কেটে বলে, আমার এক জুনিয়র বন্ধুর, দিনাজপুরে বাড়ি, হল খালি হলে কোথায় যাবে ...।

তোর বাড়িতে বল না।

আরে ওদের দশজনের একটা গ্রুপ, আমি ক'জনকে ... ? যাহোক, ভাইজানের কী অবস্থা ?

লম্বা নিশ্বাস টানে মা, কার্ফুর খবর শুনে বেরিয়েছে। ভিড় ঠেলে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দিয়েছে।

এইবার সংবিত ফেরে নাফিসার, জাহিদও এইভাবে এসে নাফিসাকে নিয়ে পায়ে হেঁটে ... ? ধুর ! অত বুঝলে কি সে আজ বের হতো ?

বাইশ

বারান্দায় ঝিম ধরে বসে থাকে নাফিসা। কেমন অদ্ভুত ভয় হচ্ছে। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে কি ? চক্রাকারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন চক্কর খায় মুহূর্তগুলো, জাহিদের কথা, তুমি যেভাবেই পারো বড় ভাইজানের সাথে চলে আসো। আমি খুব বিপদে পড়েছি।

মা'র হাত ধরে কম্পিত নাফিসা, তুমি অফিসে তো ? কী হয়েছে ?

অফিসেই আটকা ছিলাম, সামনের গ্যাঞ্জাম থামছিল না, বস আজ অফিসে আসে নি। তার মেয়েও এখানে কাজ করে, আমাদের সাথেই আটকে আছে। বস বলেছেন, যেভাবে হোক তাকে বাসায় পৌঁছে দিতে।

বাসা কোথায় ?

গুলশানে। বড় ভাইজান এসেছে ?

এসেছে। কিন্তু গুলশান ? সে-তো অনেক দূরে। এখন পৌনে সাতটা বাজে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

www.MurchOna.com

ওফ নাফিসা, তুমি আমার পরিস্থিতিটা বুঝবে না ?

কেন বুঝবে ? মিথ্যা বলায় ক্রমে-ক্রমে অনাবিল হয়ে উঠছে জাহিদ ? আর এইসব ব্যাপারে নাফিসার নিশ্চুপতার কী অফুরন্ত সুযোগই না নিচ্ছে ! কার প্রেমে কতটা অন্ধ হয়েছে, ভুলে গেছে, জাহিদের অফিস সম্পর্কে নাফিসার এখনো কিছু ধারণা নেই ? কোনো নতুন বস আসে নি, আর আগের বসের তিন ছেলে, কোনো মেয়ে নেই ... আজ জাহিদকে হারানোর ভয়ে সত্যিই বুকটা হুহু করে। বড় ভাইজান সবে যুদ্ধ করে বাইরে থেকে এসে প্রথমে অসহিষ্ণু, শেষে বলে, তাহলে থেকে যা।

না, ভাবিরাও আসছে। এছাড়া এরা তিনজন, কখন কারফিউ ওঠে, ঘরে বাজার নেই।

তারপর শহরের বিশাল কাফেলায় শরীক হয়ে আচ্ছন্নের মতো বারবার রিকশা পাল্টে, মৌমাছির মতো ঝাঁক বেঁধে ঠেলা গাড়িতে বসে বসে একসময় বাড়ির গেটে,

নাফিসাকে ভাইজান নামিয়েই ছুট, সাড়ে সাতটা বাজে।

পাশের মুদির দোকানের জিনিসপত্রও ফাঁকা।

বিক্রি হয়ে গেছে।

নিজেকে স্রোতের মধ্যে ঠেলে-ঠেলে তিনতলায়, এখন হীরণকে নিয়ে বড় রাস্তার দোকানে ছুটতে হবে, কিন্তু নাফিসার শরীর-মন কিছুই যে আর এক বিন্দু দাঁড়াচ্ছে না।

ঢুকে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। রাজ্যির বাজার করে আরিফ আর হীরণ রান্নাঘর ফ্রিজ সাজাচ্ছে। 'কী দরকার ছিল' এ আর গলা দিয়ে আসে না, ওকে দেখেই আরিফের স্যারেন্ডার। আপনাদের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ নিয়েই এই ব্যবস্থাটি করলাম, হলো ? হীরণ তুমি শুকনো বাজার গোছাও, আমি মাছগুলি স্লাইস করে কেটে ফ্রিজে রাখছি।

কার্ফুর মিনিটগুলো পার হতে থাকলেও যখন প্রচণ্ড নিরুত্তাপ নাফিসা বারান্দায় বসে, তুমুল অবাক আরিফ হন্তদন্ত, ভাবি, জাহিদ কোথায় ? হোয়াট ? জানি না।

মানে ? এটা এসময় কোনো কথা হলো ?

কেন বিয়ের তিন বছর পর যখন জাহিদ লাগামহীন জন্তুতে পরিণত হওয়ায় ব্যাপারটা ডিভোর্সের দিকে যখন যাচ্ছিল, তখনো ভীষণ ইনসিকিউর্ড আর নিঃস্ব মনে হয় নি নাফিসার ? বিয়ের আগের ব্যাপার আলাদা, ডিভোর্সের পর এই সমাজে কী চাকরিতে, কী আত্মীয়র বাড়িতে, একজন একাকী মেয়ের জন্য এই সমাজে এক বিন্দু নিরাপত্তা নেই, এ-তো কম দেখে নি নাফিসা। এরপরও ওইসব মেয়েরা যুদ্ধ করে থাকছে না ? সঙ্কট একটাই, নাফিসা তার নিজের একটি সহজাত প্রবণতাকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না, সে হলো ভয়। একা বাঁচা, লড়াই করা— এই সবে ভীষণ ভয় তার, তারপরও, যেহেতু মা-কে পুরো ব্যাপারটা জানিয়েছিল সে,

www.MurchOna.com

মা'র শক্ত হাত তার হাতে ছিল। ভেবেছিল মা-কে নিয়ে আলাদা একটা বাসা নিয়ে ফের নতুন চাকরি খুঁজবে সে।

অবশ্য তখন প্রেক্ষিতটা আলাদা ছিল। জাহিদের ব্যবহারে তিক্ত-বিরক্ত নাফিসা ওর সমস্ত সত্তায় ঘৃণিত অবয়ব ছাড়া কিছুই দেখত না, তবুও ন্যূনতম অস্তিত্ব বিপন্নহীনতা তখনো যদি একটুও কাঁপিয়ে থাকে তাকে তবে, এখন ?

এতদিনের দাম্পত্যে, মায়ায়, অভ্যাসে, কেয়ারিংয়ে যতই আদিত্য ওর প্রেমের রোমাঞ্চে তরঙ্গ উঠাক, শেষ জীবনটা তো নিশ্চিন্তে এই সংসারেই এলিয়ে দিয়েছে নাফিসা। আর প্রথমদিকে জাহিদের দুনম্বরী অর্থ উপার্জনে নাফিসা যত বাধা দিয়েই থাকুক না কেন, যেহেতু সেটা খুব লেলিহান নয়, যেহেতু তাতে বেঁচে থাকার স্বাচ্ছন্দ্যের একটা প্রচণ্ড আরাম হয়, দ্বিতীয়বার একটি চাকরিতে জয়েন করে নানারকম পরিস্থিতিতে পরে বেতন ভালো থাকা সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় সেটা ছেড়ে দিতে পেরেছিল নাফিসা।

এইরকম অবস্থায় জাহিদ যেভাবে নিজেকে বোকার মতো অস্পষ্ট করে, একেবারে নাফিসার সামনে স্পষ্ট হয়ে কোথাও খাবি খাচ্ছে, দিনরাত্রির তোয়াক্কা করছে না, রীতিমতো ভীতিকর ঠেকে নাফিসার। প্রথম রাতের সম্পূর্ণ অচেনা, স্তব্ধ শহরের দিকে তাকিয়ে এইবার খুব জোরসোরভাবে জাগরিত হয় নাফিসা, জাহিদ যার সাথে গভীর কণ্ঠে কথা বলছিল, কে সে ? নাহ, একবেলায় হুট্ আসা নতুন করে কেউ নয়, জীবন অংকের ন্যূনতম হিসেব তো তা-ই বলে। কারণ সেই রাত্রের ফোনে কারো বিপদে আশ্বস্ত করার মধ্যে ছিল জাহিদের যে আকুতি, তার আগের দিনের জাহিদের সাথেও সেই জাহিদ একেবারেই মেলে না।

চেয়ার টেনে নিঃশব্দে পাশে বসে আরিফ! স্ট্রেঞ্জ ! আপনি এই অবস্থায় ফোন বন্ধ রেখেছেন ? জাহিদ ট্রাই করছে। আমাকে বলল, তার বসের মেয়েকে পৌঁছে দিতে গিয়ে ...।

বসের বাসায় আটকা পড়েছে, এই তো ?

ও গড ! তাহলে আপনাদের কথা হয়েছে ?

আমাকে কী মনে হয় ? স্টুপিড ? এইবার তীব্র চোখে আরিফের মুখোমুখি হয় নাফিসা, সে রাতে যে মহিলার সাথে কথা হয়েছিল জাহিদের, সে কে ? নাম কী ?

রীতিমতো ভড়কে যায় আরিফ। বারান্দায় খেলতে থাকা আধো আলো ছায়ায় তার মুখটা বড় বিপন্ন দেখায়, বিশ্বাস করুন, আমি অত ডিটেইল লক্ষ করি নি। একটা ফোন এল, কী সব কথা চলছিল, আমি খুব টায়ার্ড ছিলাম, সোফায় মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়লাম। আমার এসব ব্যাপারে অত কিউরিসিটি নেই, বাইরে থাকতে থাকতেই হয়তো এই অভ্যাসটা রপ্ত হয়েছে, নইলে লক্ষ করতাম ... কেন ? কী হয়েছে ?

কিছু না, হালকা বাতাসে চোখের ওপর আছড়ে পড়া চুল বাঁ হাতের আঙুলে চেপে নাফিসা বলে, ওহ, এতকিছু কিনেছেন, উঠি, রান্না করতে হবে।

www.MurchOna.com

চেয়ার থেকে উঠতে গেলে নাফিসাকে থামায় আরিফ, আজ আমার মেন্যু, আমার রান্না।

তা অবশ্য আপনি ভালো রান্না করেন।

ও ভাবি, ভুলে গিয়েছিলাম, আপনার দেবর নাহিদের সাথে আপনার কোনো কথা হয়েছে? হল ছাড়ার সময় জাহিদ তাকে বাসায় আসতে বলেছিল।

চক্রাকারে ভাসে দৃশ্য। ইনোসেন্ট ছেলেটার অনাবিল হাসি আর হাসতে-হাসতে কাঁধে নাফিসার ঝুঁকে পড়া, এরপর তীব্র অপমানে ... সে কেন আসবে? রীতিমতো ফণা তুলে নাফিসা।

জাহিদ টেনশন করছিল।

কখন কাকে নিয়ে যে উনার টেনশন! তেতো কণ্ঠে বলে নাফিসা, কী হলো রান্না করবেন না?

একটা প্রশ্ন করি?

বলুন।

কোনো একটা ব্যাপারে স্থির হয়ে পড়েই আপনি এত কথা ঘোরান কেন? আরিফ ক্রমেই সহজতর হতে থাকে, আপনি সেদিনও স্পেশালি জাহিদের এই ফোন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসে নিজেকে ঘুরিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি স্পেশালি বাইরে থেকে যে-কোনো মানুষের প্রাইভেসির ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করাটাকে ভদ্রতার চোখে দেখি না, কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতা আলাদা। এই এক সপ্তাহে জাহিদের রুটিনটা এমন আকাশ-পাতাল বদলে গেল, আপনি তো তাকে এ নিয়ে একটি কোশ্চেনও করছেন না। ওর বদলটা তো চোখে পড়ার মতো, তারপরও আপনি তার ব্যাপারে এত স্বাভাবিক, কেন?

রাত বাড়তে থাকলে দীর্ঘ একাকী বিছানায় যখন নাফিসা নিঃসাড়, ফোন বাজে... কান পাততেই, আরে! দেশের এই দুরবস্থায় গান-বাজনা কিসের? আদিত্য বলে, বাঙালিরে আটকায় কে? আমার প্রাণের দোস্ত উত্তম ঘোষ এসে আমার বাড়িটাকে আখড়া বানিয়ে ফেলেছে, ক্লাসিক্যাল-এর সাথে ফোক-এর যা মিশ্রণ ঘটায়... শোনো... সে ফোন শিল্পীর কাছে নিয়ে যায়, মুহূর্তে নাফিসা টের পায় ফোক গাইতে থাকা শিল্পী চট-ঘুরিয়ে অন্য সুর তুলছে, ইচ্ছে ছাড়া বলো কী করে, তোমার কাছে আসি... সুর বাহারে যে সুর বাজে সে-তো তো-মা-র মুখের হাসি...।' ফের ফোন টেনে নিয়ে আদিত্য হাসে, নাফিসা... নাফিসা... এ আমার মনের কথা, ওর নয়।

হুহু রাত্রির ছায়াময় কুয়াশা-কুয়াশা দেখতে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে লম্বা নিশ্বাস টানে নাফিসা।

এক সময় সমস্ত সুর তরঙ্গ রঙ রসের আবিলতা ছেড়ে বাতি বন্ধ করে আঁধারে তলায় নাফিসা।

www.MurchOna.com

তেইশ

একই অবস্থা জাহিদেরও, ক'দিন ধরে সময় পেলেই টানা চলেছে সে আফরিনের সাথে। বলা যায়, একটি অতল গহ্বরে তলাতে থাকা আফরিনকে, সময়, বন্ধুতা, বিশ্বাস, নির্ভরতা দিয়ে নিজের যথাসম্ভব কাছবর্তী করার চেষ্টা করেছে। প্রথমদিকে আফরিনের জীবনে জাহিদের আসা নিয়ে তার পরিবারে যে অস্বস্তি ছিল, জাহিদ তার ব্যবহার, বিশ্বস্ততা দিয়ে তার অনেকটাই দূর করেছে। বরং আফরিনের এই পতিত দশায়, যখন সে খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে বারংবার নিজেকে হত্যার মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছে, তাকে টান দিয়ে জহিদ বাঁচাচ্ছে, এটা ধীরে-ধীরে ওদের পরিবারে জাহিদের প্রতি প্রচণ্ড কৃতজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু তারপরও জাহিদ লক্ষ করে, মেয়েকে নিয়ে চরম এক ধাক্কা খাওয়ার পর ওরা সন্তর্পণে জাহিদ, আফরিনের পদচারণা লক্ষ করে যায়।

জাহিদ বিস্ময়করভাবে গলেছে অন্য জায়গায়, দুর্ঘটনা ঘটেছে ছ'সপ্তাহ। এর মধ্যে আফরিন বাবা-মা বাড়ির কাউকে সহ্য করতে পারত না। ঝিম মেরে বসে থাকত, কেউ কাছে এসে কিছু বললে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় গাড়ির নিচে পড়তে চাইত। সে কী ভেবে তার এক সময়ের জীবনে তার অবহেলায় দুমড়ে উড়ে যাওয়া জাহিদকে তার চরম বিপন্নতার কথা জানিয়ে তার কাছে বাঁচার প্রার্থনা করল ?

আজো আফরিন চিন্তাহীন বেরিয়ে পড়েছিল পথে।

এক পর্যায়ে একটি বন্ধ মার্কেট খুলে গেলে রাস্তার হাজার মানুষের হুজ্জোতের মধ্যে জাহিদকে ফোন করে।

যেহেতু কিছুক্ষণ পর কার্ফু, মানুষ জানা-অজানার উদ্দেশে পাগল ছুট দৌড়াচ্ছে। সেইফটির জন্য জাহিদ অফিসে গাড়ি রেখে এসেছে। বেরিয়ে মনে হলো, ভালোই হয়েছে, যত যুদ্ধ করে এগোনোই হোক, যে-কোনো একটি গাড়ি দেখলে যেভাবে মানুষ লিফট-এর জন্য কাকুতি-মিনতি করতে-করতে হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে, গাড়ি থাকলে ভালোই বিপাকে পড়ত সে।

দোকানের সামনের পিলার ধরে ভেজা চড়ুই বাচ্চার মতো কাঁপছিল এত বড় মেয়েটা। জাহিদকে দেখে স্থান-কাল ভুলে ঝাঁপিয়ে ওর বুকে আফরিন পড়ে।

এরপর কখনো রিকশা, কখনো হেঁটে, এলিফ্যান্ট রোড থেকে সোজা ডান, বাঁয়ে নীলক্ষেত, হাতিরপুল রোড ফেলে ধাক্কা খেয়ে-খেয়ে আজিজ সুপার মার্কেট ক্রস করে দেখে শাহবাগে রাজ্যির যম ভিড়। ঘেমে এক সাথে আফরিনকে কষে চেপে জাহিদ যখন টেনশনে একাকার, হঠাৎ টের পায়, সে পা বাড়িয়েছে, আফরিন নড়ছে না। ওকে টান দিয়ে তাকায়, পৃথিবী ভুলে 'মাতৃস্তন' বিষয়ক একটি বিশাল

www.MurchOna.com

বিজ্ঞাপনের বিলবোর্ডের দিকে প্রবল আকুতি নিয়ে তাকিয়ে আছে আফরিন— যেখানে মায়ের আধ আঁচলের তলায় নবজাত এক শিশু।

অনেক কষ্টে ওকে সেই ঘোরের ফের থেকে বের করে জাহিদ ইস্কাটনের কাছে একটি রিকশা পেয়ে হাজার মানুষের হুজ্জোত ঠেলে কোন শক্তির জোরে যে আফরিনকে নিয়ে উঠে পড়তে পারে, নিজেও জানে না, বলে, মগবাজার।

স্যার একশ' ট্যাকা লাগব।

পাঁচশ দিমু, হইল ? তেতে উঠতে থাকলেও, তার এই কথায় আফরিনের চোখে কোন তেপান্তরে হারিয়ে যাওয়া এক হাসির ঝলক দেখে কখন যে ফুরফুরে ঠান্ডায় মনটা হালকা হয়ে আসে জাহিদের, নিজেও জানে না।

চোখ থেকে মুছে যায় শাহবাগের ডানপথ ধরে এত বড়-বড় স্যুটকেস, বোচকা টেনে-টেনে হল ছেড়ে আসতে থাকা ক্লান্ত বিধ্বস্ত মেয়েদের ছবি।

ওদেরকে পেয়ে আফরিনের বাড়িতে সবাই যেন চাঁদ পায়। ওর মা-তো রীতিমতো কান্না শুরু করে দেন, এইসময় কেউ মোবাইল বন্ধ রাখে ? ভাইবোনদের একই অস্থিরতা। আর ওর বাবা, ওহ্ জাহিদ, তুমি যা করলে, তোমার সাথে আছে জানালে, সকালে হুট করে একা বেরোলো, ... যা করলে,

চাচা, আমি যাব ?

সে-কী ? ওর বাবা ওর হাত খামচে ধরেন, ঘড়িতে তখন আটটা বেজে এক।

একাকী একটি কক্ষে বিছানায় শুয়ে এইবার জাহিদের মধ্যে শুরু হয় নির্মাণ আর ক্ষয়ের খেলা। এ কোনদিকে এগোচ্ছে সে ? সাধারণ যে-কোনো পরিস্থিতিতে নাফিসা তার ফোন না ধরলে প্রচণ্ড ক্রোধ প্রকাশ করে সে। আজ নাফিসার স্তব্ধতা এই প্রথম ভীতিকর ঠেকছে তার কাছে। এই ক'দিন আফরিনের সাথে ব্যাচেলর প্রেমের মতো যেভাবে অফিস শেষেই কখনো লংড্রাইভ, কখনো লেকের পার, কখনো চিনে রেস্টুর‍্যান্ট করেছে, এতদিনের দাম্পত্যে নাফিসার সাথে জীবনে তা করা হয়ে ওঠে নি। টাকা আসতে শুরু করার পর দুজনেরই বলতে গেলে ওসব ব্যাপারে মন মরে গিয়েছিল। তবে শপিং করেছে প্রচুর। ঘরে দুজনের একঘেয়ে বোধ হওয়া মানে শপিং সেন্টার চষে বেড়ানো। নিজের দামি পোশাক, জুতো, ঘরের নানারকম ডেকোরেশন পিস, নাফিসার শাড়ি, সালোয়ার ... এসব ক্ষেত্রে কী করে যেন জাহিদের পছন্দের গুণমুগ্ধ ছিল নাফিসা। নিজের পোশাকের ব্যাপারেও জাহিদের পছন্দকে গুরুত্ব দিত। এসবই খুব উপভোগ করত জাহিদ।

কিন্তু তার এই হঠাৎ বদলে যাওয়া জীবনটা সম্পর্কে জোড়াতালি মিথ্যা বলে যতই সে একেবারে ফুরফুরে নাফিসার কাছে পার পেয়ে যাচ্ছিল, ততই নাফিসা তার কাছে অচেনা হয়ে উঠছিল। যদিও নাফিসা জাহিদের মতো না। অন্যের প্রাইভেসির

www.MurchOna.com

ব্যাপারে সচেতন। কিন্তু এ-তো অন্যের চিঠির খাম খোলা বা এসএমএস পড়ে ফেলা নয়। নাফিসার কি নিজের স্বামীকে নিয়ে এইটুকু ন্যূনতম কৌতূহল থাকবে না, তার নতুন বস সম্পর্কে এখনো সে খবর জানবে না ? যেখানে আগের বসের কয়েকটা পার্টিতে জাহিদের সাথে অ্যাটেন্ড পর্যন্ত করেছে সে ? সেখানে নতুন বসের মেয়ে ... তার জন্য কার্ফুতে এসে একটি বাড়িতে রাত্রিযাপন, এত বড় কাঁচা ডাহা মিথ্যা বলে নিজেকে এ কোথায় এনে ফেলল সে, যেখানে কখন কবে কারফিউ ভাঙবে তার নিশ্চয়তা পর্যন্ত নেই ?

যদিও বিবর্তিত অনুভবে আফরিনের সত্তার বহুলাংশই খোয়া গেছে জাহিদের অনুভব থেকে, সেই ছিপছিপে গড়নের দাবড়ে বেড়ানো মেয়েটার দেহে মেদ জমেছে, কটাক্ষ চোখে, আকুতি। আর অস্তিত্বের সমস্ত চরাঞ্চল জুড়ে একটি শিশুকে কেন্দ্র করে হাহাকার।

তবুও, জাহিদ অনুভব করে, সেই সময়ে একটিবার ভালো করে ওর মুখখানি দেখার, একটি আঙুল স্পর্শ করতে না পারার যে অপ্রাপ্তিতে সে ভুগছিল, সেই হাহাকার কোথায়, কোন অতলে যেন লুকিয়েছিল জাহিদ নিজেই কি জানত ? আজ বেদনা, বিপন্নতা যা নিয়েই সে জাহিদের কাছে বারবার আছড়ে পড়ুক, জাহিদের সান্নিধ্যেই স্থিত শান্ত থাকতে ভালো বোধ করুক, মানুষটা আফরিনই তো, তলায়-তলায় পরাজয়ের গ্লানি মুছে ওকে নিয়ে এক ধরনের জয়ের আনন্দে চলতে-চলতে টেরই পায় নি, এই নতুন আফরিনই কতটা তার প্রাণের কাছে চলে এসেছে।

বিয়ের পর এরকম পরিস্থিতিতে নাফিসাকে বাসায় রেখে বাইরে এই প্রথম। কী করছে ও ? কী ভাবছে জাহিদ সম্পর্কে ? সিগ্রেট ধরিয়ে জাহিদ জানালার কাছে যায়।

রাত এগারোটায়ই বাতি জ্বলা ঢাকা শহর কবর হয়ে গেছে। ডিনারে এ নিয়ে কথোপকথন হয়েছে, তোমার বউ টেনশন করবে না ?

মিথ্যা এখন জাহিদের ঠোঁটের ডগায়, না, আমার শাশুড়ি আছে। ওর জ্বর শুনে এসে নিজেও আটকা পড়েছেন।

সে কী বাবা ? জ্বর ? তাহলে তো তোমার ...।

না, না সামান্য জ্বর, সেরে গেছে। মা'দের ব্যাপার তো বুঝেনই, সন্তানের সামান্য অসুখ শুনলে ...।

তা, কী বলেছো বউকে ? সে কি জানে তুমি আমাদের এখানে আছো ? এইবার আফরিন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায়, চড়া কণ্ঠে বলে, তোমরা ওকে এত উকিল জেরা করছো কেন ? জাহিদ তুমি এসে ফ্রি হও, আমি তোমার শোবার ব্যবস্থা করছি।

এই ক'দিনে আফরিনের এই আচরণটা সবচেয়ে স্তম্ভিত করেছে জাহিদকে, চলার নানা পর্যায়ে কত কথা উঠেছে, সে নাফিসা প্রসঙ্গে একটি কথাও তোলে নি সমস্ত ভদ্রতা সম্পন্ন শেষে গেস্টরুমে এসে। বিছানায় শুয়ে টিভি অন করে। গেস্ট

www.MurchOna.com

রুমটি সুন্দর সাজানো। ছিমছাম আলনা, একটি ইস্ত্রি টেবিল। কোনার কারুকাজময় মটকার ভেতর থেকে মানিপ্ল্যান্টের ডগা বিষদাঁত ভাঙা সাপের মতো মাথা দুলিয়ে ফুঁসে যাচ্ছে। অচেনা বিছানায় যদিও শুয়ে অস্বস্তি জাহিদের, কিন্তু সাদা চাদরে এত নিপাট সাজিয়ে গেছে আফরিন, শুতে আরাম লাগে। দেয়াল ক্যালেন্ডারে হুহু গ্রাম ... যে-ই চোখ মুগ্ধ হয়ে যাবে, সেই 'মঠ'-এ সেজদারত কুঁজো মেয়েটার কথা মনে হয়, তারপর ...

কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাতে কম্পিত সে টিভির সাউন্ড বাড়ায়, প্রধান উপদেষ্টা ভাষণ দিচ্ছেন জনতার উদ্দেশে—এই বিশৃঙ্খলা কতিপয় ছাত্র রাজনীতিকদের উস্কানীতে হয়েছে যারা এসব সাধারণ মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, সরকার দেশ জনতার মঙ্গল চায়, জানমাল, ক্ষয়ক্ষতি রোধে মূলত এই কার্ফু ...।

কী করছে নাফিসা ? একমাত্র আরিফকে রক্তে-রক্তে বিশ্বাস করে জাহিদ। তার জীবনে মিথ্যা, লুকোচুরি অসমতা বলে কোনো শব্দ নেই। যদিও বন্ধুত্বের স্বার্থে কালো টাকা সাদা করার অনেক প্ল্যান সে বিদেশ থেকে আগেও দিতো, এখনো দিয়ে যাচ্ছে। এইসব ফোকড় থেকে বেরোতে অকাতরে সে সময় সময় নিজের টাকা সাদা করে জাহিদের ব্যাংকে পাঠিয়েছে। এছাড়াও আছে শৈশব-কৈশোরের ঋণ। বলা যায়, ফাইভ পাশের পর মফস্বলে আরিফের বাড়িতে থেকেই সে ইন্টার পাশ করে অনার্স পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বিনিময়ে একমাত্র ছেলের বন্ধুর কাছ থেকে কিচ্ছু নেয় নি ওর মা। জীবনে আরিফের প্রেমে বহু মেয়ে পড়েছে, আরিফ প্রথমে নিস্পৃহ, তাচ্ছিল্য, শেষে অপমান করে পর্যন্ত মেয়েদের কাছ থেকে সরে এসেছে।

একদিন এক বন্ধুর সাথে আরিফের ঝগড়ায়, ওই বন্ধু ইন্টারমিডিয়েটেই বিয়ে করেছিল এক মেয়েকে, কাজে, অকাজে সেই আরিফের কাছে আসাতেই বিপত্তি, রীতিমতো শাসিয়েছিল বন্ধুকে, কী মনে করিস আমাকে ? তুই আমার বন্ধু, তোর বউ যদি সারারাত উদাম হয়ে শুয়েও থাকে, আমি তাকে একটুও স্পর্শটি করব না।

হ্যালো আরিফ, কী করছিস ?

রান্না করলাম।

কেন নাফিসা কোথায় ?

শুয়ে পড়েছে।

ফোনটা একটু দিবি ?

ওর দরজা বন্ধ। তুই এসে ম্যানেজ করিস।

এই রকম আরিফকে নাফিসা তাচ্ছিল্য করে ? এক মৌজ ভাবনায় ছেয়ে ঘুম নামে চোখে। কিন্তু একটি দৃশ্যে সুখ তছনছ হয়ে যায়, হাজারো মানুষের ভিড় হুজ্জোত অগ্রাহ্য করে একটি নবজাত শিশুর পোস্টারের দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল আফরিন।

www.MurchOna.com

জাহিদের মধ্যে পিতৃত্ববোধ প্রবল হয়। অকস্মাৎ একটি দ্বিমুখী ভাবনা এসে পিন হয়ে প্রথমে তার শরীরে ঢোকে।

নাফিসাও তো একজন নারী। নিজে সন্তান দানে অক্ষম, এটা জেনেও কোনোদিন তার কণ্ঠে কান্না তো দূরের কথা, একটি 'উফ্' শব্দের আফসোসও শোনে নি জাহিদ।

ক্রমশ পিনটা বল্লম হয়ে তার সর্ব অস্তিত্ব খুঁড়তে থাকে, এছাড়া বিয়ের পর থেকেই জাহিদের 'সন্তান আকুতি' কম তো দেখে নি সে। টেস্টের পরও নিজের অক্ষমতা নিয়ে দাবড়ে বেড়ায়, কোনোদিন এ নিয়ে জাহিদের ভেতর হাহাকারের পাশে দাঁড়িয়েছে সে ? এই যে জাহিদের ত্যাগ, এ নিয়ে কখনো এক বিন্দু আকুলতা নিয়ে জাহিদের বুকে পড়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ? ক্রমশ তীব্র এক স্বার্থপর নারী মনে হতে থাকে নাফিসাকে তার। যেন এখনই সে অনুভব করে সন্তান নিয়ে এই হাহাকার আফরিনের প্রেমিকা সত্তাকে যতই হত্যা করুক, সেই সত্তায় একাত্ম হয়েই আসলে জাহিদ তার সাথে ভূতগ্রস্তের মতো চলছে।

বাতি নিবিয়ে দপদপে মাথা নিয়ে টিভি অন দরজা খোলা, কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপহীন কোন অনন্তে নিজেকে তলাতেই দিশাহীন কাঁথা টান দিয়ে পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ঢেকে ক্রমশ যেন মরে যেতে থাকে জাহিদ।

রাতের কত প্রহর যেতে থাকে জাহিদ জানে না।

অকস্মাৎ ধড়ফড় ঘুম ভাঙে একটি নগ্ন-নারী-শরীর স্পর্শে। সমস্ত ঘরে হুহু আঁধার। জল ভেজা চোখ নিয়ে সেই নারী জাহিদের ঠোঁটে চুমু খেয়ে প্রায় খামচে ওর শার্ট প্যান্ট উল্টাপাল্টা করতে-করতে গনগনে জাহিদকে ভাঙা, অস্ফুট কণ্ঠে শোনায়, জাহিদ, তুমি আমাকে আমার বাবুই পাখি দাও।

চব্বিশ

রাতের ডিনারে নিজেকে ভেঙেচুরে দাঁড় করিয়ে এই প্রথম আরিফের রান্না খেতে-খেতে দুজন ছিল অনাবিল কথায় উৎফুল্ল। আরিফও অনেকদিন পর এমন অকপট নাফিসাকে পেয়ে নিজেও বর্ম খুলে হয়ে উঠেছিল সহজতর। বিদেশের কত অভিজ্ঞতা, কত কাণ্ড ... শুনে-শুনে কখনো নাফিসা বিস্ময়ে খুন, কখনো হাসতে-হাসতে হেঁচকি ... এর মাঝে একটি ফোন এলে আরিফের স্বয়ংক্রিয় আঙুল তাকে চুপ করার নির্দেশ দেয়, তখন সহসা ভেবে উঠতে পারে না নাফিসা, ফোনটা কার ?

শেষে নির্দ্বিধায়, নাফিসা নিজ ঘরে যখন শুয়ে ... দরজা বন্ধ ... ফোন গোপনের ব্যাপারটা পছন্দ না করে আরিফের ব্যাপারেও যখন কুণ্ঠিত হয়ে আসতে শুরু করেছিল নাফিসা, ওকে অবাক আশ্বস্ত করে আরিফ বলে, শুনুন দিদিমণি, আমার বন্ধুটিকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। ওর সাথে জেদ করে কাউকে মাঝখানে ফেলে

www.MurchOna.com

তাকে 'জেলাস' করতে চাওয়া মানে সেই শব্দের অপমান। আমার মনে হয় সেটা আপনিও বোঝেন। একমাত্র আমাকে নিয়েই যেহেতু তার মাথায় কোনো পোকা নেই, আমি তার সাথে সেই সম্পর্কটাই রাখলাম। যতই সারাজীবন বিশ্বাস করুক আমাকে, কোনো একটা হালকা সুযোগ পেলে আমাদেরকে মুহূর্তে অবিশ্বাস করে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলতে ওর এক মিনিটও লাগবে না। না ... না, ওর বদনাম করছি না, যেখানেই থাকুক আজ রাত, আমি আপনি এক বাড়িতে, এটা ভেবে যা-যা ভাবতে পারত সে, সেটা বন্ধ করে দিলাম। শান্তির ঘুম হোক তার, কারণ আমি লক্ষ করেছি সংসারে স্বস্তিটাই আপনার প্রধান !

এতগুলো কথা একসাথে বলে যখন গেলাস উপচে আরিফ পানি ঢালছে গলায়, হাসতে থাকে নাফিসা, মাই গড ! আপনার তো দেখছি মশাই পেটের ভেতর দাঁত। এইসব পেটে রেখে দিনরাত চুপ থেকে বাঁচেন কী করে ?

আর আপনি ? আপনি এই সংসারে পুরোপুরি থেকে, আবার পুরোপুরি না থেকে ? ইয়েস বলুন, কী করে বাঁচেন ?

এরপর এই আরিফের কাছ থেকে নিজের ছোট কক্ষের সাদা ক্যানভাসটার সামনে দাঁড়িয়ে নাফিসা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। যে ক্যানভাসে জলরঙে কিছু একটা আঁকতে গিয়ে আঁকার শুরুতেই অথবা মাঝামাঝি অবস্থায় এক অসহ্য বেদনা থেকে টিস্যু দিয়ে ঘষে-ঘষে বারবার মুছে যায় সে।

পুরোপুরি থেকে, আবার পুরোপুরি না থেকে ? এই কথা আরিফ বলেছে ? সে জেনে, না-কি না জেনে কোনো মুখস্থ শব্দ আউড়ে গেছে নাফিসার দাম্পত্য সম্পর্কে ?

নাহ্। এইসব নিয়ে ভাবতে ভালো লাগছে না। সে নিজেও কি কম নির্দ্বিধায় সাব্বির সম্পর্কে একতরফা পবিত্র প্রেম বিষয়ে জাহিদকে কম মিথ্যা বলেছে ? কত কত দিন শরীরের শেষ সম্পর্কটার আগ পর্যন্ত বন্ধুর বাড়িতে স্বামী, স্ত্রীর মতো তারা সহজ আবিলতায় থেকেছে। বিয়ের আগে 'শেষ সম্পর্ক' সময়ে গনগনে আগুন নেভাতে ধাক্কা দিয়েছে সাব্বিরকে, সতীত্বের এক কঠিন বোধ থেকে। এছাড়া সাব্বির তার শরীর আর মনের কোন জায়গাটা স্পর্শ করে নি ?

সেইদিন বিয়ের পর পর পকেটে ফুটো টাকা নিয়ে ইন্টারভিউ থেকে ফেরার পথে সাব্বিরের টানকে উপেক্ষা করতে কেন যে তার কিছু কথা শোনার জন্য চিনে রেস্তোরাঁয় বসেছিল, নিজেই জানে না। হা ! নিজের কাছে নিজের বিয়ের পরেও কী দুঃসহ অপমান ! নাফিসা যত পালাতে চায় তত চোখে ভাসে সেই পড়ন্ত দুপুরের দৃশ্য।

মোগল নরনারী, স্থির গেলাস, ওড়নায় ঢাকা তিনকোনা মুখ, নেশায় মুহ্যমান পাগড়িঅলা। এইসব নিষ্ফল দৃশ্য থেকে চোখ ঘোরালে সাব্বিরের দিকে চাইতেই হয়। ও যে পোশাক পরেছে, ওরকম চকমকে শার্ট মানুষ রাত্তিরের অনুষ্ঠানে পরে।

www.MurchOna.com

সহসা সব ভুলে সেই দিনগুলো মনে পড়ে নাফিসার। এক সময় দুজন কী মৌজের মধ্যেই না ছিল ! সাব্বির ছিল সাধারণ, রাস্তার পাশে ফুচকা, ছোট কাপে চা। যখন ওর অবস্থা পাল্টাচ্ছে, ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ও, ভালো রেস্টুরেন্টে খেতে যেত। কখনো নাফিসার মনে হয় নি, এ সাব্বিরের টাকা, এইসব উন্নতি নাফিসার নয়। নিজেকে কখনো তার সত্তা থেকে এক বিন্দু আলাদা ভাবার সুযোগ দিতো না ও। সারাক্ষণ মজা করত, বিল মেটাতে গিয়ে হাসতে-হাসতে ম্যানেজারকে বলত, এ রকম চমৎকার একটা মেয়েকে নিয়ে ঘুরছি, তারপরও কী করে যে বিলের কথা মনে থাকে আপনাদের ? এই সাব্বির, শারীরিক সম্পর্কের শেষ ধাপে যাওয়ার আগে, নিজেকে দমাতে গিয়ে যে পৈশাচিক স্পর্শ করত, নাফিসা তারপরও কখনো শারীরিক সুখে, কখনো শরীর যন্ত্রণায় তাকে সম্মান করে ভাবত ওকে বিয়ের পর নিজেকে উপুড় করে দেব। নাফিসা কাঁপতে থাকে। কেন পুরুষদের শরীর হাজারো প্রেমে এসে স্পর্শে হিংস্র হয়ে যায় ?

সেদিন সেই আলো-আঁধারির চিনে রেস্তোরাঁর হিম, যেন ব্লেড দিয়ে নাফিসার চামড়া চাঁছছিল। অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল সাব্বির, সেদিন যতই চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য সবচেয়ে বিন্যস্ত থাক নাফিসা, তবুও সাব্বিরের ঔজ্জ্বল্যের সামনে, তখনো যখন আর্থিকভাবে সমস্ত সংসারের ভার নিয়ে বিপর্যস্ত জাহিদ, কতটা আর ভালো পোশাক পরতে পারে নাফিসা ? অকস্মাৎই তার মনে হচ্ছিল, সে পরিবেশের জন্য যোগ্য নয়। হুজুগের মাথায় তুলে এনে সাব্বির হয়তো মনে-মনে পস্তাচ্ছে। অবস্থা এমনই মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল, কিছু না বুঝেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল নাফিসা, আমি যাচ্ছি।

কী আশ্চর্য ! অর্ডার হয়ে গেছে। সাব্বিরের বিচলিত মুখ ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, তুমি এখনো এত অস্থিরতা নিয়ে সংসার করো কীভাবে ?

তাহলে যা বিল হবে আমি দেব, বলেই নাফিসা টের পায় ধ্বস নামছে ভেতরে, পরক্ষণে, নিজে বিবাহিতা, এই অবস্থা বিস্মৃত হয়ে তার ভেতর মরিয়া হয়ে ওঠে একটা আস্থা, সাব্বির যদি আমূল বদলে না গিয়ে থাকে এ নিয়ে সস্নেহে হাসবে আর বাধা দেবে নাফিসাকে। অথবা বিবাহিতা যদি মেনে থাকে, বলবে তোমার হাজব্যান্ডের টাকায় আমি খাবো কেন ? যেহেতু ইতোমধ্যে নাফিসা হাউজওয়াইফ— এইটুকু সাব্বিরের জানা হয়ে গেছে গাড়ি ড্রাইভ করতে-করতে।

তোমার বিয়ে হয়েছে, সাব্বির হাসে, আগের বাস্তবতা তো তোমার নেই, অবশ্যই তুমি খাওয়াবে, এ নিয়ে আগেই দরকষাকষির দরকার কী ?

ব্যাগে দেড়শ টাকা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, এখন একশর মতো আছে, এর মাঝেও মাসের বিশ তারিখ, টুকটাক ডিম, ময়দা নিয়ে যাওয়ার কথা, ব্যাগের এমন দশা রেখে পাগল না হলে কেউ এই প্রস্তাব দেয় ?

নিজের ওপর মুহূর্ত দংশনে রাগ ধরে যেতে থাকে নাফিসার।

এক সময় অনুভব করে, বিয়ের আগে সাব্বির, দিয়েছিল, আজ নিজেই নিজের মেরুদণ্ডে সবচেয়ে বড় আঘাতটা দিল। অথচ সাব্বির 'ক্ষুধা' বিষয়ক ভয়ঙ্কর খোঁচাটা দেয়ার পর কতদিন রাত সে এই স্বপ্নটা দেখেছে, একটি আলীশান হোটেলে সে নির্বিকার কাঁটা চামচ ঢুকিয়েছে মুখে। সমস্ত খাদ্যই সাব্বিরের পছন্দের, ফস করে ব্যাগ খুলে শেষমেষ সে বিল চুকিয়ে ওয়েটারের উদ্দেশে দুশো টাকা রেখে দিচ্ছে।

এরকম একটা স্বপ্ন কাঠ দুপুরে ওর সাথে দেখা হয়ে মাঠে মারা পড়বে কে জানত ? কে জানত, ওর সাথে আচমকা দেখা হওয়ার এই মুহূর্তে, এইরকম একটি জায়গায় এসে নিজের ওজন না বুঝেই বিল দিতে চেয়ে আরো হাস্যকর দুর্বিপাকের মধ্যে নিজেকে সে ঠেলে দেবে ? এরপর নাফিসা ভেতরের অবশিষ্ট জোরও হারিয়ে ফেলে।

ঝাড়বাতি, লাল কার্পেট, গ্লাসের মুখে ফুলবাবু হয়ে থাকা ন্যাপকিন, এইসব বিষয় থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিজের কাছ থেকে পালাতেই যেন অন্য গল্প ফাঁদে, জানো সাব্বির আজ সকালে কী হলো, ঘরের কোণের মাকড়সার ঝুল পরিষ্কার করছি, টেবিলের ওপর থেকে আচমকা পা-টা এমন টাল খেয়ে উঠল, বুঝেছো কী, সমস্ত বিপত্তি বাজিয়েছিল সিডিতে মান্না-দে, কেন সে গেয়ে উঠেছিল, 'তুমি অনেক যত্ন করে আমায় দুঃখ দিতে চেয়েছ ?' যাক গে টাল সামলে পড়তেই নেপাল থেকে কেনা জাহিদের, মানে আমার হাজব্যান্ডের কেনা এত শখের পাথর ফুলদানিটা মেঝেতে এমনভাবে আছড়ে পড়ল, পাথরও এইভাবে ভাঙে ? অবশ্য মেঝের টাইলসও প্রচুর ভেঙেছে ... বলতে বলতে দম টেনে নাফিসা ভাবে, সাব্বির হয়তো উৎকণ্ঠা প্রকাশ করবে, পা কাটে নি তো ? অথবা, জাহিদ কি খুব কষ্ট পেয়েছে ?

এই একটি লাইনকেই যে কত নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যায় তার এক অদ্ভুত প্রমাণ দেয় সাব্বির, তোমার খুব শখ ছিল সিডি প্লেয়ার কেনার, যে-টা কেনার শখ ছিল, সেটাই কিনেছো তো ? ওই যে, সেই প্লেয়ার, একটা প্লেয়ারের মধ্যে অনেক-অনেক অবসন থাকবে।

তখন নাফিসাদের ঘরে ছিল একটা মাঝারি সাইজের ক্যাসেট রেকর্ডার, যেটা বারো মাসে তেরোবার ডিস্টার্ব দিত। সিডির অবসন তো ছিলই না। সে সাব্বিরের এই প্রশ্নের উত্তরে কী বলবে, না খুঁজে পেয়ে অনুভব করেছিল, তার ভেতরের জ্বলে উঠতে থাকা উজ্জ্বলিত প্রদীপ ফের নিভে তলানিতে এসে ঠেকছে। সাব্বির ঠিকই ধরেছে, নাফিসা ভেতরে-ভেতরে ঘেমে ওঠে, আমার সেই কাঙ্ক্ষিত সিডি প্লেয়ারটা আমি কিনেছি— এটা বলার জন্যই বিষয়টাকে আরো কয়েকগুণ গর্জিয়াস করে সেখানে পাথর ফুলদানির গল্প আমি ফেঁদেছি। মানুষ তার দারিদ্র্য কীভাবে লুকায় ? এ সম্পর্কে কারো কাছ থেকে কিছু যদি শেখা যেত ?

সামনে সজ্জিত খাবার। তা দেখে আরো তুমুল ভেতরে ঠেলে কান্না উঠেছিল। অনন্ত পৃথিবী ধরে ... যে বাক্যের ভয়ে পাহাড়, জঙ্গল পেরিয়ে রাত-দিন এক করে

www.MurchOna.com

দু'কান চেপে পড়ে থেকেছে, সেই বাক্য ফের সশব্দে যেন তার কান, সর্ব অস্তিত্বকে রক্তাক্ত করে তাকে প্রখরভাবে বিদ্ধ করে, ব্রেকআপ-এর সময় কোনো এক মুহূর্তে কী অশ্লীল আবহেই না সাব্বির রেবেকাকে বলেছিল, নাফিসার সবচাইতে বড় সমস্যা কী জানো, ও ক্ষুধা লুকাতে জানে না। সামনে ওর একটু প্রিয় খাবার এলেই ও অশিল্পিত হয়ে ওঠে।

রেবেকারে ... তাহলে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দিতে যাওয়ার সময় কী করে তোকে লুকিয়ে ক্ষুধায় নেতিয়ে পড়েছিলাম ?

নাহ্। তা-ও কি লুকাতে পেরেছিলাম ? নইলে আমি কিছু না বলা সত্ত্বেও তুই কিছু একটা খাইয়ে আমাকে সুস্থ করেছিলি কেন ?

যাহোক, সেদিন ফুলদানির কাহিনী ফাঁদার পর সাব্বিরের সিডি প্লেয়ার বিষয়ক প্রশ্ন শুনে, নাফিসা ভেতরে যেন শেষ বাঁচার স্পৃহাটাও হারিয়ে ফেলেছিল। সেদিনই প্রথম জাহিদের দারিদ্র্য নাফিসাকে তীব্রভাবে ধিক্কার দিয়েছিল। আফসোস হয়েছিল, মা'র বাড়ির দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে দাম্পত্যে প্রবেশ হতে বাধ্য হওয়া জীবন বাস্তবতাকে। অবশ্য এই বোধ আরো তীব্র হয়েছিল, রেবেকার কাছে ওই বাক্য শোনার পর। দীর্ঘদিন তার মধ্য থেকে অপরিহার্য ক্ষুধারও মৃত্যু ঘটেছিল।

রেস্তোরাঁয় সুস্বাদু খাদ্যের ধূমায়িত ঘ্রাণ নাফিসার চেতনায় হুলোস্থুলি লাগিয়ে দেয়। হে আল্লাহ! এমন একটি সময়ে আমার পকেটে ফুটো পয়সা কেন ? দিনদিন পাঁচতারা হোটেলে ওকে খাওয়ানোর যে জেদ— স্বপ্ন আমি দেখেছি, আজ ব্যাগের এই কন্ডিশনের কথা বেমালুম ভুলে কী করে ওর জোর টানে আমি আবার ওর সাথে এখানে এসে বসলাম ? ভেতরে হুলস্থূল শুরু হয় নাফিসার, তবে কি এটাই সত্য, নিজের বিপর্যস্ততা আর অপমানে যতই ঘৃণা করি না কেন সাব্বিরকে, ভেতর তলায় কোন অবচেতনে যুক্তিহীনভাবে সেই প্রেমিক সাব্বির বেঁচে আছে, যার টান উপেক্ষা করা যায় না ? আজ এইসব খাদ্যের বিল আমি যদি দিতে পারতাম, বাকি জীবনটা বাঁচতে সুবিধা হতো। এক দুর্মর প্রকাশহীন যন্ত্রণায় নাফিসার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে শুরু করেছিল।

তুমি খাচ্ছ না যে ?

সাব্বিরের এই প্রশ্নে কম্পিত ঠোঁটে নাফিসা বলে, আমার খিদে মরে গেছে।

সাব্বির হাসে, আজ তুমি অনেক ভান করছ। অথচ তুমি জানো না, তোমার সরলতাই তোমার প্রধান সৌন্দর্য!

হা ! সরলতা! যে 'ক্ষুধা লুকাতে জানে না' তার আবার সৌন্দর্য ? নাফিসা ভেতরে-ভেতরে শ্লেষ কণ্ঠে হাসে, সাব্বিরের এইসব শব্দ এই ঘোর হিমেও তাকে নোনা জলে সাঁতলায়, ভান ! এই বাক্যের মধ্যেও আছে সাব্বিরের চালাকি। ও বোঝাতে চাইছে, তোমার আবার খিদে মরে যায় ? তা আবার এই রকম রেস্তোরাঁয় এসে ? আসলে বিপর্যস্ত মুখের নাফিসাকে সুস্থির করার জন্য 'সরল' 'সৌন্দর্য' এইসব

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

শব্দের প্রয়োগ। এর অর্থ, তুমি ভালো খাবার দেখলে হা-হা করে উঠবে— এটাই তো তোমার মূল প্রবণতা।

এইবারও আগাপাতলা শব্দ ছুড়ে দেয় নাফিসা, তোমার অনেক টাকা হয়েছে, না ?

এই 'টাকা' ছাড়া তোমাদের মাথায় কিছু নেই কেন বলো তো ? মহাবিরক্ত সাব্বির নাফিসার পছন্দের তোয়াক্কা ছাড়াই কাঁকড়ার ঠ্যাং তুলে দেয় তার প্লেটে।

নাফিসা মাথা তোলে, কিছু মনে করো না, এক সময় তোমার মাথাতেও টাকা ছাড়া কিছু ছিল না।

মাথায় টাকা ছাড়া কিছু ছিল না বলে টাকা করেছি, ব্যস, ফিনিস হয়ে গেল, এ নিয়ে এত জাবর কাটার দরকার কী ?

হাঁপ ধরে গেলে নাফিসা কথা পাল্টায়, তোমার স্ত্রী কেমন আছে ?

ইউ. কে. তেই আছে, ক'দিন পরই আসছে। যদ্দুর ফোনে কথা হয়েছে, ভালোই আছে। এখন তুমি বলো, কী করেন তোমার হাজব্যান্ড ?

সিভিল ইনজিনিয়ার, কয়েকবছর বেশ দাপটের সাথেই একটা ফার্মে কাজ করছিল, কিন্তু এত বড় একটা ফার্ম, কী যে একটা অসুবিধায় বন্ধ হয়ে গেল, আল্লাহ জানে, এখন বন্ধুদের নিয়ে নিজে একটা ফার্ম খোলার চেষ্টা করছে। নির্জলা মিথ্যাটা অকপটভাবে বলে নাফিসা সন্তর্পণে সাব্বিরের মুখের দিকে তাকায়, ফার্মটা বন্ধ হয়ে গেছে মানে আপাতত বিপন্ন আছে নাফিসার হাজব্যান্ড। ওর এই বিপন্নতার আড়ালে খুব কৌশলে তার চাকরিগত যোগ্যতা, নিজেরা ফার্ম করছে ... এইসব জানাতে পেরে ভেতরে খুব আমোদ হয় নাফিসার। ঠিক আছে, নাফিসার ক্ষুধা দেখা যায়, তখন নাফিসা অশিক্ষিত— এজন্য নাফিসার জীবনে যা-তা একজন হ্যাজব্যান্ড জুটবে, এটা ভাবা ঠিক না। অথবা 'ক্ষুধা'র জন্য নাফিসা যে-কোনো একজন অশিক্ষিত ধনপতিকে বিয়ে করতে পারে। ও ! ও ! সাব্বির ও! একটু থেমে প্রশ্ন করে, সে জানে আমাদের কথা ?

তোমার স্ত্রী-কে বলেছ আমাদের কথা ?

অফকোর্স ! ও বাইরের মেয়ে, বরং বাড়িয়ে বলেছি, তোমার সাথে অনেকবার সেক্সুচুয়াল সম্পর্ক হয়েছে, এতে আমার ডিমান্ড বরং বেড়েছে, কেন জানো, এতদিনের জীবনে কারো সাথে আমার প্রেম হয় নি, সেক্স হয় নি— এটা শুনলে হয় আমার কথা অবিশ্বাস করত, নয় আমাকে ভোদাই মনে করত।

স্যার, আমরা বাঙালি। শ্লেষ কণ্ঠে হাসে নাফিসা, থ্যাংকস আপনি ভুলতে পেরেছেন। এখন আপনি ভেবে দেখুন, আপনার কোনো বাঙালি স্ত্রীর কাছে যদি এই একই কাহিনী শুনতেন, সহ্য করতেন ? ভালো না বাসলে সভ্যতায়, ইগো-তে লাগতো। আর ভালোবাসলে ঈর্ষায়, যন্ত্রণায় ... ।

অনেক কথা বলতে শিখেছ, সাব্বির থামায়, কী হলো খাও, সাব্বিরের দাঁতের চাপে কুড়কুড় করে ওঠে কাঁকড়ার খোলস। পৃথিবীতে কোন খাওয়ার ভঙ্গিটি শিল্পিত ? ভাবতে-ভাবতে ন্যাফিসা কাঁটা চামচে হাত দেয়। বলে, এক সময় আমরা হাত দিয়েই খেতাম, না ?

একসময় আমরা ফুটপাতে বসে চা খেতাম, বলতে-বলতে হেসে ওঠে সাব্বির, একসময় ধুলোঝড় মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, তোমার রাজ্যির কাজে সাহায্য করতাম, একসময় কত কিছুই তো আমরা করতম ... সাব্বির হাসে, তুমি যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করো, সেইভাবেই খাও, তবুও নাফিসা ... সাব্বির ক্রমে-ক্রমে কী এক ঘোরে মুহ্যমান হয়ে পড়ে, সত্যিই সেই দিনগুলো কী সহজ আর সুন্দর ছিল !

মানুষ কেমন বদলে যায়, নাফিসা ক্রমশ নিজের মধ্যে বিলোড়িত, বোধ স্বপ্ন সব বদলে যায়। স্মৃতি নিয়ে বেদনা প্রকাশের ভঙ্গিও সেই বাস্তবতার পেষণে আরোপিত, সাজানো হয়ে যায়। কী ভেবে সহসা সাব্বির বলল না, ও.কে. চলো আজ দুজনই হাত দিয়ে খাই।

নাফিসার গলা দিয়ে খাওয়া ঢোকে না। এই সামনে উপবিষ্ট মানুষটা, যে টাকা আর বিদেশ যাওয়ার লোভে একজন বিদেশিনীকে আশ্রয় করেছে, তাকে বিচ্ছিরিভাবে করুণা করার চাইতে কেন নিজেকে তার সমান্তরালে নামিয়ে নিজের জৌলুস প্রকাশ করতে নাফিসা মরিয়া হয়ে উঠেছে, সে নিজেই জানে না। আসলে এটা কি এই, তার সহজিয়া দুর্বল প্রেমকে আঘাত করেছিল তার জীবনের 'ক্ষুধা' বিষয়ক কঠিন দারিদ্র্য ?

এরপর সাব্বিরের ছায়াচোখ, ওর মুখের বদলে যাওয়া ফ্যাকাসে রঙ নাফিসাকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেয়— তা, তোমার এই 'সিভিল ইনজিনিয়ার' হাজব্যান্ডের সাথে বিয়ের আগে জানাশোনা ছিল ? মানে বিয়েটা কী ... ভা ... বে ... ?

আদতে আমরা মধ্যবিত্ত না ? নাফিসা ভেতরে ঘেমে ওঠে। ঠিক শালা এক্কেবারে স্পষ্ট করে কথা বলার আগে 'সিভিল ইনজিনিয়ার' শব্দটা জুড়ে দিল। নিজেকে ভীষণ কাঙাল মনে হতে থাকে নাফিসার।

একজন শত্রুর সাথে এক টেবিলে বসে খাওয়া এর চেয়ে সহজ। নিজের ওপর ক্রোধে সমস্ত সত্তায় হিস-হিস ওঠে নাফিসার। মাতারি, গাড়িতে ওঠার আগে রাস্তার মধ্যে লন্ডভন্ড করে হলেও নাকচ করার শক্তি কেন তোর হয় নি ? এই তোর ব্যক্তিত্বের কাঠিন্য, যা দেখে গলেছিল জাহিদ ? এই মানুষই না তোর মধ্যে 'কাঠিন্য' তৈরি করেছিল ? কেন ওকে দেখেই মাঝখানের সমস্ত সময় ভুলে গিয়ে মুহূর্তে সেই অতীতের সহজ মানুষটার সামনে লাফ দিয়ে পড়েছিলি ?

নাফিসা কোনো রকমে তেতো 'রাইস' গিলে বলে, মা-ভাইদেরও ওকে পছন্দ ছিল।

তোমার সাথে বিয়ের আগে পরিচয় কতদিনের ?

হিসেব করে দেখি নি।

www.MurchOna.com

প্রেমের বিয়ে ?

আমার অত দফায়-দফায় প্রেম হয় না। তবে বিয়ের আগে স্রেফ পরিচয় ছিল। কিন্তু ওর ব্যক্তিত্বে বিয়ের পরে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি অনেক বেশি।

খাচ্ছ না কেন ? আচ্ছা, আমি অপরাধী, মানছি, আমার খাবার তুমি খাবে না, কিন্তু আজ তুমি হোস্ট হয়েছ, নিজের খাবার খেতে তো তোমার আপত্তি থাকার কথা না ?

'ধরণী দ্বিধা হও' চারপাশের হিংস্র আঁধার তাকে দিয়ে বলাতে থাকে সেই গল্প, যেসব সে যে-কোনো বিপাকে নিজেকে লুকাতে গিয়ে করে, জানো, সামনে সাতটি গম্বুজ। এদের রঙ নক্ষত্রের মতো। আমি একটি অলৌকিক বাঁশির সিডি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। অনেকটা চিৎসাঁতার, উল্টোবাজি খেতে-খেতে কাছে গিয়ে দেখি, গম্বুজ নেই, জানো কী, ইয়া বড় সাতটি শূন্যতার স্তর। হতভম্ব হয়ে দাঁড়াতেই বাতাসের মধ্যে হুলস্থূল শুরু হলো। নিজেকে ঠেলেঠুলে সেই স্তর থেকে সেই বাঁশির সুর নিয়ে ফেরার পথে অনুভব করি, অনেক বছর পেরিয়ে গেছে। বাসায় ফিরেছি, আশ্চর্য যেভাবে দেখে গিয়েছিলাম, একই কাঁটা থেকে ঘড়ির পেন্ডুলাম নড়ছে, কম্পিউটারে একই স্ক্রিন সেভারের দৃশ্য, ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ায় সবে চালু হওয়া, আইপিএস, সসপ্যান থেকে ছলকে উঠছে দুধ, আসলে ঘরের মধ্যে এই অবস্থায় সবকিছু রেখে আমি বইয়ে চোখ রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বাঁশির সুর আনার ব্যাপারটি স্বপ্নে ঘটেছিল।

স্বপ্নটি কবে দেখেছ ? সাব্বিরের কাঁটা চামচের গাঁথা ফ্রাই শুকিয়ে যায়।

গতরাতে, মানে রাতে মিটিং শেষে জাহিদ এসে কলিং বেল টেপার আগেই।

ফুলদানিটি ভাঙার পরই ?

আশ্চর্য! তুমি কী করে জানলে ? আহা! বড় পছন্দ করে কিনেছিল জাহিদ।

আগেও তা-ই করতে, ঝেড়ে কাশে সাব্বির, নিজেকে রহস্যময় করতে গল্প বানাতে, তোমার সেই গল্প খুব স্বপ্নময় ছিল, কিন্তু নিজের জাগতিক জীবন লুকাতে কখনো সেই স্বপ্নে আশ্রয় নিতে না, যতবার তোমাকে মনে পড়েছে, তোমার সেই সরলতাকে মিস করেছি। আজ তোমাকে দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে। স্বপ্ন নিয়ে মিথ্যাচারের কী দরকার ছিল ? তোমার ফুলদানি ভেঙেছে আজ সকালে। তুমি নিজেই কিছুক্ষণ আগেই বলেছ। কথা বলার ক্ষেত্রে এত অসাবধান কী করে যে হও, আবার সেই স্বপ্ন, যার মধ্যে কম্পিউটার, আইপিএস এইসব বিষয় থাকে।

ও গড! নাফিসা নিশ্বাস টানে, একবিন্দু বাতাস নেই, এরপর আসবে 'বলি প্রদান'-এর অধ্যায়, সামনের বিষাক্ত খাবারগুলোর বিষ থেকে নিজেকে তুলে নাফিসা সটান দাঁড়ায়, এরপর নিজের প্রতি প্রবল ক্রোধে যেন উচ্চারণ করে, তুমি এত গোয়েন্দাগিরি করবে জানলে, অপদস্ত করবে জানলে, আজ আমি এখানে আসতাম

www.MurchOna.com

না, এরপর নিজেকে শেষ মৃত্যু থেকে বাঁচাতেই যেন সে ছুট দেয়, আই অ্যাম সরি, আমি যাচ্ছি ... ।

সেদিন মহারাস্তায় নেমে চূড়ান্ত অসহায় হয়ে টের পেয়েছিল তাকে পেছন-পেছন ডাকতে কেউ আসে নি।

ক্যানভাসের সামনে উবু হয়ে সেই অপমানের ধিক্কারে অনেক দিন পর নাফিসার হুহু কান্না পায়। এরপর এখন জাহিদের অর্জিত সেইসব পণ্যের প্রতি থুথু দিয়ে নাফিসার মনে হয় মহা অরণ্যের ওপারে চলে যায়।

জীবনের ওই অধ্যায়কে হাতুড়ি দিয়ে পেটালেও মরবে না। জীবনের ওইসব দগদগে অপমানই সাব্বিরের সাথে চলার স্মৃতিকে ভুলতে দেবে না। পৃথিবীতে সব কষ্ট ভোলা যায়, কিন্তু উপেক্ষা-অপমান অসম্ভব ! এত ব্যক্তিত্ববান, জেদি মা'র সন্তান হয়েও কারো ওপর ভর করে চলতে না পারার প্রবণতা আজীবন তাকে দফায়-দফায় সেই অপমানিত করেই যাবে। সেই জায়গায় একটি জায়গায় আশ্রয় নিয়েই নাফিসা তার বাঁচার মূল আনন্দটা অত্যন্ত সম্মানের সাথে পায়, যতই ধমক শাসন করুক ... জাহিদ। ওকে তখন জাহিদকে তার ঈশ্বর মনে হয়, নাফিসার সন্তান হবে না জানার পর যে নিজে পিতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে নিজের মধ্যে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে। অন্য যে-কোনো বিষয়ে যুদ্ধ, সন্দেহ করলেও এ নিয়ে যে এরপর সে 'উহ' আফসোসটিও করে নি।

সমস্ত তিক্ততা তখন স্রোতের মতো ভেসে যায়।

জাহিদ ... জাহিদ এই স্তব্ধ মৃত কার্ফুর রাতে তুমি কোথায় ? ওর প্রতিই প্রগাঢ় অনুভূতির প্রাবল্যে ফের তুলি রাখে ক্যানভাসে, একটি 'ভ্রূণ' দেখতে কেমন ? তা-ই আঁকতে-আঁকতে একসময় অতল সুখের মধ্যরাত পার হয় নাফিসা।

পরদিন সারা সকাল শরীরে টাটানি। সিঙ্গেল বিছানা থেকে যত পিঠ উজায়, ততই ক্ষুধা, ক্লান্তি, অবসাদে নেতিয়ে পড়ে।

হাতড়ে-হাতড়ে মোবাইল ওপেন করতেই মিউজিক, আদিত্যর কণ্ঠ, ঘুম ভাঙল রাজকন্যার ?

ওহ্ আদিত্য, আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আমি বিছানা থেকে উঠতে পারছি না।

কী হয়েছে, নাফিসা ?

শরীর খারাপ।

জাহিদ ভাই কোথায় ?

ও ফেরে নি।

ফেরে নি, হোয়াট ? কাল থেকে কার্ফু ... ?

www.MurchOna.com

না, সে ঠিকই আছে, জড়িয়ে-জড়িয়ে নাফিসা বলে, ফেরার আগে এক আত্মীয়র বাড়িতে আটকা পড়েছে।

তুমি এসব কী বলছ ? আদিত্যর বিস্ময় কাটে না, ভার্সিটির পোলাপানগুলো পর্যন্ত নোটিশ পেয়ে, যত কম সময়ের নোটিশেই হোক, বোচকা নিয়ে পারলে হেঁটে সাঁতরে ঢাকা ছেড়ে বলা যায় দিনাজপুরে গিয়ে এখন ঘুমাচ্ছে, সেখানে এই একই শহরে তোমার হ্যাজব্যান্ড কী করে আরেক বাড়িতে আটকা পড়ে ?

ওহ্ আদিত্য। পরে সব খুলে বলব, আপাতত আমাকে বিছানা থেকে উঠাও।

সারারাত একা। মোবাইল বন্ধ ছিল কেন ?

জানি না। ক্যানভাসের সামনে ছিলাম।

কোন ক্যানভাসের সামনে, নাফিসা, তুমি এসব কী বলছ ? তুমি ঠিক আছ তো ? কী হয়েছে শরীরে ?

উফ ! তোমার এত প্রশ্নে মাথা ধরে যাচ্ছে, আমার কিছু হয় নি, নাচতে গিয়ে নূপুর ভেঙে গেছে, হলো ?

বলে ফোন কাটতেই ভেজানো দরজায় আরিফের নক, অনেক কষ্টে নিজেকে টেনে তুলে পরনের কাপড় বিন্যস্ত করে দাঁড়াতে গিয়ে নাফিসা ফের বিছানায় বসে পড়ে, যথাসম্ভব গলা উঁচিয়ে বলে, আরিফ ভাই, কিছু বলবেন ? হীরণকে একটু পাঠাবেন ? দরজা ভেজানো আছে।

জাহিদের ফোন, আপনার মোবাইল বন্ধ পাচ্ছিল। এর আগেও করেছে, এখন শব্দ শুনে ডাকলাম।

প্লিজ, কষ্ট করে হ্যান্ডসেটটা পাঠিয়ে দিন।

হ্যান্ডসেট হাতে পেয়ে নাফিসা হীরণকে ইশারায় দাঁড়াতে বলে।

হ্যাঁ, বলো জাহিদ।

কী ব্যাপার ? এত বেলা পর্যন্ত ঘুমাচ্ছ ?

তুমি তো জানোই, রাতে ঘুমাতে পারি না।

কাল তো আগেই শুয়ে পড়লে, আরিফ বলল, এছাড়া রাতে ঘুম না হলেও, এত বেলা তো তুমি করো না।

'জাহিদ এক মিনিট' বলে ফোন অপেক্ষায় রেখে নাফিসা বলে, হীরণ, কিছু একটা হ্যাভি নাস্তা দে, খিদেয় মরে যাচ্ছি।

কী ? এই ভরদুপুরে নাস্তা ? এত বেলা কিছু খাও নি ?

মাথা ধরেছিল। বাদ দাও, নাস্তা সেরে প্যারাসিটামল খাব, তোমার অবস্থা কী ?

নাফিসা, দমবন্ধ হয়ে আসছে। অপরিচিত পরিবেশ, মনে হচ্ছে পুলিশের গুলি খেয়ে হলেও দৌড়ে বাড়ি চলে আসি। কখন যে কার্ফু ভাঙবে !

www.MurchOna.com

যা হোক, নাফিসা কোন কণ্ঠে হাসে, নিজেও জানে না, তোমার জন্য জাহিদ এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা ... নাফিসার ভেতর শিরশিরানি, কত রথি-মহারথিরা এসি সোনার পালঙ্ক ছেড়ে, স্রেফ কম্বল আর মাথায় থালা দিয়ে ঘুমাচ্ছে, ওর চাইতে তো ভালো আছ, জাহিদ একটু ফ্রেশ হয়ে খাবার খেয়ে পরে তোমাকে ফোন দেই ?

ও.কে. বাট মোবাইল ওপেন করো।

করেছিলাম ... বলতে গিয়েও ফের গলা আটকায়, ও. কে. রাখছি।

সন্ধ্যায় জনস্বার্থে তিন ঘণ্টার জন্য কারফিউ প্রত্যাহার করলে উড়তে-উড়তে জাহিদ বাড়িতে আসে কিন্তু এক রাতের মধ্যেই একেবারে বলা যায় আমূল বদলে যাওয়া জাহিদের বিমূঢ় মুখ দেখে হতচকিত নাফিসা কী বলবে, সহসা ভাষা খুঁজে পায় না। তবে তার উড়ন্ত ভঙ্গিতে গৃহপ্রবেশের রকম দেখে দ্বিধাময় প্রশ্ন জাগে মনে, প্রেমিকা বা প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যে থাকলে বাড়ি ঢোকার সময় কারো মধ্যে তো এত হুলস্থুল থাকার কথা না।

আরিফের হৈচৈয়ে পরিবেশটা ক্রমশ সহজ হয়, শালা, বসের মেয়ের ফাঁদে পড়ে একেবারে দিনরাত এক করে দিলি ? কী ? খুব সুন্দরী না-কি ?

হ্যাঁ, সেই জন্যই তো কার্ফু ভাঙতেই কুত্তার মতো ছুটে এলাম... ক্রমশ সহজ হয়ে উঠতে থাকে জাহিদও, তোর তো শালা সংসার নেই, তুই সংসারের টান কী বুঝবি ?

এই করে-করে যত অনাবিল সময়ই কাটুক, রাত্রির বিছানায় নাফিসার পাশে নিঃসাড় পড়ে থাকে জাহিদ। চোখে লাল নীল সবুজের ভিবজিওর ... আফরিন ... তার গনগনে আগুন ... একটি বাবুই পাখির স্বপ্নে প্রথমে শরীর, এরপর যথাসম্ভব দুটি মনের একাত্মতা।

শরীর সম্পর্ক শেষে যখন টেনশনে জাহিদ কাঁপছে, এই আচমকা ঘটে যাওয়া সম্পর্কের পর কোন সহজতায় সে আফরিনের চোখের দিকে তাকাবে, তাকে তাজ্জব করে দিয়ে আঁধারেই নিজেকে বিন্যস্ত করে বাতি জ্বালিয়ে ওর চোখের দিকে তীব্র কিন্তু বিপন্ন চোখে তাকিয়েছে আফরিন, এটা মোটেই দুর্ঘটনা নয়। একটি পবিত্র আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন থেকেই এর জন্ম, জাহিদ। আমি এই ক'দিন অনেক ভেঙেচুরে, অনেক কেঁদে এই স্বপ্ন নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়িয়েছি। সবাই জেগে যাবে, আজ যাই। কাল কথা হবে। কিন্তু এ নিয়ে তুমি যদি একটুও গ্লানিতে ভোগো, আমার দেহ অপবিত্র হবে।

কিন্তু আফরিন, তোতলাচ্ছিল জাহিদ, শরীর কী যন্ত্র ? শুধুই সন্তান উৎপাদনের মেশিন ? প্রেম ছাড়া ?

প্রেম ছিল, নির্দ্বিধায় জাহিদের কপালে চুমু খেয়েছিল আফরিন। এরকম মানসিক বিপর্যস্ততার মাঝে কেউ কারো প্রেমে পড়তে পারে, ক'দিন আগেও এটা ভাবলে আমার কাছে ইমপসিবল লাগত। কিন্তু এই কদ্দিন তোমার সাথে চলায় সে-ই বিপর্যস্ততাই তোমার প্রতি নির্ভরতার সাথে-সাথে প্রেমেও দুর্বল করেছে। যন্ত্র হলে স্পর্শের পরে আমরা অমন সুন্দর আগুনে ভেসে যেতে পারতাম না।

তোমার বসের না ডিভোর্স হয়ে গেছে ? সমস্ত স্তব্ধ কক্ষ তুমুল কাঁপিয়ে নাফিসার এই প্রশ্ন এমনভাবে নাড়ায় জাহিদকে, মুহূর্তে সে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যে এতক্ষণ ছড়াচ্ছিল সবুজ, শান্ত, নীল সমুদ্রের জলের লিরিক। নিজের বুকের বদ্ধ চাপের স্তূপ খুলছিল নাফিসা নিঃশব্দ নখ দিয়ে, এক অদ্ভুত শূন্য হাহাকার অথবা অস্তিত্ব সঙ্কটহীনতায় তাকে নিয়ে ফেলছিল, রাত মাঝরাতে আদিত্যের বাড়ির সামনের দীর্ঘ মাঠের মধ্যে, যেখানে বসে দুদিন আগের রাতেও আদিত্য বলেছিল, নাফিসা মাঠের নিচের ল্যাম্পপোস্টে বসে আছি। জানো, ভীষণ পূর্ণ চাঁদ উঠেছে।

আহা ! আমার ফ্ল্যাট থেকে দেখা যায় না গো।

জানি। আমার পাশে এসে বসো, নাফিসা, বহুদিন পর বড় একলা লাগছে। জ্যোৎস্নার দাপটে জানো, মাঠটা কাঁপতে গিয়েও কেমন যে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এত সুন্দর কথা কী করে বলো, আদিত্য !

তুমিও কি কম বলো ?

ঘরে চলে যাও, ঠান্ডা লাগবে।

লাগুক না, তুমি উষ্ণতা দেবে, নাফিসা, এ-তো স্তব্ধ চারপাশ, আজ একটা কুকুরকেও যদি পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখতাম।

তুমি কী বলতে চাইছো ? নিজেকে সামলে উঠে বসে জাহিদ, ডিম লাইটের আলোয় সহসা ওকে ছায়া মানুষ মনে হয় নাফিসার, বলে, আহা ! উঠে বসছো কেন ?

শুয়ে-শুয়ে কথা বলা যায় না-কি ?

এমন কী কথা বললাম, শুয়ে উত্তর দেয়া যায় না ? স্রেফ একটা প্রশ্ন, তোমার বস ডিভোর্সি, তার মেয়েকে তুমি ...।

নিজের মধ্যে ততক্ষণে ঝাঁজালো শক্তি তৈরি করে ফেলেছে জাহিদ। সে তীব্র কণ্ঠে বলে, ওয়াইফকে ডিভোর্স করেছে, মেয়েকে নয়, তার দুই ছেলেমেয়ে বাবার কাছেই থাকে। মহিলার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে, আর কিছু জানার আছে ?

না ... বলে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজতে-বুজতে নাফিসা নিজ অনন্তে ছড়ায়িত, আরো কিছু জানার আছে ... না, জাহিদ, না, আর কিছু না। বড় কায়দায় এক মিথ্যা দম্পতির মিথ্যা কাহিনী যে অবলীলা মিথ্যায় বলতে পারার যোগ্যতা অর্জন করেছ তুমি, আর কী জানতে চাইব আমি ? হ্যাঁ, তোমাকে এক মুহূর্তে ধরা খাইয়ে ভূলুণ্ঠিত করতে পারি, বলতে পারি, তোমার অফিসের সেই কল্পিত বস, তার কন্যা, এইটুকু

www.MurchOna.com

জানতে আমার ক'মিনিট লাগে ? তুমি হলে যা করে আমার জীবন হারাম করে ফেলতে, এটাকে আমার গোয়েন্দাগিরি বলেও তুমি তাচ্ছিল্য করতে পারবে না, যেহেতু তোমার অফিসের অন্য অনেক সহকর্মীকে আমি চিনি। মিথ্যা দিয়েই মিথ্যা কাটতাম, বলতাম, দেখা হয়েছিল তোমার কলিগ নাজির ভাইয়ের সাথে মার্কেটে, বলেছিলাম এমনিই, নতুন বস খুব ভোগাচ্ছে, না ? রাতদিন মিটিং ... আরো আরো কতভাবে ...। কিন্তু বড়ো ভয় লাগে গো। ব্যাপারটা জানি না, দেখি নি— এই বিষয়ের মধ্যে আন্দাজ আর সন্দেহের মধ্যে অস্থিরতা, টেনশন যতই থাকুক, যখন স্পষ্ট জেনে যাব, তখন তো তুমি উন্মুক্ত, আর নগ্নতার ভয় নেই, তখন আসবে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা পরিণতিকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত নেয়ার পালা, টেনশন অস্থিরতার অনেক ঊর্ধ্বে গিয়ে তখন পড়বে অস্তিত্বের গায়ে নখর, তখন আমি নিজের মধ্যে সেই বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়ানোর ন্যূনতম প্রস্তুতি বা শক্তি অর্জন করেছি ?

নাফিসা মাঝরাতে বালিশ খামচে বিছানার এক পাশে সাঁতরায়, তখন তো জাহিদ নাফিসার অস্তিত্ব সঙ্কটের এই দুর্বল জায়গাটা ক্রমে-ক্রমে দেখে ফেলবে, এই যে নাফিসাকে তোয়াজ করে মিথ্যা বলছে, গোপন করছে, যতটা সম্ভব প্রাণপণ গোপনে সংসারের মধ্যে সশব্দে অশান্তি না করে আরেকটা সম্পর্কের সাথে চলছে, স্পষ্ট হলে ... না, নাফিসা আর ভাবতে পারে না।

কিন্তু তার যন্ত্রণাকাতর চোখ দেখে, হায় ! গভীর রাতেও জাহিদ অনিদ্রার ঘোরে এপাশ-ওপাশ করছে।

দিন রাত এইভাবে গড়ায়।

আদিত্যকে ফোন দেয়, নিজের অজান্তেই নাফিসার নিজের একাকী অস্তিত্ব সংকটের ভয় আদিত্যর কাছে মনে-মনে জানতে চায়, আমাকে বিয়ে করবে ?

কিন্তু আদিত্য তো সাফ-সাফ বলেই দিয়েছে, মেয়েরা যে পুরুষদের 'স্বাধীন' মনে করে, পুরুষদের মতো রাতে বাইরে আড্ডা মারতে পারে না বলে আফসোস করে তখন পার্সোনালি আমার বড্ড হাসি পায়। আরে বাল্যকালে, কৈশোরে মানুষ জীবন গভীরতার বোঝে কী ! যৌবনে ব্যাচেলর সময়টায় যদিও বা ওইটুকু স্বাধীনতা মেলে, তার স্থায়ীত্ব ক'দিন ? বিয়ের পরই স্ত্রী-সন্তানদের দায়িত্ব। সেই ঘোরজলে পড়ে এই রাত আড্ডা দেয়ার সময়ই কই, মনই কই ? আমি বাবা এইসব কূপের মধ্যে মাথা ঢোকাতে চাই না। বরং সে গুঞ্জরিত হয় তার বন্ধু কফিল আহমদের গানে— 'তুমি মহাসৃষ্টির সহোদর, সহোদরা জ্বলন্ত অগ্নির !' জানো নাফিসা, কফিল ভাই বলে, আমি, আপনি, একটি গাছ পাহাড় কিংবা পাখি। মহাসৃষ্টির সবকিছুই একে অপরের। কোথাও নৈকট্য বোধ করে আমি নিজেকে প্রকৃতি বলে ঘোষণা করছি।

নাফিসা, আমি জানি, কবিতা থেকে জাগতিক কিছু পাওয়ার নেই, অপার্থিব যা পাচ্ছি, তা দিয়ে বেশ তো উড্ডীন বাতাসে জল সাঁতার চলে যাবে। সংসার আমাকে দাসত্ব করাবেই।

নিঃশব্দে শুনে গেছে নাফিসা অনেকদিন, যেন গুঞ্জরিত গান ... যেন নিঃশব্দ কুয়াশার কোরাস ... 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র, সূর্য মহা প্রকৃতির গতি বিলয়ের মাঝে একটা ছন্দ আছে, জগতে শুধু মানুষ নয় পাখি, নদী, পাহাড় আছে। মানুষ নিজেদের প্রাধান্য দিতে গিয়ে এদের দখল করেছে। যে গরুর খুরে এই কৃষিসভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার গলায় আমরা ঘন্টা বেঁধেছি। পাহাড় মানুষকে ছায়া দিয়েছে, তাকে আমরা কেটেছি। চট্টগ্রামে মানুষের অত্যাচারেই পাহাড় সরে চলে পড়ে। পাহাড়ের মৃত্যুতে ঘটে হাজার-হাজার মানুষের মৃত্যু। তাই গরু, মানুষ, পাহাড় এক হয়ে যায়। আমরা চিড়িয়াখানায় বন্দি বাঘ দেখে পাখি দেখিয়ে বলি— সুন্দর। কিন্তু যাদেরকে সুন্দর বলছি, তারা তো ভয়ে জড়োসড়ো। মাছরাঙার ঠোঁটে আটকে থাকা মাছটা যতক্ষণ নড়তে পারবে ততক্ষণই জীবন, না নাফিসা, ওইভাবে আমি একদিনও বাঁচতে একফোঁটা পারব না। অরণ্যে চলে যাব।

কী এক কঠিন চাপে তারপর নাফিসার কানে মোবাইল, জানি, ব্যাচেলর তুমি, প্রতিবেশী, বাড়িওয়ালা সমস্যা, তবুও এইসব ভুলে গিয়ে আদিত্য তোমার বাড়ি এক ফোঁটা আসি ?

নাফিসা, আমি ট্যুইশনিতে। বেরিয়ে ফোন দেই ?

ঠিক আছে ।

বাইরে বেরিয়ে ফোন দেয় আদিত্য, কখন আসবে ?

আসব ? কোনো অসুবিধা হবে না তো ?

তোমাদের নগর, তোমাদের সভ্যতা, দুটো সত্তাকে মিলতে দেবে কেন ? এই জন্যই তো অরণ্যের গল্প বলি, তারপরও মানতে হয় তোমাদের নারী হেসে ওঠার আগে পৃথিবী ছিল বিষণ্ন, পুরুষ সন্ন্যাসী, তুমি বলতে পার কেমন স্ববিরোধিতা আমার ? আমি আসলে সংসারের বিপক্ষের মানুষ না, সংসারই মানুষের জীবনকে যতটা সম্ভব সভ্য, বিন্যস্ত রাখে, কেবল আমি এর যোগ্য নই। যাহোক যতক্ষণ আছি, অরণ্যের ঋষি হতে পারছি না এই নাগরিক জীবনের টানাপোড়েনে, এসবের মধ্যে। এর মধ্যে দিয়েই তো হাঁটতে হবে, এখন কাজের কথায় আসি, সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো, তুমি না এলে আমিই তোমাকে আসতে বলতাম ... মানে ... ।

লাইন কেটে যায়। নাফিসা বোঝে ওর ফোন কার্ডের টাকা শেষ হয়ে গেছে। এর মধ্যেও দেহে আত্মায় আচমকাই এক রোমাঞ্চকর তরঙ্গের আগুন বইতে থাকে, আদিত্যই তাকে ডাকত ? তার বাড়িতে ? যে বলে, বাড়িওয়ালাদের কাছে 'ব্যাচেলর'-এর চেয়ে একটি কুকুরের সম্মান বেশি ? ব্যাচেলর তো নয়, যেন তাদের সামনে দাঁড়ায় জ্বলন্ত রেপিইয়ড। ভাইবা-তে সে সতীত্বের কত কঠিন পরীক্ষায় পাশ দিয়ে এই বাড়িটা পেয়েছি ভাবতে পারবে না। তা-ও শেষমেষ আমার যোগ্যতায় না, মাস শেষের ভাড়ার ব্যাপারটা কনফার্ম করার ব্যাপার আছে না ? ফরেন মিনিস্ট্রিতে কাজ করে আমার এক দূরের বন্ধু, সে-ও বাড়ি খুঁজছিল, ওর সাথেই পার্টনারশিপে। একটা

www.MurchOna.com

সুবিধা আছে, ও নিজের মতো কাজে যায়, থাকে, আমার ফ্রিডম নষ্ট করে না। কিন্তু বাবু, এই সুখও বেশিদিন সইবে না মনে হচ্ছে।

অস্তিত্বে 'বাবু' শব্দের শিহরণ অনুভবে প্রশ্ন নাফিসার, কেন ? কী হয়েছে ?

শালা বিয়ে করবে।

তাতে তোমার কী ?

প্রথমত, বিবাহিত অবস্থায় আমার তখন পজিশন 'সাবলেটে' থাকা পুরুষ। মানুষ পারতপক্ষে কাউকে 'সাবলেটে' রাখে জীবনের টানাপোড়েনে, বাধ্য হয়ে। ওদের ভালো ইনকাম, ওরা তা রাখবে কেন ? দ্বিতীয়ত, ওরা রাখলেও আমি থাকব না, বাড়ির মধ্যে একটা বউ আসা মানে নিজের স্বামীর সাথে-সাথে আমার সাথেও, দেরিতে ফেরা নিয়ে, বেশি রাত জেগে লেখা নিয়ে একটা চেতন-অবচেতনের শাসন ছড়ি ঘোরাতেই থাকবে। তুমি বুঝতে পারছ, কী বলছি ? কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসে থেকে নাম্বার ঘোরায় নাফিসা, হ্যালো, লাইন কেটে গেল ? তুমিই আমাকে তোমার বাড়িতে যেতে বলতে ? প্রশ্ন করতে-করতে শিহরিত আগুন উত্তাপে ফের নাফিসা কম্পিত, কেন ?

নাফিসাকে এক্কেবারে তুমুল আঁধারে নিভিয়ে কর্কশ হয়ে ওঠে আদিত্যর কণ্ঠ, আর বলো না, মাঝখানে বিকেলে গ্যাপ দিয়ে দিয়ে ক'দিন কার্ফু গেল, তোমাকে বলার মতো অবস্থা পাই নি, জাহিদ ভাই বাসায় ছিল, আজকাল তুমিও রাতে ফোন দাও না।

আসলে দিতে পারি না, নাফিসা নিভন্ত কণ্ঠেই জাহিদের রাত্রি জাগরণের নতুন অধ্যায়টা ক্রমাগত চেপে যায়, নিজেকেই নিজে মনে-মনে বলে, 'জানো, স্বামী জেগে থাকে, কী করে কথা বলি বলো' এই টাইপের কথা প্রেমিককে শব্দাকারে বললে ব্যক্তিত্বের নান্দনিকতা থাকে ? বাস্তবতা যত সত্যই হোক... ফলে কথা ঘোরানোর কায়দা থেকে সন্তর্পণে নিজেকে সরিয়ে নাফিসা বলে, হ্যাঁ বলো, হয়েছে কী ?

তুমি এলেই বলি ?

ফোনে একটু ধারণা দিয়ে রাখো, আদিত্য, বিষয়টা কী ? আমার কৌতূহল হচ্ছে।

ধুর, কী বলব, মেজাজটা ক'দিন ধরেই এ নিয়ে চড়ছে ... বাতাসে-বাতাসে ভেসে আসে আদিত্যর বিরক্তি, ওই যে আমার দোস্ত আনোয়ার, বলেছিলাম না সুরাইয়া নামের একটা মেয়ের সাথে তার দশ বছরের প্রেম ?

মনে করতে পারে না সহসা নাফিসা, কোন সুরাইয়া ?

তুমি তাকে দেখো নি, এমনিতে আমার সাথেও নানাকারণে অত যোগাযোগ ছিল না, যাহোক, ওই যে একদিন কথাচ্ছলে ওর গল্প বলায় তুমি অবাক হয়ে বললে, দশ বছর কী করে একটা প্রেমের সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখতে পারে!

হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সুরাইয়া এনজিওতে চাকরি করে, ঠিক ? তো, কী হয়েছে কী ?

আর বলো না, ওদের দুজনের বিয়ে যখন ফাইনাল, হঠাৎ করে কাউকে কিন্তু না বলে আনোয়ার ক্লাস টেন-এ পড়া একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলেছে।

ও গড ! নাফিসা এইবার বিষয়টার মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে, বাট হোয়াই ?

সুরাইয়া নিজেও সেটা বলতে পারছে না, আমি কী বলব ! ও.কে. যার মরণ সে মরুক আমার কী, কণ্ঠ থেকে বিরক্তির তেতো যায় না আদিত্যর, অবশ্য প্রথমে মেয়েটাকে দেখে আমি ধাক্কা খেয়েছিলাম, রূপটুপের বালাই নেই, গাভর্তি ভচকা চেহারা ...,

আদিত্য, তুমি কোনো মানুষের রূপ সম্পর্কে এমন কথা বলতে পারো ... ?

নাফিসার আহত কণ্ঠকে সশব্দে থামিয়ে আদিত্য বলে, কেন, বাহ্যিক সৌন্দর্যকে পছন্দ করার আমার কোনো অধিকার নেই না-কি ? বাদ দাও, মেয়েটার মধ্যে ন্যূনতম ব্যক্তিত্বও যদি থাকত, এনজিওতে বড় পোস্টেই চাকরি করে, সব সুবিধা বাদ দিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা বেতন পায়, বাড়ির একমাত্র মেয়ে, কোত্থেকে যে আমার বাসার ঠিকানা পেয়েছে, আইডি কার্ড নিয়ে সময় নেই অসময় নেই আমার বাসায় এসে এমন কান্নাকাটি করে !

আদিত্য, কেমন যেন মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পড়ে যায় নাফিসা, মেয়েটার মানসিক অবস্থাটা দেখবে না ?

আরে, ওকে আমি দেখার কে ? আমার বাড়িঅলাকে তো জানোই। অলরেডি আওয়াজ দিতে শুরু করেছে। এমন একজন শিক্ষিত মেয়ের ন্যূনতম কমনসেন্স যদি থাকত, যত সান্ত্বনা দেই, তত আমাকে পেয়ে বসে, আমি আসলে মূল রাগটা কেন করছি জানো, কতটা স্টুপিড হলে একটা মেয়ে আমাকে বারবার অনুরোধ করে, যাতে আনোয়ার ক্লাস টেন-এ পড়া মেয়েটাকে তালাক দিয়ে তাকে বিয়ে করে, এ ব্যাপারে আমি তাকে সাহায্য করি, অসহ্য !

আদিত্যর বাড়িতে যাওয়ার স্পৃহা মরতে-মরতে অনন্তে গিয়ে ঠেকলে নাফিসা নেভানো কণ্ঠে বলে, এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি ?

আজ বিকেলে সুরাইয়াকে আসতে বলি, তুমিও আসো, পাড়ার মানুষ, বাড়িঅলা— তোমাকেও দেখুক, তোমার মধ্যে একটা ডিগনিটি আছে, দুজনকে একসাথে দেখলে একটু ভালো হয়। আর তুমি একজন মেয়ে, আরেকটা মেয়ের সাইকোলজি সম্পর্কে ভালো বুঝবে, যা পারো ওকে সবকিছু একটু বোঝাও।

আমি কী বুঝাবো ? অতল গহ্বরে তলাতে থাকে নাফিসা, তুমি তোমার বাসায় ওর আসার সামাজিক প্রবলেমটা ওকে বুঝিয়ে পারলে বাইরে মিট করো।

হোয়াট ? তোমার মাথা খারাপ, নাফিসা ? ও আমার প্রেমিকা না-কি যে বাইরে মিট করব ? ঘাড়ে এসে পড়েছে ...।

www.MurchOna.com
==

যেহেতু পড়েছে এবং সরাতে পারছো না, সেইজন্যই বলছি। নাফিসা টানটান হওয়ার চেষ্টা করে, রেগে, বিরক্ত হয়ে এর কোনো সমাধান হবে না, যেহেতু হিসাব না করে তোমাকেই আশ্রয় করেছে, কিছুদিন মেয়েটার ওপর দিয়ে সময় যেতে দাও, আর যেহেতু এ নিয়ে সামাজিক সঙ্কটেও পড়ছো, একটু-একটু বাইরে দেখা করে যতটা পার ওকে নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস দিয়ে ধীরে ধীরে বিষয়টা থেকে বেরিয়ে আসো। বাইরে দেখা করলে অন্তত এই বাড়ির সঙ্কট থেকে তো বাঁচবে।

উফ, কী ঝামেলাতেই যে পড়লাম, এইবার ক্লান্ত শোনায় আদিত্যর কণ্ঠ, ও.কে. থ্যাংকস ইউর সাজেশন, ঠিক আছে, ওর বিষয় বাদ দাও, তুমি আসছ তো ?

ন্যূনতম স্পৃহাহীন কণ্ঠে নাফিসা বলে, জানি না।

এরপর ফোন কেটে বিবশ শরীর নিয়ে নিশ্চল পড়ে থাকে ঘণ্টা-ঘণ্টা।

অধঃপাতে ক্রমশ তলাতে থাকে জাহিদও।

সেই রাতের ঘটনার পর নিজের বিবেক, সংসার, নাফিসার সাথে সম্পর্ক ... ইত্যাকার নানা বিষয় নিয়ে ঘণ্টা-ঘণ্টা ভাবনায় কখনো বিক্ষত হয়েছে, কখনো বোধ করেছে চূড়ান্ত দিশেহারা। একদিকে আফরিনের মাতৃআকুতি তাকে প্রবলভাবে ওর দিকে টেনেছে। অন্যদিকে সন্তান মৃত্যুর একমাস সময়ের মধ্যেই আফরিনের দ্বিধাহীন শরীর পেতে দেয়ার বিষয়টা ওর অমানবিক আচরণ মনে হয়েছে। নাফিসার সামনে স্বাচ্ছন্দ্যহীন ঘর তাকে ভেতরে-ভেতরে করেছে সবচেয়ে অসহায়।

নাফিসা কি এত বোকা, জাহিদের এই আমূল বদল টের পাবে না ? ভাবতে-ভাবতে বিস্ময়ে কত যে কেঁপেছে সে, তবে ? আজ যদি এ জাতীয় পরিবর্তনের দশ ভাগের এক ভাগও সে নাফিসার মধ্যে পেত, ভূমণ্ডল উপড়ে এর সূত্র বের করে নাফিসাকে দশ টুকরা করে ছাড়ত না ?

চোখে-মুখে সে স্পষ্ট দেখে, জাহিদকে নিয়ে নাফিসার মধ্যে ঘোর অবিশ্বাস। তবে সশব্দে সে দাঁড়াচ্ছে না কেন ? পৃথিবীর কোন উদারতার সৌন্দর্য এরকম একটা মুহূর্তে কেবল নান্দনিকতায় বাঁধবে বলে কোন স্ত্রীকে প্রতিবাদহীন শান্ত রাখতে পারে ?

প্রচণ্ড ভয় লাগতে থাকে নাফিসাকে। এটা কোনো প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের আগের শান্ত প্রকৃতির আভাস নয় তো ? তক্ষণি ধেই ধেই করে এগিয়ে আসে বিয়ের আগে দেখা নাফিসার ব্যক্তিত্বের কাঠিন্য। যাকে পাওয়ার জন্য এসপার-ওসপার হয়েছিল তার পরাণ।

হঠাৎ নোটিশ পাঠিয়ে তাকে কোনো কিছুর সুযোগ না দিয়ে নাফিসা তার জীবন থেকে চলে যাবে না তো ?

তন্দ্রার মধ্যে কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসেছে জাহিদ, ছায়া আলোয় দেখেছে নাফিসার আধমুখ অথবা ঘুমন্ত মুখ। প্রাণে রক্তপ্রলয় ঘটেছে। এই জীবনে কোনো

www.MurchOna.com

কিছুর বিনিময়ে নাফিসাকে ছাড়া সংসার করা অসম্ভব।

তখনই তাকে আরো কাঁপিয়ে হিমহিম রোমাঞ্চিত করে আরো এক ধাপ বেশি, অনুভবের প্রগাঢ়তা।

কখনই নাফিসা তার প্রতি উদ্ধত নয়, চিৎকারময় নয়, জাহিদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারকে কেয়ার করে, এই করে-করে পুরো পরিবারকে সে অদ্ভুত বিন্যস্ততায় সাজিয়েছে, নাফিসার প্রবণতার এই অনুভব কতবার জাহিদকে সুখী, অহঙ্কারী করেছে।

না... না... এই নাফিসাকে হারানো অসম্ভব। ফলে আফরিনের ফোন এলে রিঙ্গার অফ করে স্টোর করা নামের দিকে নিষ্ফল তাকিয়ে থেকেছে কত। ফের ওই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে কুণ্ঠায়, ভয়ে নিজের মধ্যে কুঁকড়ে গেছে।

সেদিন বাসায় ফেরার পর ক'দিন একটানা একটু-একটু করে কখনো ঘণ্টা, কখনো একবেলা এইভাবে শিথিল দিয়ে-দিয়ে এক সময় কার্ফু প্রত্যাহার করে নেয় সরকার। যেহেতু সরকারি চাকরি, পরিচয়পত্র দেখিয়ে পুলিশের নানা হুজ্জোতের জবাবদিহি করে ধাক্কা খেয়ে, ওষ্টা খেতে-খেতে জাহিদ অফিসে গেছে। ভাগ্যিস অফিসের লোকজন দেশের এই ব্যাপার নিয়েই বিচলিত ছিল বেশি, নইলে কবে নাফিসার সামনে সতর্ক, টানটান থাকার প্রাণপণ চেষ্টায় যেভাবে জাহিদ এইসব ভাবনায় অস্থির থেকেছে, অন্যসময় হলে সহকর্মীদের প্রশ্নে জর্জরিত হতে হতো তাকে একদিন। এই রকম যখন চলছে, গ্রেপ্তার করে বিশেষ কারাগারে রাখা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়াকেও, বিএনপি-আওয়ামী লীগ দলের সংস্কার নিয়ে দিনরাত উত্তপ্ত ... আর ব্যাপারগুলো সাধারণ মানুষের গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে। আচমকা ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে সমস্ত চাকা ঘুরে গেল। অন্যমনস্কভাবে লাঞ্চটাইমে আফরিনের নাম্বার রিসিভ করতেই ওপাশে অন্য কণ্ঠ, আমি শারমিন, আফরিন আপুর ছোটবোন ... এরপর ওর কান্না ভেজা কণ্ঠে সাংঘাতিক বিচলিত জাহিদ প্রায় চিল্লায়, কী হয়েছে, তুমি কাঁদছ কেন?

জাহিদ ভাই, ক'দিন ধরে টানা ট্রাই করছি, আপনার নাম্বারে কেউ ধরে না। ফের কাঁদে মেয়েটি, সেদিন আপনি চলে যাওয়ার দুদিন পর আপু কারো সাথে কিছু বলে নি, কিচ্ছু মুখে দেয় নি এরপর ...।

জাহিদের চারপাশে স্রোত ... স্রোত ... কম্পিত কণ্ঠে ক্রমশ ছড়ায়িত আঁধার, প্রাণ গলার কাছে আটকে গেলে ঢোক গিলে প্রশ্ন করে, ও ঠিক আছে তো?

পরদিন আপু বিষ খায়।

কান থেকে শিথিল রিসিভার খসে যেতে থাকলে যখন হুহু তেপান্তরে ভয়ানক একাকী জাহিদ দাঁড়ানো, বুকের রক্তক্ষরণে প্রবল মায়া আর উত্তাপের মধ্যে অনিন্দ্য, মায়াবী আফরিনের আকুতিময় কণ্ঠ 'তুমি আমাকে আমার বাবুই পাখি দাও' ..., যখন

www.MurchOna.com

শুধু জাহিদ কথারহিত, তখন প্রাণের মধ্যে এক পশলা ঠান্ডা বাতাসের হাল্লা দিয়ে শারমিন বলে, স্টমাক ওয়াশের পরও আপু দুদিন সেন্সলেস ছিল।

ধড়ফড়িয়ে ওঠে জাহিদ, এখন কোথায় ?

সেন্ট্রাল হাসপাতালে।

ও.কে. আমি এক্ষুনি আসছি।

জানালাগুলো কি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ? নাফিসা প্রাণান্তকর ধাক্কায় খোলে, বাতাস আসে না, আলো আসে না, জোর সে টানে যা-ও মাঝে-মধ্যে কিছু পায়, অনুভব করে, পর্যাপ্ত নয়, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে হয়ে বুকে ব্যথা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে রোজা শুরু হয়েছে। নাফিসা হুহু ডাইনিংয়ে বসে একাকী সেহেরি খায়। সন্ধ্যার ইফতারে কখনো-কখনো নিঃশব্দ জাহিদ যোগ দেয়। এই একমাস ধর্ম করে কোন বেহেশতে যে যাবে তোমরা ? জাহিদের ইয়ার্কি মনে পড়ে, তবে যা-ই বলো নাফিসা, ছোটবেলায় মাঝরাতের সেহেরিতে মা না ডাকলে কত যে কাঁদতাম। মা তখন বলতেন, এখন রোজা রাখার জন্য কাঁদছ, যখন রাখার বয়স হবে, তখন না রাখার জন্য কাঁদবে। কিন্তু আর যা-ই হোক, প্রতি রোজাতেই নাফিসাকে ইফতারে সঙ্গ দিতে ছুটতে-ছুটতে জাহিদ এসেছে। এইবার দিনরাত একটু-একটু করে কোন অনন্তে সে হারাচ্ছে ? নিজেকে যেন শেষ বাঁচাতেই আরিফের সাথে প্রায় মরিয়া হয়ে অকপট রুদ্ধতায় ভেঙে পড়ে, আপনার চোখে কি কিছু পড়ে ? আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?

হতচকিত আরিফ কল্পনাও করেন নি সমস্ত ব্যাপার নিয়ে এতদিন নিজের মধ্যে আত্মবুঁদ থাকা নাফিসা কোন মুহূর্তে তাকে এই প্রশ্নের সামনে ফেলবে।

মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়, অত্যন্ত নাফিসাকে, এত নির্বোধ আরিফ না, ফলে বাকরুদ্ধ হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

কিছু বলছেন না কেন ? নাফিসার চোখ বেদনার্ত। সেদিকে তাকিয়ে লম্বা শ্বাস টানে, কিছু তো একটা পরিবর্তন হচ্ছেই। আমি কী বলব ? যতটুকু আপনি দেখছেন, আমিও তো ততটুকুই দেখছি।

বুক কাঁপে নাফিসার।

মাঝে সত্য-মিথ্যার মিশেলের মাঝে ঘোল খেতে-খেতে ক্রমাগত নতজানু ছিল জাহিদ। একদিন টানা মোবাইল বন্ধ। টেনশন, অস্থিরতায় যখন নাফিসার মরণ দশা, মাঝরাতে চোখ লাল করে ক্লান্ত জাহিদ প্রায় কথা না বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কোথায় ছিলে ? কী হয়েছে ?

অত জবাবদিহি দিতে পারব না, প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে জাহিদ।

www.MurchOna.com

নিজেকে সামলাতে পারে না নাফিসা, বাঁধ ভাঙা কণ্ঠে সে-ও এক সমান্তরালে চেঁচায়, আমার ব্যাপারে কড়ায়-গণ্ডায় জবাবদিহি, এখনো আমি তোমার স্ত্রী, মোবাইল বন্ধ, আমি টেনশনে মরছি, এখন উল্টা চোখ দেখাচ্ছ !

বহুদিন পর নাফিসার এই কণ্ঠে জাহিদ কি কাঁপে ? সহসা বোঝা যায় না। তবে ধীরে উঠে বসে বলে, ওই যে আমার বন্ধুটা, স্ত্রীর সাথে গন্ডগোল, ও বিষ খেয়েছে।

নাফিসা এর উত্তরে কী বলবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারা বোধ করে। স্বামীর এক অদৃশ্য এক মিথ্যা বন্ধু আছে, যাকে সুযোগ পেলেই জাহিদ নাফিসার সামনে ব্যবহার করে এটা ঠিক। কিন্তু সে বিষ খেয়েছে, এত বড় মারাত্মক মিথ্যা গল্প যে কাউকে নিয়ে জাহিদ পাততে পারে, এ যে কল্পনার বাইরে। এ্যাদ্দিন অস্তিত্ব বা আনুভূতিক সঙ্কটের কারণে গলার কাছে এসে আটকে যাওয়া প্রশ্নকে গিলে ফেলেছে সে, আমরা তো এখনো এই দেশের বাস্তবতার মধ্যে, এই দেশের সংস্কৃতি, অপসংস্কৃতির আলো-হাওয়া খেয়ে বাঁচছি, এই দেশের কোন সোসাইটিতে এটা সম্ভব, তেরো-চৌদ্দ বছরের দাম্পত্যজীবনে একজন স্ত্রী, যার স্বামীর একজন পুরুষ বন্ধু থাকবে, সে তার নাম পরিচয় জানবে না ?

কিন্তু জাহিদের ক্লান্তি, অবসাদ দেখে আজও গলা ফুঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসতে থাকা এই প্রশ্নকে দু'ঠোঁট চেপে প্রাণপণে দাবায় নাফিসা, বরং জিজ্ঞেস করে, এখন অবস্থা কী ?

স্টমাক ওয়াশে বেঁচে গেছে, ফের বিছানায় শুয়ে পড়তে-পড়তে বলে জাহিদ, পুরো সারতে সময় লাগবে।

ও ... নাফিসা কিছুক্ষণ থেমে ফের সচকিত হয়, ভাত খাবে না ?

ভালো লাগছে না। বমি হয়ে যাবে।

এরপর দিন থেকে আবার অন্য এক তুমুল বিবর্তন। ধীরে-ধীরে নাফিসাকে তোয়াক্কা না করার সাহস বাড়ে জাহিদের। বাইরে থাকলে মোবাইল অফ রেখে রাত-রাত করে বাড়ি ফেরে সে। প্রশ্ন করলে এমন ক্ষিপ্ততা প্রকাশ করে, যা রীতিমতো ভয়ঙ্কর।

নাফিসার পায়ের তলা থেকে আমূল মাটি সরতে শুরু করে। আমি কয়েকবার ভেবেছি এ নিয়ে জাহিদের সাথে কথা বলব, আরিফ বিমর্ষ কণ্ঠে বলে, কিন্তু কেন যেন লক্ষ করেছি তার নিজের এই লাইফ স্টাইলটা নিয়ে আমার সাথে বিন্দুমাত্র শেয়ার করতে সে আগ্রহী না। এছাড়া আমি আপনাকেও দেখেছি, ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে, ভাবি, আজ যেহেতু আপনি বলছেন, আমি কথা বলব তার সাথে ?

কিছুক্ষণ ভেবে নাফিসা বলে, না থাক। আপনারও যাওয়ার সময় এল বলে। এ্যাদ্দিন ধরে বন্ধুর সামনে যে সম্মানটা ধরে রেখেছেন, সেটা নিয়েই যান। ওকে তো আমি চিনি, তাছাড়া ও তো আর বাচ্চা ছেলে না, আপনি তাকে বুঝিয়ে ... অস্ফুট

www.MurchOna.com

পায়ে মিনি বেডরুমে যেতে-যেতে নাফিসা বলে, দেখি, আমি নিজেই ব্যাপারটার সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি।

রঙতুলির মায়ায় ক্যানভাসের ভ্রূণ ক্রমশ একটি শিশুর আকৃতি নিতে থাকে। শৈশবে পাতার পর পাতা রঙিন পেন্সিলে শখে আঁকা ছবিগুলো দূর উদাসে মিলিয়ে পুঞ্জীভূত মেঘের মতো এসে জড়ো হয় নাফিসার কক্ষ অথবা জীবনে রাখা একটি মাত্র অনন্ত ক্যানভাসে।

নাফিসা তলপেটে হাত রাখে, অপূর্ব উজ্জ্বলতায় চারপাশে মিহি জ্যোৎস্নার ঝিরঝির মেঘ জমতে থাকে ... সরে যায় অন্ধকার, সরে যায় জাহিদকে কেন্দ্র করে কিছুক্ষণ আগের ন্যূনতম অস্থিরতা, শিশুটি হাল্কা নড়তেই অভিভূত নাফিসার মাতৃচেতনায় এমন প্রগাঢ় অনুভবের বাতাস বইতে শুরু করে, নাফিসা ছন্দে-ছন্দে ঘরের মাঝে ক্রমশ ঘূর্ণায়মান হয়ে গাইতে থাকে, বন পাহাড়ের উদাস ভেঙে, ঝাঁপিয়ে আসা ঢেউ— কে এলরে ? তুইরে জাদু, আর কেউ না কেউই, তুই-ই আমার স্বপ্ন খুশি হাসি, তুই আমার পরাণ হারা বাঁশি ... তুই-ই ... আমার

গভীর অনুভবের স্বপনে ডুবতে-ডুবতে নাফিসা অনুভব করে, প্রগাঢ় কান্নায় তার চোখ ভিজে গেছে।

এরপর নাফিসা বহুকাল পর রিকশায় ঘুরে বেড়ায় অনন্ত সন্ধ্যায়, রাত্রিতে।

চারপাশের স্থির অথবা অস্থির গর্জমান যানগুলোকে মনে হয় শান্ত সমুদ্রে ভাসা জাহাজ অথবা সাম্পান। রোজার মাসে আমূল পাল্টে যাওয়া এই নগরে, যেখানে রাজপথের ফুটপাতে, গলিতে-গলিতে পিয়াজু, ছোলা, হালিম, জিলিপির গন্ধে পড়ন্ত সন্ধ্যায় বড় ভালো লাগে নাফিসার। নিজেকে মনে হয় সদ্য ডানাঝাড়া কাক। প্রকৃতির বাতাস সুস্বাদু মশলা অথবা মিষ্টিযুক্ত, যেখানে ইফতারি করতে সান্ধ্য আজানের আগে বাড়িতে ইফতার করার জন্য কাফেলার মতো ভিড় করে ছুটন্ত মানুষ, এবং তার কিছু পরেই ঈদের শপিং করতে ঘর থেকে মানুষের বেরোনোর কিছু আগের সময়টা, পুরো রাস্তা সুনসান ... ঢেউ খেয়ে, ঘূর্ণি খেয়ে নিজের কোন অজান্তেই নাফিসার জীবন গড়াতে থাকে, সে নিজেও জানে না।

এইসব অনুভূতির চক্রে নাফিসার কাছে আদিত্যর ডাক আসে, নাফিসা, আসবে ? এই ডাকে অনন্তে মৃতকোষে উষ্ণ তরঙ্গের রিদম নাফিসার, অথচ জীবনে প্রথম যেদিন তাকে স্পর্শ করেছিল আদিত্য, অচেতন প্রেম ঘোরে যদ্দুর ভাসিয়েছিল নিজেকে টেনে তুলে প্রায় আর্ত চিৎকারে সেজদায় পড়েছিল সে, পাপ ! এ কঠিন পাপ ! গ্লানিতে, অপমানে সে কতদিন জাহিদের মুখের দিকে তাকাতে পারে নি। নাফিসার এই অবস্থা দেখে জর্জরিত হয়েছিল জাহিদও, এ আমার জন্য ভীষণ ইনসাল্টিং ...। এরপরে দুজনই সতর্ক সন্তর্পণে সেই সম্পর্কটা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আদিত্যকে নিজের বিপন্নতা আর কত লুকাবে নাফিসা, ক্রমে-ক্রমে সেই অনুভবেই আদিত্যর তরঙ্গিত আহ্বান ... যার স্রোতে রীতিমতো ঝাঁপ দেয় নাফিসা।

www.MurchOna.com

এর মধ্যেও কখনো যখন আচমকা এ্যাদ্দিনের রোজ রুটিনের বাস্তবতায় পীড়নের কথা মনে পড়েছে, নাফিসা অবাক হয়েছে, অতলের জেদ অথবা কষ্টবোধ জাহিদকে কেন্দ্র করে আজ একটুও দুশ্চিন্তা দিচ্ছে না তাকে, সন্ধ্যার পথে কাউকে না জানিয়ে কোথায় গেল নাফিসা, জাহিদকে কী জবাবদিহি দেবে, এটা ভেবে ন্যূনতম ভাবনাও না। ভেজানো দরজা খুলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ দাঁড়ায়, মেঝেতে পাতা তোষকে নকশিকাঁথা স্টিচের চাদর, তার ওপর বাস, অর্ধচাঁদ চশমা নাকে লটকে ছাপা কাগজে কী সব কাটাকুটিতে আদিত্য আত্মবুঁদ।

বিড়াল পায়ে কাছে গিয়ে যেন বা সামনের স্তব্ধ বাতাস ছড়িয়ে দিয়ে অবাক প্রশ্ন করে নাফিসা, আ... দি... ত্য ! প্রুফ দেখছ ? তোমার কবিতার বই বেরোচ্ছে ?

হঠাৎ চমকে সলজ্জ হাসে আদিত্য, তাই তো দেখছি।

হোয়াট ? মুখোমুখি হাঁটুমুড়ে বসে নাফিসা ছাপা কবিতার কাগজে হাত বোলায়, তুমি না বলেছিলে, টাকা থাকলেও তুমি নিজ টাকায় বই করবে না ?

হ্যাঁ বলেছিলাম, এইবার আদিত্য মুখ তুললে ওর চেহারা দেখে রীতিমতো ভয় পেয়ে যায় নাফিসা, বিধ্বস্ত, সারাচোখের চারপাশে কালসিঁটে, রক্তাভ ... বলেছিলাম এদেশে বেশি খাতির ছাড়া কোনো প্রকাশক কারো বই করতে চায় না, আমার নেই, বেরোবে না, বলেছিলাম জঙ্গলের পাতায়-পাতায় আমি কবিতা লিখে যাব, যা পরদিনের অনন্ত বাতাসে মিলিয়ে যাবে, বলেছিলাম ...।

আকুল দুহাত দিয়ে সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন হাতে ওর চোখে-মুখে হাত বুলাতে-বুলাতে নাফিসা অস্থির হয়, কী হয়েছে আদিত্য ? তোমার এই অবস্থা কেন ?

কিছুটা স্থির হয়ে প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশে নাফিসার হাত টেনে তাতে চুম্বন করে আদিত্য, তুমিই না কত চাইতে ফেব্রুয়ারির মেলায় বই হোক, বই হচ্ছে, সেই আনন্দে।

ও গড ! প্রকাশক পেয়েছো ? নিজের মধ্যে কেমন একটা হুলস্থূল লেগে যায় নাফিসার, আমাকে জানাবে না ? আর সেই যদি জানলাম, মেলায় আমার হাতে বই তুলে দিয়ে আমাকে সারপ্রাইজ দিতে ?

আদিত্যর দেহ থেকে ধেয়ে আসা বুনোঘ্রাণ নাফিসাকে নেশাতুর করে, সে ঘনীভূত হয়।

আমারও সেই ইচ্ছা ছিল, নাফিসার স্পর্শে আদিত্য দেহ থেকে নিজ অজান্তেই উষ্ণতা নয়, শীত খসাতে থাকে, তুমিই বলতে, কোনো সৃষ্টিকে বাতাসে উড়াতে নেই, মানুষ থাকে না, অনন্তকালের জন্য যা থাকে, সে তার কাজ, সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিকে রেখে যেতে হয়, এ-তো নাফিসা তোমার স্বপ্ন পূরণের প্রথম ধাপ, ভাবলাম, আজই জানো, বইমেলা আসতে আসতে আমি যদি অনন্তে চলে যাই ? তখন কে সারপ্রাইজ দেবে ?

ধুর ! হেঁয়ালি করো না, এইবার আদিত্যের ছড়ায়িত পায়ে গুটিশুটি শুয়ে পড়ে নাফিসা, আজ আসতে বললে যে বড় ? পড়শির ভয় নেই ?

সে-তো দুদিন পর এমনিতেই ভাগছি, বলুক দুকথা।

ও, তোমার বন্ধুর সেই সুরাইয়ার কথা তো শোনা হলো না, হুড়মুড় মাথা তোলে নাফিসা, কেমন আছে সে ?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আদিত্য বলে, ভালো। থ্যাংকস তোমার বুদ্ধি কাজে লেগেছে, যদ্দুর সম্ভব টেককেয়ার করেছি। বলতে-বলতে নাফিসাকে মহাশিহরণের তুঙ্গে তুলে এই প্রথম তৃষ্ণার্ত চোখে শুধু আদিত্য কেন, নাফিসার জীবনে আসা প্রথম পুরুষ, তার মুখ আলতো আঙুলে ঘষে, কপাল থেকে উড়ো চুল সরিয়ে বিমোহিতের মতো বলতে থাকে, তুমি এ-তো সুন্দরী ? বলে, যাকে সুন্দরী নারীর বিশেষণ দেয় সেই ভাবে আলাদা করে তোমার রূপটা আমার চোখে পড়ল না কেন নাফিসা ? এইসব কী বলছে আদিত্য ? সুন্দরী ? আর নাফিসা ... ? কিন্তু মাথা আর কাজ করে না। থরথর কম্পনে চোখ বুজে থাকে সে, আর অনুভব করে গভীরতর মায়াবী চুম্বনের আকুল অনুভব, যা কোনো পুরুষ দিতে পারে, এ নাফিসার কল্পনার বাইরে ছিল।

আমাকে নিয়ে যাবে আদিত্য, অরণ্যে ? তোমার সাথে যুগল সন্ন্যাসে ... এইবার সত্যিকার অর্থেই পৃথিবী বিচ্যুত নাফিসা আমূল আপ্লুত ... নেবে ?

নিজের ভেতর থেকে হরিয়াল দিয়েছে উড়াল,
তার কপালের দোষে। অথচ লিখনহীন
ললাটে ঘাসের বিন্দু, দিকচিহ্ন ছাড়া এক শিশু
প্রাগৈতিহাসিক সিঁড়ি ভেঙে ... ভেঙে ... ভেঙে
ক্রমশ নামছে নিচে।
আর সেখানে শ্যাওলা, শতাব্দীর ব্যর্থতার পুরু আস্তরণ
মজা পুকুরের দিকে নির্জনতা টেনে নিচ্ছে তাকে।
নামছে শিশুটা দ্যাখো নামছে নিচে
আজ এ অবুঝটাকে ফেরাও ফেরাও ...।

এই শিহরিত ঘোরময় হিমসুখে ডুবে যখন জাহিদের রাত্র ফেরা তাচ্ছিল্যময় মুখকে নির্লিপ্ত মাড়িয়ে একসময় বাড়ি ফিরে রাত ... গভীরতর রাতের সিঁড়ি পেরিয়ে একসময় খোলা জানালা দিয়ে দেখছে সকাল আলোর কারসাজি ... যখন দুপুর অথবা বিকেলে একই আচ্ছন্নতায় নিঃসাড় কাটিয়ে ভাবছে, কী করে কখনো বাস্তবতার পীড়নে জীবন গ্লানি, পাপহীনভাবে এত সুন্দর হতে পারে ?

তখন আসমান থেকে মাটি নয়, ধপাস কংক্রিটে তাকে আমূল ভূপাতিত করে কেউ তারহীন ফোনে জানায়, আজ দুপুরে আদিত্য সুরাইয়াকে বিয়ে করেছে।

সেদিন, লাঞ্চের পর উদ্‌ভ্রান্ত দৌড়ে সেন্ট্রাল হাসপাতালে গিয়ে আফরিনকে

www.MurchOna.com

দেখার পর, ক্রমে-ক্রমে জাহিদের জীবনবোধ, অনুভব এত দ্রুত বিবর্তিত আর পাল্টে যেতে পারে, জাহিদের নিজের কল্পনার বাইরে ছিল।

মৃত্যুর মুখ থেকে বেরিয়ে তখন ক্লান্তি, অবসন্নতা আর বিকারগ্রস্ত এক বোধের সাথে অন্ধ তীরন্দাজের মতো লড়ে যাচ্ছিল আফরিন। স্যালাইন চলছিল আফরিনের। তার পাশে প্রস্তর মূর্তির মতো বসেছিল তার মা আর ছোটবোন শারমিন। পুরো কেবিনে কবর স্তব্ধতা। জাহিদ ঢোকা মাত্রই মূর্তি নড়ে উঠল। এমন প্রবল আকাঙ্ক্ষা আর আকুতি নিয়ে আফরিনের মা জাহিদের দিকে তাকিয়েছিলেন, যেন জাহিদ তাদের জনম জনমের স্বজন। প্রতিটি মিনিট যেন এই মানুষটির অপেক্ষাতেই তিনি ছিলেন। আর শারমিন দৌড়ে এসে জাহিদের হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে, আপনি তাহলে এসেছেন ? থ্যাংকস জাহিদ ভাই।

পুরো ঘটনায় বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে জাহিদ। ক'দিন আগেও আফরিন ছাড়া যে পরিবারের সাথে স্রেফ ফর্মাল এক সম্পর্ক ছিল তার, আফরিনের এই দুর্ঘটনার কারণে তাকে এমন পরম কাঙ্ক্ষিত স্বজন ভাবার কারণটা কী ?

সে ধীরে আফরিনের মাথার কাছে যায়। ফর্সা মুখের লাবণ্যময়ীর নীল হয়ে ওঠা ঘুমন্ত মুখটা দেখে সহসা জাহিদের বুকটা হুহু করে ওঠে।

অস্ফুটে, কান্নাভেজা কণ্ঠে তার মা বলেন, কেন তাকে বাঁচানো হলো, এই জেদে মুখে কিছুই খাচ্ছে না।

যাহোক এক পর্যায়ে ধূম্রল কুয়াশার জট খুলতে থাকে শারমিনের কথায়।

যেহেতু ধনাঢ্য পরিবারের শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত সন্তানের সাথে বাড়ির বড়, প্রিয় মেয়েটির বিয়ে বাবা মা'র মতেই হয়েছিল, সেহেতু আফরিনের বিরুদ্ধে তাঁদের কোনো অভিযোগ ছিল না। কিন্তু ওই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পর বিকারগ্রস্ত আফরিন যখন আপন কাউকে সহ্য করতে পারছিল না, তখন তাঁদের জীবনে ওরকম অবস্থায় একদম অচেনা, অদেখা ক্লাসমেট জাহিদকে কেন ফোন করে ডেকেছিল, এ নিয়ে হাজার ভেবেও কোনো কূল-কিনারা পায় নি কেউ। শুধু ফোনে ডাকা না, জাহিদের সান্নিধ্যে এত দ্রুত একটি স্বাভাবিক জীবনে আফরিন কী করে ফিরে আসছে, এ নিয়ে পরিবারে স্বস্তি এলেও দুশ্চিন্তার ঘাটতি ছিল না। আফরিনের হাজব্যান্ডও ছিল এই বাড়িতে আসা ভদ্র, মার্জিত, আপন একজন মানুষ। কী কারণে কেন যেন স্বামীর ওই রূপটা সম্পর্কে আফরিন তাদেরকে দুর্দান্ত নাটকে চেপে গেছে।

ফলে ওরকম মেয়ের ওরকম মানসিক দুর্বল সময়ে জাহিদকে বিশ্বাস করে একেবারে স্বাভাবিকভাবে নেয়াটা তাদের জন্য একটু মুশকিলের ব্যাপারই ছিল।

ফ্যামিলিতে সারাজীবনই আফরিন চাপা স্বভাবের। কোনোদিন নিজের খুব দুঃখ বা প্রচুর আনন্দ কারো সাথে শেয়ার করত না।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় জাহিদ চলে যাওয়ার পর শারমিন একই ঘরে বোনের সাথে

ছিল। সে অবাক হয়ে লক্ষ করেছে, সারারাত জেগে একটা নাম্বারে রিডায়াল করতে করতে ভোরের দিকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে আফরিন ঘুমিয়ে পড়েছে। সুইচে চাপ দিয়ে স্টোর করা নাম্বারে জাহিদের নাম দেখে শারমিন চিন্তিত হয়ে পড়ে।

এরপর নিজস্ব প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বাড়ির কাউকে তোয়াক্কা না করে টানা ক'রাত সে নাম্বার চেপে কখনো হতাশ হয়ে ধপাস ... মাটিতে বসে পড়েছে, কখনো কেঁদেছে, কখনো ক্রুদ্ধ হয়ে মোবাইল মাটিতে আছড়ে ফেলেছে।

আপুর আসলে 'ইগোবোধ' মারাত্মক।

সে আমি ছাড়া আর কে জানে, আচমকাই মুখ ফসকে বলে ফের জাহিদ কৌতূহলী, তারপর কী হলো ?

সবাই অবাক হচ্ছিল, একবারের পর দুবার ফোনে ট্রাই করলে, যাকে আফরিন ফোন করছে, কোনো কারণে সে ফোন না ধরলে সে শত আপন হলেও সেখানে রাগে অপমানে পারলে তার ছায়া মাড়াতে চায় না, সেখানে একেবারে ওদের জীবনে আকাশ ফুঁড়ে পড়া জাহিদকে কোন প্রবণতায় একতরফা টানা ফোন করে যাচ্ছে আফরিন!

বেলকনিতে দাঁড়িয়েছিল দুজন, সামনের বিস্তৃত পথ। পথে ধাবমান হাজারো গাড়ি, মানুষের উদ্‌ভ্রান্ত ছুট। যত শুনছিল জাহিদ প্রচণ্ড শ্রুতিমধুর আবেশে আচ্ছন্ন বোধ করছিল। এই কি সেই আফরিন, ভার্সিটি জীবনে যে প্রবল তাচ্ছিল্যে তাকে ক্রমাগত ছুড়ে ফেলেছে, আর নিজের আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব সব ভুলে দেয়ালে পিঠ ঠেকা প্রেমের জন্য ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে গেছে ? পৃথিবীতে সব ভোলা যায়, কিন্তু জীবনে হাজার সফলতা এলেও অপমান না। যদি সেই মানুষের মধ্যে ন্যূনতম ব্যক্তিত্বও থাকে। জাহিদও ভোলে নি, কেবল নিজের সামনে নিজে দাঁড়াতে কুণ্ঠায় মরে যাওয়ার ভয়ে আত্মার মধ্যে ওই সময়টার মুখে পাথর চেপে দেখেছিল। ভাগ্যে জোটে ক'জন মানুষের, সেই অপমান জীবনের কোনো এক মুহূর্তে তার চেয়ে বহুগুণ সম্মান নিয়ে ফিরে পাওয়ার ?

জাহিদের মস্তিষ্কসহ সমস্ত সত্তার কোষে-কোষে এরকম অপার্থিব মিশ্র মধুর অনুভূতি মিহি-মিহি হয়ে যখন ছড়াচ্ছে, তখন যেন ভূমণ্ডল কাঁপিয়ে একটি প্রশ্ন কানের কাছে এসে আছড়ে পড়ে, জাহিদ ভাই, বাবুই পাখি ব্যাপারটা কী ?

শারমিনের তুমুল কৌতূহল মুখের দিকে তাকিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলে জাহিদ, এইবারও ভেতর তোলপাড় করে বিস্ময় আর মধুর অনুভূতির স্রোত তরঙ্গ, তার মানে, সন্তানমৃত্যুর পর বিকারগ্রস্ত হয়ে এই বাড়িতে আসার পরেও চেতনে-অবচেতনে কোনোভাবেই 'বাবুই পাখি' বিষয়ক এত গভীর বেদনাকর অনুভব আফরিনের মুখ ফসকেও আর কারও বেরোয় নি ? সেটাও কি সে একমাত্র জাহিদের সাথেই শেয়ার করেছে ? শুধু কি শেয়ার ? জাহিদের কাছে সে নিজেকে আমূল সমর্পণ করে

www.MurchOna.com

আকুলভাবে ফিরে পেতে চেয়েছে তার জীবনের সবচেয়ে অপার্থিব আর অলৌকিক সেই দেবশিশুকে ?

মূহূর্তে সেই রাতটা জাহিদের জীবনে আসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সুখ, রোমাঞ্চ আর সম্মানজনক রাতে পরিণত হয় ?

কেন শারমিন ? নিজেকে ধাতস্ত করে সে, এই বাবুই পাখি প্রসঙ্গ কেন ?

শারমিনও মুহূর্তে অকপট, এইসব কারণেই তো আপনাকে দুনিয়া তোলপাড় করে ফোন করে যাওয়া, যেদিন আপু বিষ খেলো, খুব ভোরে, সারাদিন আপনাকে ট্রাই করেছে আর কী সব বিড়বিড় করে গেছে, সবাই কিছু শুনেছে, কিছু না, কিছু বুঝেছে, কিছু না। কিন্তু সে রাতে, আপু প্রায় নিজের ভারসাম্য হারিয়ে যখন বারবার আমার সাথে একটা কথাই বকে যাচ্ছিল— বাচ্চার লাশ সামনে নিয়ে পৃথিবীতে কোন মা ফুর্তি করতে পারে ? আমি জাহিদের কাছে আমার বাবুই পাখি চাইছিলাম, ও আমাকে ভুল বুঝলো ? তখন কিছু না বুঝে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, আপু না পাগল হয়ে যায়। ভেবেছিলাম সকালবেলায় ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখি ... শারমিন কাঁদতে শুরু করে, আর এখন দেখুন কারো হাতে খাচ্ছে না, আবার, কাউকে সহ্যও করতে পারছে না।

যাহোক সেদিন ওর হাত মুঠো করে দীর্ঘসময় বসে থাকার পর যখন দেখল ঘুম ভেঙেছে আফরিনের, জাগতিক পৃথিবী ভুলে নিজেকে টেনে তুলে বহুদিন পর রীতিমতো কাঁদতে থাকে জাহিদ, আই অ্যাম সরি লক্ষ্মী, আমিও একটা বাবুই পাখি চাই, এরকম কেউ করে ? আজ তোমার কিছু হলে আমি নিজেকে সারাজীবন ক্ষমা করতে পারতাম ?

আমি আবারও মরব, অভিমান ক্রন্দনে চারপাশে স্বস্তি নামিয়ে জাহিদের বুকে মুখ গোঁজে আফরিন।

আর আমি তোমার জীবনে আসা মৃত্যুকে হত্যা করব।

এর মধ্যেই এক রাতে বছরের পড়ন্ত মাসে কক্সবাজারে দশ নম্বর বিপদ সংকেত। তারপরই প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর আঘাতে মুহূর্তে ভয়ঙ্কর রূপে পরিণত হলো বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বৃহৎ একাংশ। খুলনা, বরগুনা, ফরিদপুরসহ আরো অনেক জেলা। মানুষজন, বৃক্ষসহ ভেঙে গুঁড়িয়ে সেখানকার পরিবেশ এমন হয়ে উঠল, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না এখানে কোনো কালে কোনো জনবসতি ছিল। মুহূর্তে জীবন থেকে উধাও সাড়ে তিন হাজার মানুষ এর মাঝে জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবে হারিয়ে যাওয়া লক্ষ-লক্ষ নারী-পুরুষ শিশু। টিভিতে নিউজে এসব খবর দেখে-দেখে যখন নাফিসা নিজের জীবনের বেদনাকে তুচ্ছ ভেবে ক্রমাগত প্রকৃতির এই মারাত্মক

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

তাণ্ডব মৃত্যুর সামনে নিজেকে অসহায় আর পরাজিত ভেবেই নিস্তেজ বোধ করছে, হঠাৎ আরিফ সাতদিনের জন্য উধাও। স্লিপ ফেলে যায়, কাজে যাচ্ছি, শেষ হলেই আসব।

গাছের মধ্যে যেন দোল খাচ্ছে কোনো শিশু। পত্রিকায় এই ছবি দেখে নাফিসা যখন উজ্জ্বলিত চোখ বাড়াবে, মুহূর্তে হিম হয়ে আসে শরীর, না, বাঁচার শেষ চেষ্টায় এ কোন মৃত শিশু... যতদূর চোখ যায় শুধু ধ্বংসচিহ্ন ছাড়া আর কিছু নেই... জায়গায় জায়গায় পচে থাকা মরা লাশ... বড়-বড় বট গাছের শেকড় উপড়ে আছে রাস্তায়। দুমড়ানো-মোচড়ানো টিনের চাল... আর চিৎকার কান্নায় ভারি হয়ে আসা স্বজনদের মাতম। সাংবাদিকরা গিয়ে এসে যে লোমহর্ষক রিপোর্ট লেখে তা পড়ে স্ত্রী দু'সন্তান হারিয়ে ইটে মাথা ঠুকতে থাকা কোনো শোকের ছবি দেখে মাঝরাতে ফিরে আসা জাহিদের নির্লিপ্ত চোখ দেখে যখন নাফিসা বলে, জানো, মানুষ ধানক্ষেতে হেঁটে-হেঁটে ধান নয়, মানুষের লাশ খুঁজছে, এ কোন জীবন জাহিদ ? এ কোন দেশে আমরা আছি ?

জাহিদ এখন পৃথিবীর এমন এক ঘোর জগতে ডুবন্ত, চারপাশে ঘটে যাওয়া কোন বাস্তবতার তাপ উত্তাপ তার গায়ে লাগে না, বরং নাফিসাকে হতো বিহ্বল করে কোলবালিশ নিয়ে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে, আজ লাশ খুঁজছে, কালই লাশের গায়ে লাথি দিয়ে ধান খুঁজবে।

তুমি এইভাবে বলছো, জাহিদ ?

ঘুমুতে দেবে ? বিরক্তি কণ্ঠে জাহিদের কর্কশতা বাড়তে থাকে। এ যেন তুমি নতুন দেখছো ? জন্মের পর থেকেই তো ঝড় বন্যা গু মুত দেখে বড়ো হয়েছো। এ নতুন কী ? আর যদি মনে হয়, এসব নতুন দেখছো, তাহলে যাও না চলে বিদেশে, আরিফের সাথে ? দুজনের খাতির তো আর কম হয় নি। বহুত আরামে থাকবে।

ভাষা হারিয়ে বালিশ আঁকড়ে বিড় বিড় করে নাফিসা, এই জায়গাটাই শুধু বাকি ছিল, জাহিদ কোন একটা সম্পর্ককে নিজের মধ্যে জায়েজ করার জন্য এই জায়গাতেও যা কোপ দিলো ?

ততক্ষণে জাহিদ ঘুমের অতলান্তে।

যাহোক, এক... একদিন কাটে আর জাহিদের সেই নিষ্ঠুর সত্য বেদনাকরভাবে বাস্তবে রূপ নিতে থাকে। কান্না আর বাতাসের শব্দের গুমড়ানির মাঝেও হাজার-হাজার জীবিত মানুষ একমুঠো চাল আর পানির সাহায্যার্থে কখনো আশ্রয়কেন্দ্রে, কখনো হেলিকপ্টার অথবা এনে নিয়ে যাওয়া ট্রাক দেখে মরণছুট দিয়ে দিয়ে জড়ো হতে থাকে।

প্রতিদিন বাড়ছে মৃতের সংখ্যা... কিন্তু সাহায্যের তুলনায় ভীষণ অপর্যাপ্ত ত্রাণের পরিমাণ এর মাঝে নাফিসাকে অবাক আর বিমোহিত করে সাতদিন পর ভীষণ বিধ্বস্ত

আরিফ যখন এই ক'দিন সে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ দলের সাথে গিয়ে, জন্মমৃত্যুর সাথে লড়াইরত মানুষকে ত্রাণ দিতে-দিতে ভয়ঙ্কর দোযখ দেখে তারপরও তার বিমোহনের কথাও করে এই দরিদ্র দেশের বাঙালিদের সহমর্মিতাও তাকে কেমন আচ্ছন্ন করেছে। ছোট-বড় সংস্থা বাদ দিলেও ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহে হাঁটু ভেঙে নেমে পড়েছে দেশের ছাত্র-সমাজও। এইসব শুনে-শুনে আরিফকে নিয়ে জাহিদের মন্তব্য নাফিসার মধ্য থেকে মুহূর্তে বাতাসে উবে যায়।

আরিফ যেতে পারে এমন কাজে ? মানুষকে আর কতবার কতভাবে চিনবে নাফিসা ?

মাথা চেপে দীর্ঘসময় চুপ থেকে শেষে চির বুভুক্ষু মানুষের মতো বিছানায় নেতিয়ে পড়তে-পড়তে আরিফ কাঁপতে-কাঁপতে বলে, কত কাল খাই না। বড্ডো খিদে... নাফিসা একটু ভাত হবে ?

যাহোক এক সময় ক্রমে-ক্রমে বিন্যস্ত হয়ে আসতে থাকা আরিফ বলে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা মনে নেই। শুনেছি সারাদেশে মানুষ লাশের পর লাশ পড়ে থাকতে দেখেছে। নাফিসা, আপনি হাজার ইমাজিন ক্ষমতা দিয়েও সেই বাস্তবতা না দেখে কল্পনা করতে পারবেন না সেখানের অবস্থা।

প্রথম দিকে সবার মতো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমিও জীবিত মানুষকে খুঁজে বেরিয়েছি নানা স্থানে। ভুলে গেছি ক্ষুধা কী, ঘুম কী... মুহূর্তে সমস্ত স্বজন হারিয়ে নিঃস্ব এমন পরিবারও আছে, সেই পরিবারের যে-কোনো বেঁচে ওঠা একজন চারপাশে ভূতের মতো এমনভাবে তাকাচ্ছে এমন তার চোখ দেখেছি ... সেই চোখ ... না... না ভাষায়, বলায় অসম্ভব!

সমুদ্রের নোনা জলে, পচা লাশের সাথে মিশে পানি বিষাক্ত... খেই হারাতে থাকে আরিফ... জানেন, বেশির ভাগ মায়েরাই তাদের জীবিত শিশুকে বাঁচাতে মৃত সন্তানের শোক ভুলে একফোঁটা পানি, একটু আগুন, একটু চাল-এর জন্য ত্রাণসামগ্রীর সামনে কামড়া-কামড়ি করে।

দেশ-বিদেশ দিয়ে যাচ্ছে সাহায্য, কিন্তু ভীষণ অবাক কি জানেন, ওরা এই অসহায় অবস্থায় পানি ছাড়া আর কিছু চায় না। শীতের কাপড় দেখলেও রাগে ছুড়ে ফেলে। কোনো এলাকায় কম্বল, কোথাও টাকা দিলেও এই অবস্থা। টাকা দিয়ে করবে কী ? সাত ঘাটে দোকান বাজার বলে কিছু থাকলে তো ?

বলেছি তো, যুদ্ধে লাশের কাহিনী শুনেছি... এইবার লাশ মাড়িয়ে চলেছি, দেখেছি কখনো কোথাও-কোথাও কলা গাছের বাকলে আবরু ঢাকছে নারীরা। লাশের গায়ে পা রেখে চলতে-চলতে কষ্টে দুর্গন্ধে বমি এলেও সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানেন, কিছু সময় পার হতেই সেই পরিবেশকেই মনে হতে থাকলো, এটাই পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ। এর পেছনে-সামনে আর কিছু নেই।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

ড্রয়িং রুমে অপর সোফায় বসে নিষ্পলক চোখে আরিফের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে শুনে যায় নাফিসা। জানেন, এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে পানি আর ভাঙনের জন্য পৌঁছানো অসম্ভব। হোন্ডা নিয়ে এর কোনো একটা এলাকায় রীতিমতো মরণযুদ্ধ করতে-করতে ফিরে আসার একদিন আগে ছিন্নবিচ্ছিন্ন, লাশ। আবার এর মাঝে কি শুনি, জানেন ?

একটি শিশুর শেষ মিহি কান্না... পানি... পানি। ছ'দিন শিশুটি এই অবস্থায় বেঁচে ছিল। নাফিসা... নাফিসা... বলতে-বলতে ওর হাত ধরে প্রায় কেঁদে ফেলে আরিফ... আমি সেই শিশুটিকে বাঁচাতে পেরেছি... একটা কিছু তো করতে পেরেছি। এইভাবে যখন দিনগুলি গড়াচ্ছে, তখন সত্যিই, হ্যাঁ, সময়, সত্যিই নিজের প্রাণ বাঁচানোর যুদ্ধে বন্যার্তরা ধীরে-ধীরে বুনতে থাকে গাছের চারা, বুনতে থাকে ঘরের সাথে টিনের চাল... আসলেই বাঁচার লড়াইয়ে অনেক শক্তি বাঙালির। ধীরে-ধীরে সেই বাস্তবতাও বেশিদিন আর টেকে নি।

আরিফের বোধে নিষ্ঠুর করতাল ধ্বনি মিশিয়ে যেতে থাকে শব্দহীন বেদনার তলায়। শীতের শেষে যেমন করে শিউরে ওঠে চর...। নিষ্ঠুর যজ্ঞের করতাল ভোঁতা বহুবর্ণ তলোয়ার... এক অদ্ভুত মহিমান্বিতা রোদন... যেন অগ্নিরোদের রাজহাঁস... ঢেকে যায় কুয়াশায় মহুয়া মাতাল বাতাস কামহীন নির্জন চিতায় আধ নিভন্ত দেহ রাত্রি। এইসব চক্রের মধ্যে কখন যে আরিফ বলে, জীবনে কিছু চাই নি আপনার কাছে, আজ যদি এক জায়গায় যেতে চাই, যাবেন ?

তখনো নাফিসা বন্যানিপীড়িত হাহাকার, মানুষের কোরাসের শব্দ শুনছে, প্রায় কেঁপে বলে, আপনি আমার একটা স্বভাব সম্পর্কে জানেন না, আমি কোনো বিষয় নিয়ে যখন ভীষণ কষ্টে থাকি, তখন কেউ আমাকে সেই বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে হালকা আনন্দ দিতে চাইলে, হালকা হাসির মুভি দেখালে... রীতিমতো ঘেন্না করি।

এইবার আরিফ টানটান, আপনি আপনার ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা, সফলতা নিয়ে যত নাটক করুন, অন্তত আমি যে অবস্থা থেকে ফিরে এসেছি, এরপর ফুর্তি করতে আপনাকে কোথাও ? সরি...। আরিফের গভীর বিষণ্ন মুখ দেখে নাফিসাও অস্ফুটে বলে। সরি, বললাম না, ও সরি বললেই, হলো ? এইবার সন্ধ্যায় দুজন গাড়ি নিয়ে যখন হুহু রাস্তায় যাচ্ছে, নাফিসা শুধু এই শহরের গাড়ি... লাল, সবুজ বাতিজ্বলা, বিল্ডিং দেখছিল।

কিন্তু আচমকা, একি ? দূর থেকে ভেসে আসছে গান... মানুষের কোরাস... নাফিসা প্রায় ক্ষেপে যায়, আপনি... ?

এই ?

চুপ ! প্রচণ্ড অধিকারে আরিফ যখন ওর ঠোঁটে আঙুল রাখল, তখন তা ছিল এত স্পর্শাতীত, আবেগহীন... একটি জীবনের নিপীড়িত অধ্যায়, থেকে বেরিয়ে আসা,

www.MurchOna.com

এ এক নতুন মানুষের রূপ। চারুকলার অপজিটে নাফিসা দেখে, গাড়ি থেকে নেমে আসা ওদের সামনে বুকের মধ্যে কাগজ দিয়ে বানানো বক্স নিয়ে দাঁড়ানো শত শিক্ষিত ভিক্ষার্থী যাঁদের কেউ শিল্পী, কেউ স্টুডেন্ট, কেউ... নিথর চোখে তাকিয়ে নাফিসার হঠাৎ অনুভব হয়, এই গাড়িটা তাকে এঁদের সামনে এক মুহূর্তে যেন তুচ্ছ করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল।

তারপরও, অসম্মান থেকে বড় হওয়া নাফিসা নিজের মূল সত্তা বাঁচাতে গাড়ি দূরে রেখে আরিফের সাথে রীতিমতো বক লাফ দিয়ে দিয়ে সেই ভিড়ে নিজেকে উড়িয়ে দেয়।

দেয়ালে কত যে পেইন্টিং ! পেইন্টাররা দান করেছে। এসব বিক্রির টাকা বন্যার্তদের কাছে পাঠাবে উদ্যোক্তারা। সামনে কাপড় বিছানো... পেছনে এক-এক শিল্পী গান গাইছে... যে যা পারছে সেই কাপড়ে ছুড়ে দিচ্ছে।

কুষ্টিয়া থেকে আসা এক মাটি ঘেঁসা চেহারার মেয়ে একের পর এক যখন প্রকৃতি কাঁপিয়ে লালন গাইছে, আরিফের গা ঘেঁসে বিমোহিত হয়ে মাটিতে বসে শুনে যাচ্ছে নাফিসা, আচমকা চমকে ওঠে, সামনে তেমন টাকা পড়ছে না আর জনতা বলে যাচ্ছে, 'ওয়ান মোর'। মেয়েটির মাথার ওড়না খসে পড়ে, টাস চোখে তাকিয়ে বলে বিরহের গান গাই ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ।

তাইলে পয়সা ফালান।

এক অদ্ভুত শিহরিত মুডে একসময় নাফিসা পড়তে থাকে সেই শিক্ষিত ভিক্ষুকদের সামনে... নাফিসা, যা পারে দিয়ে যেতে থাকে, শেষে ক্লান্ত হয়ে যখন সে একজনকে বলে, এর আগে ক'জনের বাক্সে দিয়েছে, সে যেন নিজেই ক্ষুধার্ত নিজেই বন্যার্ত— এ জন্যই নিজের জন্য টাকাটা চাইছে এমন আকুতি নিয়ে বলে, আমাকে তো দেন নি !

যে সরওয়ার্দি উদ্যানকে এই নগর বলা যায় একটি অসম্মান-এর অবস্থানে স্থান দিয়েছে, এই আবহের পেছনে এটাই আজ যেন এই নগর থেকে হাজার দূরের কোনো অরণ্য।

বিভিন্ন জায়গায় জমাট আড্ডা।

নিজেকে হারিয়ে নিজের অজান্তেই সেই শতবৃক্ষের আচ্ছন্নতায় হাঁটতে-হাঁটতে নাফিসা দেখে, দূরে একজন শুকনো কাগজে আগুন লাগিয়ে কাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে।

চারপাশে শিরশিরে ঠান্ডা মিষ্টি হাওয়া।

নাফিসার অচেতন পা সেই অগ্নিনিমগ্ন মানুষের কাছে যায়, আগুন তাপাচ্ছেন ?

অস্ফুট উত্তর আসে, না।

তবে কেন কাঠি দিয়ে শুকনো পাতাগুলো পুড়ছেন ?

মাথা নত ছেলেটি যেন পৃথিবী বিচ্যুত, বলে, এমনিই...।

www.MurchOna.com

নিজেকে যখন নাফিসা অচেনা অনন্তে হারিয়ে ফেলেছে, তখন পেছনে রীতিমতো ওর হাত খাবলা আরিফের, আপনার মাথা খারাপ হয়েছে ? কখন থেকে খুঁজছি। রিং করছি, ধরছেন না... চলুন বাড়ি চলুন।

এক সময় সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে আমূল চেতনালোকে ফিরে আসা নাফিসা নিজেকে আবিষ্কার করে নিজের একাকী শয্যায়।

জাহিদ তখনো ফেরে নি।

পরদিন থেকে ফের সেই জীবন। ব্যক্তিগত নৈসঙ্গ বিবমিষাময় বাস্তবতার কারণে একসময় নাফিসার জীবন থেকে ক্রমে-ক্রমে হারিয়ে যেতে থাকে বন্যার্ত মানুষের হাজার পীড়নের শব্দ। জীবন বোধহয় এরকমই।

কণিকার কোষে-কোষে দেহের সমস্ত বান খুলে-খুলে ভোকাট্টা প্রকৃতির শিল্পীত ছাদ নিষ্ঠুর মাঠ, ভোকাট্টা নাটাই— নাফিসা ফের দাঁড়ায় ক্যানভাসের সামনে।

www.MurchOna.com

অনিজ অনন্তে গড়ায়িত

ইতোমধ্যে আরিফ ইংল্যান্ডে চলে গেছে।

জাহিদ এই সম্পর্কের লুকোচুরির ফাঁকে ক্লান্ত হয়ে নিঃসাড় দূরত্বে নাফিসার পাশে শুয়ে থাকে। অথবা থাকে না।

গড়ায়িত দিনরাতে আফরিনের সন্তান স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষার সাথে জাহিদের আমূল সত্তা ক্রমে-ক্রমে এমনই লীন হতে থাকে, নাফিসাকে মনে হতে থাকে অনুভূতিহীন, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর এক নারী।

প্রতিদিন আফরিনের সাথে চলায়, ফেরায়, সেই আফরিন, যে ভার্সিটিতে হাজারো যোগ্যতা নিয়ে দাবড়ে বেড়াত, যাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় হাজারো যুবকের চোখেমুখে জাহিদ দেখেছে কাতরতা, তার এই মুহূর্তের মাতৃসত্তার যন্ত্রণাকর যত মায়াবী রূপ দেখে জাহিদ তত তার নাফিসার প্রতি তিক্ততা বাড়তে থাকে। নিজেকে মনে হতে থাকে উৎকৃষ্ট একজন গাধা, যে কী-না একজন নারীর মধ্যের কাঠিন্য দেখে তার প্রেমে দিশেহারা হয়েছিল।

ভেবে নিজেই অবাক হয়, যে নারী একদা মা হওয়ার জন্য ডাক্তার রিপোর্ট এক করে ছুটেছে, সে যখন জানল, তার মা হওয়ার যোগ্যতা নেই, এরপর কী করে সে অন্তত জাহিদের অবস্থার কথা ভেবেই হোক, নিঃসন্তান মায়ের আকুতি থেকেই হোক, একবেলা, না হাহাকার, না কান্না করে দিন কাটায়? এই যে জাহিদের আজীবন স্রেফ নাফিসার জন্য পিতৃহীন থাকার ত্যাগ, উদারতা, আড়ালে নাফিসা যাতে এ নিয়ে কষ্ট না পায়, এ নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নি। এইসব বিষয়কে কি স্বার্থপর উপেক্ষায় তুচ্ছ করে, এ নিয়ে এক বিন্দু কষ্ট প্রকাশ পর্যন্ত না করে কী করে নাফিসা স্বস্তির নিশ্বাস নিয়ে বাঁচে? কী করে?

রাত্রি লেকের পাশে আফরিনের পাশে ঘনীভূত হয়ে বসে বাতি আর জ্যোৎস্নায় মিশতে থাকা জলের কারুকার্যময় লিরিক দেখতে-দেখতে জাহিদের নিজেকে সেই তরুণ মনে হয়, যে ভার্সিটির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দাবড়ে বেরিয়ে আফরিন-এ নতজানু হয়েছিল, মনে হয় আফরিন তাচ্ছিল্য করেছে, এ তার ভ্রমময় স্মৃতি, আসলে ওরা ক্যাম্পাসে থেকে বেরিয়ে সারাদিন হুহু চক্কর খেয়ে এই এখানে একই উত্তাপে বসে স্বপ্ন দেখছে, 'আমি ছেলে চাই' 'না, আমি মেয়ে' চাই বিষয়ের।

যখন জাহিদের দিনরাতে এমনই উড়াল পাথালের হাহাকার কিংবা সুখ, তখন নিঃসঙ্গ এক স্তব্ধ বাড়িতে তুলির ছোবল নিয়ে ক্যানভাসে নাফিসা নিরন্তর বড় করে তুলছে জরায়ুর মধ্যে কোনো এক দেবশিশুকে। সে কল্পনাও করে নি, অন্তত জাহিদের সাথে তার জীবনের কোনো প্রান্তে এমন কোনো সময় আসতে পারে, যা না ভাঙন,

না গড়ন ... করে-করে তাকে দিশাহীন করে তুলতে পারে। স্তব্ধ যন্ত্রণার ভারে প্রায়ই তার নিঃসাড় শরীর বিছানা থেকে ওঠাতে পারে না। হাঁ, আদিত্য, তুমিও কংক্রিটেই ফেললে আমাকে ? পার্থক্য একটাই, যেহেতু শিল্পী তুমি, বড় নান্দনিক কায়দায় এমনভাবে রক্ত ঝরাতে পেরেছো, যা যে কেউ দেখলে ভাববে, রক্ত নয়, রঙ, সেই রঙই, তুলির ঠোঁটে তুলে তৈরি করতে থাকে সে ক্রমাগত গর্ভের শিশুটিকে ঘিরে থাকা মায়াবী রক্ত।

স্তব্ধ কান পেতেছিল নাফিসা, আদিত্য উদাস কণ্ঠে বলেছিল, তুমি ঠিকই বলেছিলে, মানুষের ভেতর সৌন্দর্যই আসল। কী করে যে কী হলো। কিন্তু বিশ্বাস করো, তারপরও যতবার ওর মুখে হাত পাততে যাই, আমার কবিতা না বুঝেই আমার বই করার ব্যাপারে আগ্রহী। না নাফিসা, ওর টাকায় না, ওর বাবার অনেক বড় প্রকাশনা সংস্থা আছে, যাহোক, তারপরও যখন ওর শরীর স্পর্শ করি, তোমার সেই রাতের অপূর্ব সৌন্দর্যের সব কিছু আমার সব তছনছ করে দেয়।

বাদ দাও আদিত্য, নিজের অপমানিত সত্তা থেকে বাঁচতেই দু'পাহীন নাফিসা লড়ে যেতে থাকে, তাহলে তুমিও বিয়ে বসলে ? অবশ্য যে পরিমাণ হরিয়াল পাখি তুমি, নগরে বসে অরণ্যে উড়ালের জন্য এই মেয়েটি জরুরি জীবনে ছিল তোমার, যে টাকা-কে যে গাছের পাতা বানিয়ে তোমার সৃষ্টিকে অনন্তে রাখতে পারে। হ্যাঁ আদিত্য, এত ক্ষরণ পূরণেও তোমার অনুভূতির সাথে চলতে-চলতে কেন যে আমার মনে হয়েছিল, কখনো-কখনো হাজারো মানুষ কোনো মানুষের একাকীত্ব ঘোচাতে পারে না, আর কখনো একজন মানুষের ছায়াই হাজার মানুষের সান্নিধ্য হয়ে তার সব বিপন্নতা ভুলিয়ে দেয়।

সাব্বিরের পরে কায়দা একই, কিন্তু ভিন্নরূপে এ নাফিসার দ্বিতীয় চরম অপমানকর ধাক্কা। না, এইবার কাঁদে নি, বরং নিষ্ফলা চোখে ব্যাগ গোছাতে থাকা আরিফের দিকে তাকিয়ে অকপটে বলে গেছে নিজের ব্যক্তিত্বহীন সত্তার ব্যর্থতার কাহিনী।

নিজেকে পেছনে ভূলুণ্ঠিত করে যত বলছিল নাফিসা, এত জোরে চেপে ধরেছিল আরিফ নাফিসার হাত, নাফিসার চোখ ছিল গভীর নির্লিপ্ত, আপনি আমার সাথে যাবেন ?

কী ? লিভ টুগেদারে ?

কেন ? আরো দাম্পত্যে ইচ্ছা আছে না-কি ? দেখা হয় নি ? শখ মেটে নি ? কেন যে তৃতীয় বিশ্বে কাউকে কারো পছন্দ হলে বিয়ের কাবিনে আটকে একেবারে একজনকে নিজের জন্য কিনে ফেলা ছাড়া শান্তি হয় না, বুঝি না। কী হয় তাতে ? হ্যাঁ, শুনেছি এ্যাদ্দিন অনেক কথা, অভ্যাস, টেকানো ... ও.কে. বেটার, কিন্তু তাতে যে হারানোর ভয়টা হারিয়ে জঘন্য আপোসের চক্করে খাবি খেতে-খেতে ... ।

www.MurchOna.com

ওয়েস্টার্নদের মতো কথা বলবেন না, ছায়া আঁধার ফুঁড়ে প্রতিবাদ করেছে নাফিসা, এ্যাদিন আমিও তো কম দেখি নি আপনাকে, রক্তেমাংসে এই দেশের উদার মানসিকতার একজন মানুষ। নইলে একই ছাদের নিচে দিনরাত কত সময় কাটিয়েছি, দ্বিধা নেই বলতে, আপনার চোখে কতবার কতরকমভাবে যে প্রেম দেখেছি, কিন্তু এই যে যাচ্ছেন, নিজের অনুভূতিকে তারপরও, আপনাকে না দেখলে পুরুষ সম্পর্কে আমি আমার আজীবন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতাম।

আমাকে অত সতী ভাবার কোনো কারণ নেই। আজ বলতে দ্বিধা নেই, আমি পাশ্চাত্যে নারী.. দেহে.. নিজেকে ফতুর করে ভেবেছিলাম, কোনো নারী আমাকে টানবে না.. আপনাকে দিন-দিন দেখে, অনুভব করে আমি আবার নিজেকে খুঁজে পেয়েছি.. যা উদোম নয়, তার রহস্য যে কত সুন্দর আর গভীর থাক, আমি আর কিছু বলতে পারব না। ভেতর শক্তির দিকে তাকান, যা দেখে আমি পর্যন্ত আপনাকে উড়ালে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতাম তাকে অগ্রাহ্য করে সেই শক্তির ওপর দাঁড়ান, যখন পারবেন না আমি আছি, কিন্তু প্লিজ, এক ফোঁটা আয়নার সামনে দাঁড়াবেন ? একফোঁটাও নিজেকে যখন গভীরভাবে জানবেন, আপনাকে ছোট করে কে কতটা জিতেছে জানি না, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আমি হেরে গিয়ে আবার নতুন বিন্যস্ত জীবনে পা দেয়ার শক্তি পেয়েছি আপনার কাছ থেকে, এইটুকু ভেবে যদি ভালো থাকেন আমার ভালো লাগবে।

বাজছিল বিদায় ঘন্টা ধ্বনি ... বাড়ছিল প্রগাঢ় রাত, জলে ঝাপসা আরিফের চোখ দেখে যখন নাফিসা বিহ্বল, আরিফ ধীর, কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলে, আমি ভেবে পাই না নিজেকে ব্যর্থ আর ছোট মনে করছেন কেন ? আমি বলব, আপনার ক্ষেত্রে অভ্যাস হচ্ছে আত্মঘাতি এক বোমা। জানি, সামনে যে বাস্তবতা আসছে, তাকে সরাসরি ফেইস করার আগ পর্যন্ত আপনাকে যা এমনই এক চিড়িয়া বানিয়ে রাখবে, যে জঙ্গল তো দূরের কথা, বাইরের রোদ, বাতাস দেখতে ভয় পাবে।

এইরকম প্রগাঢ় অনুভবের কথা কী করে এই ভাষায় বলতে পারেন আপনি ? নাফিসা অবাক, আগে তো কখনো শুনি নি।

বলি নি বলে, আরিফ হাসে, আপনার কাছ থেকে শুনেছি, শুনতে-শুনতে শিখেছি। কিন্তু যে আমি প্রথমে মনে-মনে আপনাকে খাঁচা থেকে বের করে উড়াল দেয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম, সে-ও ছিল আমার মারাত্মক ভুল। মিথ্যা-সত্যের চক্রে আপনি নিজেকে যত নিজেকে লুকিয়েছেন, না, উপদেশ না, একটা কথাই বলব এভাবে বাঁচা ভীষণ অসম্ভব।

নাফিসাকে বিশাল এক পাহাড়ে বসিয়ে আরিফ চলে যাওয়ার পর, নাফিসা অনুভব করে কী বিশাল ব্যাপক নিঃসঙ্গতার মধ্যেই না এ্যাদ্দিন সে ছিল, যা আরিফের উপস্থিতির কারণে উপলব্ধি করতে পারে নি।

নিঃসঙ্গতার হিংস্র ছোবল এত মারাত্মক হতে পারে, নাফিসা নিজেও তা কল্পনা করে নি, এক রাতে, হীরণ ঘুমে একাকার, পুরো রাতের কবর স্তব্ধতা নাফিসার ভেতর মৃত্যুভয় নিয়ে আসে। সজোরে টিভি ছেড়ে যতই সে পালাতে চায়, ততই সাব্বির, আদিত্যর চোখ, লক্ষ চক্ষু হয়ে ওর প্রতি করুণ দৃষ্টিতে তাকায়, সেই স্থির ঠান্ডা চোখের মৃত্যুময় ধাক্কায় টিভির গান কিংবা যে কোনো শব্দের ধ্বনিকে তার মনে হতে থাকে অশরীরী আত্মার হিসহিস হাসি ধ্বনি ... তাহলে তোমার কবিতার বই সুরাইয়া বের করে দিচ্ছে ? ও, না... সরি, ওর বাবা, প্রকাশক। তুমিতো এ ব্যাপারে আপোষ করো নি, কিন্তু জীবনে ওর কত ? সব বাদ দিয়ে তিরিশ হাজার ? ও গড! খুব জরুরি ... হা হা হা ... এই করে করে নিজেকে বাঁচানোর জন্য যত চেষ্টা করে নাফিসা এইসব শব্দাবলি থেকে নিজেকে বের করতে ততগুণ তার খপ্পরে পড়ে। সাব্বির, বিয়ে বসেছিলে তুমিও, কী করে অন্যের সাহায্যে তোমরা এত সদর্পে আমাকে এমন ছোট করো, হ্যাঁ, যা-তে আমি মুহূর্তে চিড়িয়া হয়ে যাই ? বাতাস, রোদ্দুরকে আমার বড় ভয় হয় ?

পরক্ষণেই মনে পড়ে জাহিদের কথা। পুরনো গোধূলি ফুঁড়ে তার বাড়ানো হাত, স্নায়ুর বিভ্রমে ক্রমাগত ধাক্কা খেতে-খেতে সশব্দে নাফিসা আয়নার সামনে দাঁড়ায়, জাহিদ, এত বিশ্বাস কী করে করলাম তোমাকে আমি ? আর যা-ই হোক, আমার তোমার জীবনে যত দুঃসহ অবস্থাই আসুক, অন্তত আমাকে ছেড়ে যাবে না ?

এই জীবনটা তোমাকে ছাড়া যে অকল্পনীয় ... নাফিসা যখন এরকম আতঙ্কে ঝাঁঝালো আলো ঘরে অন্ধকারে কাঁপছে, জাহিদের নিষ্ফল উপস্থিতি তার মুখে জবান ফোটায়, জাহিদ, মেয়েটা কে ?

নাফিসাকে হতবাক করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে-পড়তে নিস্পৃহ কণ্ঠে জাহিদ বলে, সে তুমি বুঝবে না, ও আমার বাবুই পাখির মা হবে।

এসব কী বলছ জাহিদ, চিৎকারে ভেঙেচুরে রীতিমতো ওর ওপর হামলে পড়ে নাফিসা, এইভাবে আর চলে না, আমি মরে যাচ্ছি জাহিদ, কে, সে ? তোমাদের সম্পর্কটা কদ্দুর ?

ঠিকই বলেছ, এইভাবে চলে না। কিন্তু সম্পর্ক কদ্দুর জানতে চাইছ তো ? বাট ইজ দিজ ট্রু, আমিও ওর বাবুই পাখির বাবা হব।

ঈদের দিন মা আসে। নাফিসা অবাক ভেঙেচুরে বিক্ষত হওয়া মা'র ফের টানটান আত্মবিশ্বাসী রূপ দেখে। একটি প্রাইভেট স্কুলে চাকরি নিয়ে মা বলতে এসেছিল, সে আর ছেলের বাড়িতে থাকবে না।

মার এই প্রত্যয়ী রূপ দেখে নিজের সাহসহীনতাকে যখন ভেতরে-ভেতরে ধিক্কার দিয়ে নাফিসা পোলাও কোর্মা টেবিলে সাজাচ্ছে, ভীত নাফিসাকে আমূল কাঁপিয়ে সেই

পুরানো মা'র দাপট কণ্ঠ উদ্ভাসিত হয়, চেহারার ছিরি বলে তো কিছু আর নেই, আর কত লুকাবি আমাকে ? জাহিদ কোথায় ?

প্রেমিকার পাঞ্জাবি পরে নামাজে গিয়েছে, কখন ফিরবে কে জানে ? বলতে গিয়ে থেমে যায়, মাথা নিচু করে বলে, আপনি খান তো ! আমি নিজ হাতে রেঁধেছি।

নিঃশব্দে মা টেবিল ছেড়ে নাফিসাকে টেনে যখন ড্রয়িংরুমে বসায়, তখন টিভিতে চলছে ঈদ আনন্দের হুল্লোড়। নামাজ শেষে হাজারো মানুষের কোলাকুলি, এই নগরেও মাথায় ফিতে বেঁধে কোনো কিশোরী অথবা ফতুয়া ... হাহা ভিআইপি রোডে, পাঁচজন মানুষের চাপাচাপি হুজ্জোতে এক রিকশায় পাঞ্জাবি পরা পোলাপানের ঠেলাঠেলি খিক-খিক ... এইসব দৃশ্যে যখন নাফিসার চোখ নিষ্ফল, সম্পূর্ণ অচেনা মা কঠিন অথবা মায়াবী কণ্ঠের বাইরে গিয়ে অদ্ভুত গলায় প্রশ্ন করে, আমি তোর মা, আমাকে লুকাবি ? কী হয়েছে বল।

মা, আমি আর পারছি না, সমস্ত অস্তিত্ব খানখান ভেঙে পড়ে নাফিসার, এরপর মা'র কাছে প্রকাশ করে অনন্তে লুকিয়ে রাখা এমন এক সত্য, বাকরুদ্ধ মা স্তব্ধ হয়ে নিশ্চল বসে থাকে।

আম্মা, আমি মিথ্যে বলেছি, ও বাবা হতে পারবে না ...। বাধ্য হয়েছি বলতে, আপনি যদি দেখতেন, যখন আমি ওকে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই, তখন তার দশা। রিপোর্ট আসার আগ পর্যন্ত মরতে বসেছিল সে, সে বলছিলও এই কথা, বাবা হওয়ার ক্ষেত্রে তার সমস্যা থাকলে সে এই অপূর্ণতার ভার নিয়ে বাকি জীবন বাঁচার কথা ভাবতেও পারে না।

কিন্তু আম্মা, জবুথবু শিশু হয়ে মা'র পায়ের কাছে বসে অজস্র কান্নায় মার শাড়ি আমূল কান্নায় ভেজাতে-ভেজাতে রীতিমতো হেঁচকি তুলে নাফিসা বলে, আমি এ্যাদ্দিন এই নিয়ে কোনো কষ্ট, কোনো হাহাকার প্রকাশ করি নি শুধু একটি কারণেই, সে বাবা হওয়ার স্বপ্নকে শুধু আমার এই দুর্বলতা সম্পর্কে জেনে নিজের মধ্যে হত্যা করেছে, কোনোদিন আমাকে এ নিয়ে কষ্ট, খোঁটা দেয় নি, আমিও নিজে যখন মা হতে না পারার ত্যাগের জন্য রাত-রাত নিঃশব্দে কেঁদেছি, ওর শক্ত হাতটাই আমাকে বাঁচার সাহস দিয়েছিল। কিন্তু যখন ...।

হুহু বাতাসে পোলাও মাংসের গন্ধ। জীবনে কোনোদিন মাকে নাফিসা এই রূপে পায় নি, ফলে নিজের অজান্তেই ভেঙে খানখান সত্তাকে নাফিসা যখন ফের দাঁড় করানোর চেষ্টায় বলছে, আচ্ছা, ওগুলো পরে ওভেনে গরম করা যাবে, আম্মা, আপনি একটু ফিরনি খাবেন ?

তক্ষুনি মা'র চোখের অনন্ত জলধারা তুমুল ভাসিয়ে কোথায় যে নিয়ে ফেলে নাফিসাকে, সে নিজেও জানে না ... কেবল শোনে কিছু ধ্বনি, এ আমার অসহায়ত্ব, নিজের যন্ত্রণায় সন্তানদের হাজারো অভাবের মধ্যে কেবল শাসন করে গেছি। বিয়ে থেকে এই জীবন পর্যন্ত তারপরও তুই আমার অবস্থা বুঝে, আমার অনুমতি নিয়ে এই

www.MurchOna.com

পর্যন্ত এলি, কোনোদিন আমাকে 'উফ' কষ্টটাও বুঝতে দিস নি, তোর এত মনোবল, এত, তারপরও ব্যাপারটাকে এতদূর গড়াতে দিলি, কোন কারণে ?

আমি বুঝি নি আম্মা, অস্ফুটে গোঙাতে থাকে নাফিসা, যেহেতু ভেতরে-ভেতরে জানতাম সঙ্কটটা ওর, আমি বুকের মধ্যে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছিলাম। আমার মনে হতো এ নিয়ে কথা বললে ওর পৌরুষে আঘাত আসবে। দিনের পর দিন আমি ভুলে গিয়েছিলাম সঙ্কটটা যে আমার, এটা ওকে আমি বলেছি।

ছায়া হাহাকার চারপাশে। সারা নগরে আনন্দের খোল করতাল, মা ক্রমশ নিজেকে বিন্যস্ত করে কী এক ভাবনায় টানটান, কীরে হীরণ, দুপুরে খাওয়াবি না ?

নতুন কাপড় পরা ঝলমলে হীরণ হাসতে হাসতে যখন খাবার নিয়ে ওভেনে, মা'র আচরণের রহস্য বুঝতে না পারার অপারগতায় নাফিসা বলে অন্য কথা, আহা! এত ছোট একটা মেয়ে, ঈদের নতুন কাপড় পরেই খুশি। এই ফ্ল্যাটের জীবনে সে যাবেটা আর কোথায় ?

বিষাক্ত কুয়াশার হাহা অন্ধকার ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে জাহিদকে। রঙিন আপেল গাছের নিচে ঘুমন্ত ছিল সর্পগণ... কোনো এক পুরুষ একটি আপেল ছিঁড়ে মুখে পুরতেই হিস হিস করে চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরল হাজারো ছোবলের ফোঁস ফোঁস। স্তব্ধ নিঃসঙ্গ এই হঠাৎ অচেনা বাড়ির রাস্তাঘাট ধরে হাঁটতে-হাঁটতে জাহিদ নাফিসার মিনিরুমে যায়। ক্যানভাস ফাঁকা।

বুকে ব্যথার হাহাকারে পিষ্ট নিষ্ঠুর যন্ত্রণা কাতর দেহ নিয়ে সে মেঝেতে বসে পড়ে।

এ কোন নাফিসা ছিল, স্কার্ট টপস পরতো ঘরে ? সেদিন তার চোখে ছিল ঘন কাজল, কপালে গভীর লাল টিপ ... যখন দরজায় দাঁড়াল জাহিদ, ক্যানভাস থেকে প্রশান্ত মাতৃময়ী হাসি নিয়ে শূন্য দু'হাত পেতে নাফিসা বলল, এই আমাদের দেবশিশু, বড় ক্লান্ত লাগছে গো ঘুম পাচ্ছে বড্ড, এর শরীরের সব রক্ত মুছে ওকে শান্তি দাও জাহিদ, তুমি, ওফ্, ও এত কাঁদছে কেন ?

হাত বাড়ায় নি জাহিদ, বরং স্ত্রীকে স্বপ্নের নান্দনিকতায় খেলতে দেখে চূড়ান্ত তেতো বিরক্তিতে প্রকাশ করেছে, আমি বিয়ে করেছি নাফিসা, আমি হয়তো কষ্ট করে বাঁচতে পারতাম, কিন্তু আফরিন তার বাবুই পাখি, মানে একটা বাচ্চা ছাড়া মাতৃহীনতার স্বপ্নে বাঁচতো না।

মুহূর্তে এই কী চোখ নাফিসার ? প্রচণ্ড পুঞ্জীভূত কুয়াশা হিস-হিস ছোবল দেয় জাহিদের সত্তায়। চোখে এর আগে জমায়িত প্রচণ্ড অনুভবের শিশির মুহূর্তে উধাও ... এরপর প্রসারিত দু'হাত বুকের মধ্যে গুঁজে যেন কোনো এক শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছে। এমন আকুতিতে রিন রিন ধ্বনিতে গাইতে শুরু করেছিল নাফিসা— আয়

www.MurchOna.com

জ্যোৎস্না ঝেঁপে, দুধ দিবি না মেপে, দেখ এসেছে বাবা, বাবার কাছে যাবা ... আয় ... চূড়ান্ত বিপর্যস্ততায় জাহিদ অসহায় বোধ করেছিল, তখনি নাফিসার মা'র ফোন, না, আমি আর নাফিসার বাধা শুনবো না, তুমি এক্ষুনি আমার সাথে দেখা করো।

এরপর ?

একী ভয়ানক নিকষ বাস্তবতা! আমাকে দেয়া এ কেমন শাস্তি তোমার, নাফিসা ? আমি কি এতই ক্ষমাহীন অপরাধ করেছিলাম ? কেন আত্মত্যাগের এই ভয়াবহ কঠিন মিথ্যাচার ? কেন ট্র্যাজিক পরিণতি ছাড়া কোনো নাটকই কখনোই সফল নয়— এই বিশ্বাসে তোমার আমার সম্পর্কের পরিণতিকে এই পর্যায়ে যেতে দিলে ? আর থিয়েটারের নাটকীয় চমক তোমার রক্তেমাংসে এমন ট্র্যাজিকভাবে গেঁথে আছে, কী করে তুমি ? তুমি এত নিখুঁতভাবে নিজের মধ্যে লুকাতে পারলে, আমি তোমার মুখে এক মুহূর্তও এর ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেলাম না ?

কোন মুখে আমি আর দাঁড়াব আফরিনের সামনে ? জাহিদের রক্তস্রোতে বিষাক্ত হয়ে উঠতে থাকে 'বাবুই পাখি'কে কেন্দ্র করে আফরিনের আকুল রাত। সমস্ত খাঁখাঁ শ্মশান বাড়িতে চিতার করুণ মিহি কান্না ... নাফিসার সাথেই দেখেছিল শেষ নাটক.. অর্জুন বাণ ছুড়েছে... বিঁধছে না... যে অর্জুন পাখির চোখ তাক করে নির্ভুল বাণে তা রক্তস্রোতে, বিদ্ধ করত... চারপাশে অট্টহাসি... খালেদ খানের নির্দেশনায় বুদ্ধদেব বসুর খটখটি বইটি নাটকে কী ভয়ানক যুদ্ধে.. কী ভয়ানক বেদনাতুর জান্তব ? অর্জুনের কণ্ঠ সে-কী তীব্র হাহাকারে মূর্ত... 'ঈশ্বর, তুমি যে শক্তি আমাকে দিয়েছিলে, তা কেড়ে নিলে কেন ?'

গুহা পাহাড়ে নিকষ কালো, হাঁ! সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, কেবল বিশাল জান্তব ঈগলের ঠোঁট ছোবল দিয়ে খুলে নিতে থাকে চক্ষু... জাহিদ দু'হাতে চোখ ঢেকে গোঙায়. কেন নাফিসা নিজের স্তব্ধতাকে আমার সামনে তোমার দুর্বলতা হিসেবে প্রকাশ করলে ? আর আমি ? এই তিনজনের শব কাঁধে নিয়ে কী করে একাকী গোরস্থানে যাই— যেখানে আমি বাদে দুটো শবই আমার কাঁধে বসে হিহি করে হাসছে ?

এই জন্যেই কি ট্রেনে বসে পড়েছিলে *ম্যাকবেথ* ? আমাকে প্রচণ্ড ভালোবেসে, টেনে-টেনে নিজের অজান্তেই আমার স্বরূপ দেখে কুয়োয় ফেলার জন্য ?

এই ঘরে নাফিসার সব স্মৃতি আছে, আধপাগলের মতো হাতড়ায় জাহিদ, কিন্তু নাফিসা এ বাড়ির সুতোটি পর্যন্ত নিয়ে যায় নি। ওর সমস্ত কাপড়ের গন্ধ শুঁকে-শুঁকে যখন জাহিদ স্তব্ধ আত্মায় মিহি কোলাহলের রোদনের শব্দ শোনে, কাল রাতে জাহিদকে সন্তান বিষয়ক সব সত্য বলার পর নাফিসার দীর্ঘ নীরবতা। আচমকা তারপরই যেন বাইরের দরজায় দাঁড়ানো নাফিসার করুণ কিন্তু তীব্র কণ্ঠ শুনতে পায়, হাঁ! চিড়িয়া। পা-তো বাড়ানোর জন্যেই, দেখি আর কত ভয় পেতে পারি বাতাসকে রোদ্দুরকে ?

www.MurchOna.com

ভূতগ্রস্তের মতো জাহিদ মেঝে হাতড়ায়, সিঁড়িতে কেবল গতরাতে নাফিসার চলে যাওয়ার সশব্দ পদধ্বনি ... অচেতনে চলতে-চলতে জাহিদ অনুভব করে প্রাণ রক্তের ধারাবাহিক ক্ষরণে ঘর চরাঞ্চল ভেসে যাচ্ছে। কাঠ শীতে যখন মাথা ঠুকে ডুবতে যাবে জাহিদ, যেন কেউ অনন্ত ওপার থেকে অস্থির ফোন করে — জাহিদ ... জাহিদ ... ফোন ধরছো না জাহিদ, কী হয়েছে তোমার ? নিঃশব্দ নিশ্বাস গিলে প্রচ্ছায়া ঘোরে অচিন কণ্ঠে প্রশ্ন করে সে, কে বলছেন ? কে ?

আমি গো আমি, বাবুই পাখির মা।

নিজ ঘরের বন্যাস্রোতের ঘোর কুয়াশায় ঢেকে যেতে থাকে চুলের নখ পর্যন্ত, কেবল এর পরও হাতড়ে সাঁতরে শূন্য ক্যানভাসটা কম্পিত হাতে স্পর্শ করতে-করতে জাহিদ বলে, ও আফরিন ? কাকে খুঁজছেন ? জাহিদ ? সে তো গতরাতে মারা গেছে।

Kuashar Fona by Nasrin Jahan

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com